# অর্থ বুঝে
# কুরআন পড়ি

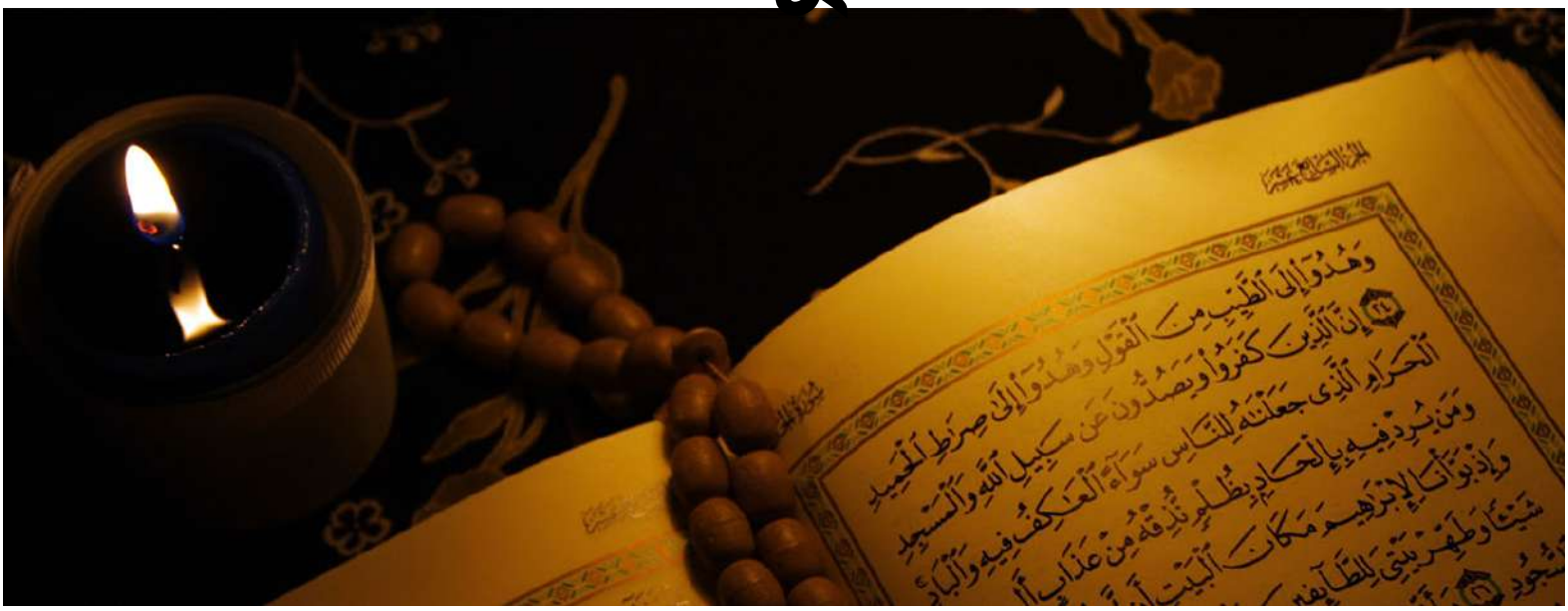

ইঞ্জিঃ মুহাম্মদ মাস্‌উদ

masood35bd@yahoo.com

২৩ মে ২০২০

# সূচিপত্র


| | |
|---|---|
| ১। ভূমিকা | ৩ |
| ২। কতটা সহজ অর্থ বুঝে কুরআন পড়া ? | ৭ |
| ৩। বিসমিল্লাহ্ বলে শুরু করি | ১৭ |
| ৪। কুরআনের শব্দগুলো কেমন ? | ২৩ |
| ৫। আরবি নাকি বাংলা শব্দ ? | ৩৩ |
| ৬। কুরআনের আরও কিছু শব্দ | ৪৫ |
| ৭। আরবি ব্যাকরণের সহজ পাঠ | ৫৫ |
| ৮। আরবি শব্দমূল থেকে কুরআনের শব্দ শিখি | ৬৯ |
| ৯। অনুপম মুগ্ধতার পথে | ৮১ |
| তথ্যসূত্র | ৯৩ |
| | |
| পরিশিষ্ট | |
| (ক) কুরআনের শব্দঃ পুনরাবৃত্তি সংখ্যার ভিত্তিতে সজ্জিত | ৯৫ |
| (খ) আল্লাহ্‌র উত্তম নামসমুহঃ বর্ণানুক্রমিক ভাবে সজ্জিত | |
| (গ) নামাযে আমরা কী বলি? | |
| | |
| | |

# ১। ভূমিকা

আল-কুরআন বিশ্বে সর্বাধিক পঠিত বই[1], আবার অর্থ না বুঝে পঠিত বইয়ের তালিকায়ও এটি এক নাম্বারে ! আলহামদুলিল্লাহ্, আল্লাহ্ রাহমানির রাহিম (পরম করুণাময়, অসীম দয়ালু), অর্থ না বুঝে পড়লেও এই বই পড়ার পুরস্কার থেকে আমাদের বঞ্চিত করেন না । কিন্তু, অর্থ বুঝে কুরআন পড়া আর না বুঝে পড়া কি এক হল? আল্লাহ্, কুরআন বোঝার গুরুত্ব আরোপ করে বলেন

> **এটি একটি বরকতময় কিতাব, যা আমি আপনার প্রতি বরকত হিসেবে অবতীর্ণ করেছি, যাতে মানুষ এর আয়াতসমুহ লক্ষ্য করে এবং বুদ্ধিমানগণ যেন তা অনুধাবন করে ।** [ছোয়াদ ৩৮:২৯]

> **তারা কি কুরআন সম্পর্কে গভীর চিন্তা করে না ? না তাদের অন্তর তালাবদ্ধ ?** [মুহাম্মদ ৪৭:২৪]

আল্লাহ্ কুরআন আরবি ভাষায় নাযিল করেছেন । যদিও বাংলা ভাষায় অনেক অনুবাদ পাওয়া যায় কিন্তু কোন অনুবাদকেও মূল কুরআনের সমতুল্য বলা যাবে না । কবি জসীম উদ্দীনের *'নকশী কাঁথার মাঠ'* এর ইংরেজী অনুবাদ '*The Field of Embroidered Quilt*' পড়ে কি কখনও মূল বাংলা ভাষার মাধুর্য অনুধাবন করা যাবে? অনুরূপ ভাবে কুরআনের ভাষার মাধুর্য অনুধাবন করতে হলে কুরআনের ভাষাতেই কুরআন বুঝা উচিত । আর বোঝার জন্যে আল্লাহ্তো কুরআনকে সহজ করে নাযিল করেছেন, আলহামদুলিল্লাহ্ । সূরা কামার এ এই কথাটি আল্লাহ্ ৪ বার বলেছেন

> **আমি কুরআনকে সহজ করে দিয়েছি বোঝার জন্যে । অতএব, কোন চিন্তাশীল আছে কি ?** [কামার ৫৪:১৭, ২২, ৩২, ৪০]

তাই চলুন কুরআনকে কুরআনের ভাষাতেই বুঝার চেষ্ঠা করি । সেটা শুরু হোক আজ থেকেই । চিন্তা করে দেখুনতো ইংরেজি ভাষা শিখার জন্য স্কুল জীবন থেকে শুরু করে আজ অবধি আমরা কত সময়, কত শ্রম দিয়েছি । আর যে ভাষা হবে আখিরাতের অনন্ত জীবনের ভাষা, যে ভাষায় আল্লাহ্ আমাদেরকে নবীর মাধ্যমে বার্তা পাঠিয়েছেন সেই কুরআনের ভাষার জন্য কতটুকু শ্রম ও সময় দিয়েছি ? কোন মুখ নিয়ে আমরা আল্লাহ্র সামনে দাঁড়াব ?

এই বইয়ে আমরা সহজ ভাবে অর্থ বুঝে কুরআন পড়ার কৌশল জানব, ইংশা-আল্লাহ । তবে, বাংলায় কুরআন বুঝে পড়ার সহায়ক আরও অনেক বই আমাদের হাতের কাছে আছে । এগুলোর কিছু বই আরবি ব্যকরণ বিষয়ক [১], আর কিছু বই কুরআনিক ভুকাবুলারির । কুরআনিক ভুকাবুলারির বইগুলো শব্দ

[1] অনলাইনে তথ্য খুজলে সর্বাধিক পঠিত বইয়ের নাম বাইবেল পাবেন । কারণ James Chapman কর্তৃক প্রনীত গত ৫০ বৎসরে সর্বাধিক বিক্রিত বইয়ের তালিকায় নাম আছে বাইবেলের । কিন্ত সর্বাধিক বিক্রিত আর সর্বাধিক পঠিত এক নয় । নিঃসন্দেহে আল-কুরআনই সর্বাধিক পঠিত বই । কারণ, মুসলিমরা এই কুরআন মুখস্ত করা সহ নামাযে দৈনিক ৫ বার আল-কুরআন পাঠ করে ।

সাজানোর ধরণ অনুসারে তিন প্রকারের । এক ধরনের বইয়ে কুরআনের শব্দগুলো সাজানো হয়েছে ডিকশনারির মত করে বর্ণানুক্রমিক ভাবে [২, ৩] (যেকোন শব্দ এখান থেকে খুব সহজেই খুঁজে নিতে পারি), আরেক ধরনের বইয়ে শব্দগুলো সাজানো হয়েছে কুরআনের শব্দের ক্রমানুসারে [৪, ৫, ৬], অর্থাৎ কুরআনের সূরার ক্রমানুসারে (কুরআনের মাঝখান থেকে যেকোন সূরা বুঝতে গেলে এটা সহায়ক হতে পারে) । অন্য আরেক ধরনের বইয়ে কুরআনিক শব্দগুলোকে কুরআনে পুনারাবৃত্তি সংখ্যার ভিত্তিতে সাজানো হয়েছে [৭] । এই ধরণের বই থেকে খুব সহজে অল্প কিছু শব্দ শিখে কুরআনের অনেক শব্দের সঙ্গে পরিচিত হওয়া যায় । যাই হোক, এ ধরণের বই পড়ে কুরআন বুঝতে গেলে অনেক ধৈর্য ও সময় প্রয়োজন । অনেকেই প্রবল আগ্রহ নিয়ে শুরু করে মাঝপথে এসে থেমে যান; নানাবিধ কারণে মনযোগ ও আগ্রহ ধরে পারেন না । এমনটা যেন না হয় সে চেষ্টা করে এই বইয়ে কুরআন বুঝার কৌশলগুলো সহজভাবে সাঝানো হয়েছে । বিশেষ করে আমাদের যাদের আরবি ভাষায় প্রাতিষ্ঠানিক শিক্ষা নেই তারা যেন সহজে এবং মনযোগ ও আগ্রহ ধরে রেখে কুরআন বুঝতে পারি এমন ভাবে লিখার চেষ্টা করা হয়েছে এই বইটি । আরবি ভাষা এমনিতেই সহজ বোধ্যতায় এবং অনন্য বিশেষ্যতায় গুণান্বিত । তবুই এই ভাষা আরও সহজভাবে শিখার জন্য বিশেষ করে কুরআন বুঝার উদ্দেশ্যে সময়ে সময়ে দেশে দেশে অনেক গবেষণা হয়েছে । অনেক অনেক বই লিখা হয়েছে । দেশ বিদেশের এমনই কিছু অনন্য বইয়ের সারসংক্ষেপ বলা যেতে পারে এই বইটিকে ।

যেকোন ভাষা জানতে তার শব্দ ভান্ডার বাড়ানোর কোন বিকল্প নেই । একটি শিশু যখন কথা বলতে শিখে তখন সে কিন্তু আগে ব্যকরণ শিখে না, শব্দ শিখে । তাই, অর্থ বুঝে কুরআন পড়তে হলে প্রথমে আমাদের কুরআনিক শব্দ ভান্ডার বাড়াতে হবে । এইজন্য এখানে আমরা কুরআনের বহুল ব্যবহৃত শব্দের সাথে আগে পরিচিত হবো যাতে করে আমরা অল্পসংখ্যক শব্দ শিখে কুরআনের বেশি সংখ্যক শব্দের সাথে পরিচিত হতে পারি । শব্দের অর্থের সাথে সাথে কুরআন থেকে এগুলোর সহজ উদাহরণ দেখবো । এই উদাহরণগুলোর বেশির ভাগই কুরআনের ২৯ এবং ৩০ পারার আমাদের পরিচিত ছোট ছোট সূরা থেকে নেয়া হবে [অধ্যায়-৩, পরিশিষ্ট-ক] । তারপর, আমাদের পরিচিত কিছু শব্দের সাথে আবার নতুন করে পরিচিত হবো [অধ্যায়-৫] । যেমন, বাংলা ভাষায় আমরা অনেক আরবি শব্দ হরহামেশাই ব্যবহার করি যেমন জান্নাত, জাহান্নাম, কিতাব, রসূল, কাফির, মুনাফিক, নাফস্, আজাব, আমল ইত্যাদি । এই শব্দগুলো ইসলামী পরিভাষা হিসাবে আমরা বাংলায় ব্যবহার করি । এই শব্দগুলোর আরবি বানান ভালো করে লক্ষ্য করবো যাতে কুরআনে এগুলোকে আমরা চিনতে পারি । একই সাথে আমরা পরিচিত হবো কুরআনে বহুল ব্যবহৃত কিছু বিশেষ্য বা নামবাচক শব্দ (বেশির ভাগই আসমানী কিতাব ও নবী রসূলগণের নাম), সর্বনাম এবং অব্যয় গুলোর সাথে [অধ্যায়-৬] । তারপর, আমরা পরিচিত হবো কিছু আরবি শব্দমূলের (root letter) সাথে যা থেকে আল-কুরআনের সবচেয়ে শব্দ এসেছে [অধ্যায়-৮] । আরবি শব্দের মূলগুলোর অর্থ জানা থাকলে এ থেকে আগত কুরআনের শব্দগুলোর অর্থও জানা এবং মনে রাখা আমাদের জন্য সহজ হবে ইংশা-আল্লাহ ।

কুরআনের বহুল ব্যবহৃত শব্দগুলো সাথে পরিচয়ের পাশাপাশি আমরা আরবি ব্যকরণের সহজ ও সাধারণ কিছু নিয়ম জানবো [অধ্যায়-৭] । কারণ, বেশির ভাগ ক্ষেত্রেই শুধু শব্দার্থ জেনে আরবি বাক্যের অর্থ

করা যায় না [৮]। অন্যান্য ভাষায় যেমন বাক্যে কর্তা, ক্রিয়া, কর্ম একটা নির্দিস্ট ক্রম মেনে চলে আরবি ভাষায় তেমনটা না মানলেও চলে । অর্থাৎ যেকোন ক্রমে বসিয়েও অর্থবোধক বাক্য তৈরি করা যায় । মূল শব্দের সঙ্গে যুক্ত স্বরধ্বনি বা বর্ণ দেখে আমরা শব্দের ধরণ (ক্রিয়ার কাল, বচন, কর্ম, কর্তার লিঙ্গ, বাচ্য) চিনতে পারি । এছাড়া বাক্যের গঠন রীতির উপরও বাক্যের অর্থ বহুলাংশে নির্ভর করে । অতএব, কুরআনের কথাগুলো ভালো করে বুঝতে হলে কুরআনিক শব্দ ভান্ডার বাড়ানোর পাশাপাশি আমাদেরকে আরবি ব্যাকরণের দক্ষতাও থাকতে হবে । তবে ব্যকরণের গুরুত্বপুর্ণ নিয়মগুলো জানার জন্য এই বইয়ে আমরা গতানুগতিক ভাবে না যেয়ে আমরা একটু ভিন্ন ভাবে এগুবো ইংশা-আল্লাহ । বচন, কাল, বাচ্য, লিঙ্গ ভেদে শব্দের যে বিভিন্ন রূপ হয় তা আমরা কয়েকটি ছকের মাধ্যমে দেখবো [৯]। নিয়মগুলো সহজে বুঝা এবং মনে রাখার জন্য একটা সাধারণ ফরমেটে ছক গুলো সাজানো হবে । সবশেষে আমরা গুরুত্বপুর্ন কিছু সূরা ও আয়াতের অনুবাদ করার অনুশীলন করবো ইংশা-আল্লাহ [অধ্যায়-৯] ।

চলুন তাহলে শুরু করি । সামান্য আগ্রহ নিয়ে হলেও আমরা এক পা এগুই । আল্লাহ্ অবশ্যই আমাদের জন্য সহজ করে দিবেন । আল্লাহ্ তো বলেছেনই আমরা তাঁর দিকে হেঁটে গেলে তিনি আমাদের দিকে দৌড়ে আসবেন ।[2] হে আল্লাহ্, আপনার কালাম বুঝে পড়ার আমাদের এই চেষ্টা কবুল করুন । হে রব, আমাদেরকে আপনি সাহায্য করুন ।

**‘রব্বী যিদনী ইলমা’ ।**

[2] আনাস (রাঃ) থেকে বর্ণিতঃ নবী (সাঃ) তাঁর মহান প্রভু হতে বর্ণনা করেন যে, আল্লাহ তা‘আলা বলেন, ‘‘যখন বান্দা আমার দিকে এক বিঘত অগ্রসর হয়, তখন আমি তার দিকে এক হাত অগ্রসর হই। যখন সে আমার দিকে এক হাত অগ্রসর হয় তখন আমি তার দিকে দু’হাত অগ্রসর হই। আর যখন সে আমার দিকে হেঁটে আসে তখন আমি তার দিকে দৌড়ে যাই।’’ [সহীহুল বুখারী ৭৫৩৬, ৭৪০৫, ৭৫০৫, ৭৫২৭, মুসলিম ২৬৭৫, তিরমিযী ২৩৮৮, ৩৬০৩, ইবনু মাজাহ ৩৮২২, আহমাদ ৭৩৭৪, ২৭৪০৯, ৮৪৩৬]

# ২। কতটা সহজ অর্থ বুঝে কুরআন পড়া ?

অনন্য এক মহা-গ্রন্থ আল-কুরআন; আল্লাহ্ এঁকে নাজিল করেছেন সমগ্র মানবজাতির সঠিক পথ নির্দেশের জন্য । তবে এঁকে সমগ্র মানবজাতির জন্য নাযিল করলেও আল্লাহ্ কুরআনের ভাষা হিসাবে নির্বাচন করেছেন আরবিকে । কিন্তু কেন ? আরবি ভাষার আছে কি কোন বিশেষত্ব? আল্লাহ্ কুরআনকে বুঝে পড়ার উপর গুরুত্ব আরোপ করেন এবং বলেন এটি আরবি ভাষায় যাতে আমাদের বুঝতে সহজ হয় । কিন্তু আরবি কি বুঝা সহজ ? হলে কতটা সহজ ?

## ২.১ এক অনন্য গ্রন্থ আল-কুরআন

আল-কুরআন এক অনন্য গ্রন্থ । এই অনন্যতা শুধু বিষয়বস্তুর কারণে নয় বিষয়বস্তুর উপস্থাপনের কারণেও । গতানুগতিক অন্যান্য গ্রন্থ যেমন ভূমিকা, আলোচ্য বিষয়ের বিস্তারিত ধারাবাহিক উপস্থাপনা এবং সবশেষে উপসংহার টেনে সমাপ্ত হয়, আল-কুরআন তেমনটা নয় । এখানে ভূমিকা ছাড়াই সরাসরি মূল বিষয়ের আলোচনা, সময়ের ক্রমধারা অনুসরণ না করেই ঐতিহাসিক ঘটনাবলীর বর্ণনা, একই আয়াতে প্রায়ই বক্তা ও শ্রোতার পরিবর্তন ঘটেছে [১০] । তাই, প্রথম প্রথম কুরআনের অনুবাদ পড়তে গেলে এটি এলোমেলো মনে হতে পারে । তবে সময়ের সাথে সাথে এমনটা আর মনে হবে না । আল-কুরআনের এমন অনন্য উপস্থাপনের একটা কারণ হতে পারে যে, পাঠক যখন কুরআনের কোন অংশ থেকে কয়েকটি বাক্য পড়ে তখন সে কোন না কোন একটা পুর্নাঙ্গ বার্তা পেয়ে যায়; তাকে কুরআনের প্রথম থেকে বা সূরার প্রথম থেকে পড়ে আসার দরকার পরে না । আর, কুরআনের প্রধান উদ্দেশ্যইতো হচ্ছে মানুষের কাছে আল্লাহ্র বার্তা পৌঁছানো ।

## ২.২ অর্থ বুঝে কুরআন পড়া কেন গুরুত্বপুর্ণ

নিজে নিজে অর্থ বুঝে কুরআন পড়তে না পারলে আমরা কুরআনের বাংলা অনুবাদের সাহায্য নিতে পারি । আলহামদুলিল্লাহ, কুরআন অনুবাদের কাজে ইতিমধ্যে অনেক অনুবাদক এগিয়ে এসেছেন । ফলে, আমাদের হাতের কাছে এখন অনেকগুলি অনুবাদ । তবে, অনুবাদ পড়ে কুরআন বুঝতে গেলে আমাদের কিছু বিষয় মনে রাখতে হবে । যেমন, অনুবাদ সাধারণত দুই ধরণের হয়; শাব্দিক অনুবাদ এবং ভাবার্থ অনুবাদ । শাব্দিক অনুবাদে আনুবাদকগন কুরআনের মূল শব্দের অর্থের কাছাকাছি বাংলা প্রতিশব্দের ব্যবহার করতে চেষ্ঠা করে থাকেন । সেক্ষেত্রে মাঝে মাঝে পাঠকের কাছে অনুবাদটি দুর্বোদ্ধ হয়ে যায় । প্রকৃতপক্ষে, কুরআনকে আক্ষরিকভাবে অনুবাদ করা যায় না । কারণ, অধিকাংশ আরবি শব্দেরই একাধিক অর্থ থাকায় অনুবাদকের জন্য সঠিক প্রতিশব্দ নির্বাচন করা কঠিন হয়ে পড়ে । ফলে, অনেক সময় এতে কুরআনের অর্থেরও বিকৃতি ঘটে । আবার, অনেক শব্দের ভাল বাংলা প্রতিশব্দও পাওয়া যায় না । অন্যদিকে, ভাবার্থ অনুবাদের ক্ষেত্রে আনুবাদকগন সুবিধাজনক প্রতিশব্দ ব্যবহার করে কুরআনের ভাবার্থ ঠিক রাখতে চেষ্ঠা

করেন । তবে এক্ষেত্রে, অনুবাদে অনেক সময় অনুবাদকের নিজস্ব চিন্তাধারা ও মতাদর্শের প্রতিফলন ঘটে যায় । আবার, ভাষার সীমাবদ্ধতার কারণেও কুরআনের সঠিক অনুবাদ করা যায় না । যেমন, আরবি ভাষায় বচন তিন প্রকারঃ একবচন, দ্বিবচন এবং বহুবচন । কিন্তু, বাংলা ভাষায় দ্বিবচনের কোন ধারনা নেই । আরবি ভাষায় সর্বনামের পুরুষবাচক এবং স্ত্রীবাচক শব্দ (ইংরেজীতে he/she এর মত) আছে যা বাংলাতে নেই । ফলে দেখা যাচ্ছে, অনুবাদ পড়ে মূল কুরআন অনুধাবন করতে পাঠকের সমস্যা হয় । অতএব আমাদের উচিত কুরআনকে কুরআনের ভাষাতেই অনুধাবনের চেষ্টা করা ।

আল-কুরআন অবতীর্নের মাস, রমাদ্বানে সারা বিশ্বে লক্ষ কোটি বার কুরআন পড়া হয় এবং শোনা হয় । কিন্তু অর্থ বুঝে কতজন পড়েন বা শুনেন ? একাগ্রচিত্তে, অন্তর থেকে বুঝে কুরআন পড়লে, কী বিস্ময়কর অনুভূতিই না হয় ! একবার কুয়েতের গ্র্যান্ড মসজিদের ইমাম শেখ মিশারী রাশিদ আল-আফাসী রমাদ্বানের তারাবী নামায পড়াচ্ছিলেন । একটা জায়গায় এসে উনার কণ্ঠ ভারী হয়ে আসলো; কান্না শুরু করলেন ! কান্নার তীব্রতা এতই বেড়ে গেল যে এক পর্যায়ে, নামায পড়ানোই কঠিন হয়ে গেল তাঁর জন্য ! ইমাম একাই শুধু কাঁদছেন – তা নয়; সাথে বাকীরাও কাঁদছেন । ইমাম সাহেব পবিত্র কুরআন এর কোন অংশ পড়াচ্ছিলেন জানেন ? কী লেখা আছে সেখানে যার জন্য মসজিদের প্রায় প্রতিটি মানুষ টুঁকরে কেঁদে উঠছিলেন !? পবিত্র কুরআনের ৪১নং সুরা ফুসসিলাত (হা-মীম সাজ্বদাহ্) এর আয়াত নং ১৯-৩৬ পড়ছিলেন তিনি । আখিরাতে জাহান্নামীদের কঠিন অবস্থার কথা বলা আছে এতে । একজন সচেতন মুসলিম মাত্রই এই অংশটুকু মন দিয়ে পড়লে ভয়ে কাঁদতে বাধ্য । কিন্ত কী দুর্ভাগা আমরা ! কুরআন পড়ছি কিন্তু অর্থ না বোঝার কারণে তা আমাদের অন্তরকে স্পর্শ করছে না ।

আল্লাহ্ বলেন -

> **"তোমরা নেশাগ্রস্ত অবস্থায় নামাযের কাছে যেও না; যতক্ষণ না তোমরা যা বলছো তা বুঝতে পারো ।"** [নিসা ৪:৪৩]

আয়াতটি নাজিল হয়েছিল মাদককে নিষিদ্ধ করার ২য় পর্যায়ে (১ম পর্যায়ে মাদককে নিরুৎসাহিত করা হয়, তারপর একে নামাযে নিষিদ্ধ করা হয় এবং সবশেষে একে পুরোপুরি নিষিদ্ধ করা হয়) । মাদককে নিষিদ্ধ করার জন্য নাজিল হলেও আয়াতটি আমাদের আরও একটা গুরুত্বপুর্ন বার্তা দেয় । আর তা হলো নামাযে আমরা কী বলছি তা বুঝে বলা । একটু চিন্তা করুন ... দিনের পর দিন আমরা তো অর্থ না বুঝে শুধু মুখস্ত করা কয়েকটা সূরা দিয়েই আমাদের নামায আদায় করছি । মদপান না করেও আমরা যেন নেশাগ্রস্তের মত নামায পড়ছি !! কিন্তু নামায তো হবে মেরাজের মত; আল্লাহ্র সাথে বান্দার সরাসরি কথা বলা । কারো সাথে কথা বলতে গেলে কি আমরা না বুঝে কথা বলি ? অতএব, আল্লাহ্র সাথে আত্মিক যোগাযোগ দৃঢ় করার জন্য আমাদের অবশ্যই অর্থ বুঝে নামায এবং সেই সাথে কুরআন পড়া উচিৎ ।

## ২.৩ কেন আল-কুরআন আরবি ভাষায় ?

আল-কুরআনের ভাষা আরবি; এই বিষয়টি আল্লাহ আল-কুরআনের ১১টি স্থানে উল্লেখ করেছেন । যেমন আল্লাহ্ বলেনঃ

> **“এমনিভাবে আমি আরবি ভাষায় কুরআন নাযিল করেছি এবং এতে নানাভাবে সতর্কবাণী ব্যক্ত করেছি, যাতে তারা আল্লাহভীরু হয় অথবা তাদের অন্তরে চিন্তার খোরাক যোগায় ।”** [ত্বোয়াহা ২০:১১৩]

> **“এই কুরআন তো বিশ্ব-জাহানের পালনকর্তার নিকট থেকে অবতীর্ণ । বিশ্বস্ত ফেরেশতা একে নিয়ে অবতরণ করেছে । আপনার অন্তরে, যাতে আপনি ভীতি প্রদর্শনকারীদের অন্তর্ভুক্ত হন । সুস্পষ্ট আরবি ভাষায় ।”** [আশ-শুআরা ২৬:১৯২-১৯৬]

> **“আরবি ভাষায় এ কুরআন বক্রতামুক্ত, যাতে তারা সাবধান হয়ে চলে ।”** [আয-যুমার ৩৯:২৮]

> **“এটা অবতীর্ন পরম করুনাময়, অসীম দয়ালুর পক্ষ থেকে । এটা কিতাব, এর আয়াতসমূহ বিবৃত আরবি কুরআন রূপে জ্ঞানী লোকদের জন্য ।”** [ফুসসিলাত ৪১:২-৩]

কিন্তু কেন আল্লাহ কুরআনকে আরবি ভাষায় নাজিল করলেন ? অন্যতম একটি কারণতো এই যে, এটা নাজিল হয়েছে আরবে আর রসূল মুহাম্মদ (সাঃ) ছিলেন আরবি ভাষী । যেমন আল্লাহ বলেনঃ

> **“আমি যদি একে অনারব ভাষায় কুরআন করতাম, তবে অবশ্যই তারা বলত, এর আয়াতসমূহ পরিষ্কার ভাষায় বিবৃত হয়নি কেন? কি আশ্চর্য যে, কিতাব অনারব ভাষায় আর রসূল আরবি ভাষী !”** [ফুসসিলাত ৪১:৪৪]

কিন্তু কুরআন তো শুধু আরবদের জন্য নয়; এটা নাজিল হয়েছে সমগ্র মানব জাতির পথ নির্দেশের জন্য । তাহলে, কুরআন কেন আরবি ভাষায় ? আরবি ভাষার কোন বিশেষত্ব নিশ্চয়ই আছে যার জন্য আল্লাহ এ ভাষাকে মনোনীত করলেন কুরআনের ভাষা হিসাবে । অন্যতম আরেকটি কারণ, অন্য ভাষায় চেয়ে আরবি ভাষা বুঝতে সহজ হয় । যেমন আল্লাহ বলেন,

> **“আলিফ লা-ম-র; এগুলো সুস্পষ্ট গ্রন্থের আয়াত । আমি একে আরবি ভাষায় কুরআন রূপে অবতীর্ণ করেছি, যাতে তোমরা বুঝতে পার ।”** [ইউসুফ ১২:১-২]

**“হা-মীম । শপথ সুস্পষ্ট কিতাবের । আমি একে করেছি কুরআন, আরবি ভাষায়, যাতে তোমরা বুঝ ।”** [আয-যুখ্‌রুফ ৪৩:১-৩]

কিন্তু ভাষাবিজ্ঞানের বিচারে আর কী কী বিশেষত্ব আছে যা আরবি ভাষাকে অন্য ভাষার উপড়ে অনন্যতা দান করেছে ? চলুন কয়েকটি কারণ দেখি -

১। সময়ের সাথে আথে পৃথিবীর সব ভাষার বিবর্তন হয় । পরিবর্তন হয়ে হয়ে মূল উৎস ভাষার কোন অস্তিত্বই অনেক সময় থাকে না । যেমন সংস্কৃত ভাষা থেকে বাংলা, হিন্দি ভাষার উৎপত্তি হলেও মূল সংস্কৃত ভাষার এখন কোন অস্তিত্ব নেই । আবার সময়ের সাথে শব্দের অর্থেরও পরিবর্তন ঘটে । যেমন বাংলায় পূর্বে “সন্দেশ” বলতে ‘খবর/সংবাদ’ বুঝা হতো কিন্তু বর্তমানে এটি ছানা থেকে তৈরী এক ধরনের মিষ্টি । “ঝি” শব্দের পূর্বের অর্থ ছিল ‘কন্যা’ আর বর্তমানে এর অর্থ ‘পরিচালিকা’ । যা হোক, আরবি ভাষা এসেছে ২০০০ বৎসরেরও বেশি পুরাতন সিমাটিক ভাষা থেকে । তবে আশ্চর্যজনক ভাবে কুরআন অবতীর্নের পর গত ১৪০০ বৎসর এ আরবি ভাষা নিজেকে শুদ্ধ, অবিকৃত অবস্থায় ধরে রেখেছে । এর শব্দ ও শব্দমূল এমনকি  এগুলোর অর্থের কোন পরিবর্তন হয়নি [১১]।

২। আরবি ভাষায় আছে সবচেয়ে সমৃদ্ধ শব্দ ভাণ্ডার । সব ধরনের ভাব বা অবস্থা বুঝানোর জন্য এর ভিন্ন ভিন্ন শব্দ আছে । যেমন, উট (camel) কে বর্ণনা করতে আরবিতে ১০০০ এরও বেশি শব্দ আছে । ভালবাসা (love) প্রকাশ করতে আরবিতে ৬০টিরও বেশি শব্দ আছে । আর চমকপ্রদ বিষয় হচ্ছে প্রত্যেকটি শব্দেরই ভিন্ন ভিন্ন অর্থ আছে এবং অর্থ অনুসারে এদের ব্যবহারেরও ভিন্নতা আছে । বাংলায় “তারা” বললে বুঝা যায় না তারা কতজন; তারা পুরুষ না স্ত্রী ? আরবিতে “তারা” বুঝাতে আছে “হুম” (অনেকজন পুরুষ), “হুন্না” (অনেকজন স্ত্রী), “হুমা-” (দুইজন পুরুষ), “হা-তা-ন” (দুজন স্ত্রী) । অর্থাৎ আরবিতে বচন/লিঙ্গ অনুযায়ী ভিন্ন ভিন্ন সর্বনাম ব্যাবহার হয় । আরেকটি উদাহরণ দেখি । “ক্ষমা করা” বা “গুনাহ মাফ করা” অর্থে আরবিতে “গাফুর” বা “আফুউ” ব্যবহার করা হয় । যদিও শব্দ দুটির অর্থ একই কিন্তু ইসলামিক স্কলারগণ এই দুটি শব্দের মধ্যে অনেক পার্থক্য উল্লেখ করেছেন । কেউ কেউ বলেন যে, ফরজ ইবাদাত ছেড়ে দেওয়ার পর যদি ক্ষমা করা হয় তখন “আফুউ” ব্যবহার করা হয় আর হারাম কাজ করার পর ক্ষমা করলে তখন “গাফুর” শব্দটি ব্যবহার করা হয়। আবার কারো কারো মতে আল্লাহ তাআলার মাগফিরাতের অর্থ হচ্ছে আল্লাহ তাআলা আপনাকে ক্ষমা করে দিয়েছেন, কিন্তু আপনার গুনাহগুলো তারপরও লিপিবদ্ধ হয়ে থাকবে এবং বিচার দিবসে আপনাকে এর সম্পর্কে জিজ্ঞেস করা হবে। অর্থাৎ আপনাকে মাফ করা হয়েছে ঠিকই, কিন্তু বিচার দিবসের আগ পর্যন্ত সেগুলো মুছে ফেলা হবে না । অন্যদিকে “আফুউ” এর থেকেও অধিক মর্যাদাসম্পন্ন ক্ষমা। অর্থগত বিশ্লেষণ করলে আমরা দেখি যে, আরবরা সাধারণত “মুছে ফেলা” অর্থে “আফুউ” শব্দটি ব্যবহার করে থাকে ।  অর্থাৎ যখন আল্লাহ তাআলা আপনার গুনাহগুলো ক্ষমা করে দেবার পর তা পুরোপুরি মুছে ফেলেন। এমনকি বিচার দিবসেও সে সম্পর্কে কিছুই জিজ্ঞেস করা হবে না। আল্লাহ তাআলা বান্দা এবং ফেরেশতাদেরকেও এই গুনাহগুলোর কথা ভুলিয়ে দেন, যেন বিচার দিবসে আপনাকে এসব গুনাহর জন্য অপমানিত হতে না হয়। মানুষ তার পাপ কর্মের জন্য যখন একেবারে মন থেকে ক্ষমা

চায়, তখন আল্লাহ অত্যন্ত খুশি হয়ে এই ধরণের ক্ষমা করে থাকেন । যেমন লাইলাতুল ক্বদরের মত অধিক মর্যাদাসম্পন্ন রাতে এই অধিক মর্যাদাসম্পন্ন ক্ষমা পাওয়ার জন্য আল্লাহ্ নিজেই আমাদেরকে একটা দু'আ শিখিয়ে দিয়েছেন । দু'আটি হলো- "আল্লাহুম্মা ইন্নাকা 'আফুউন তুহিব্বুল 'আফওয়া, ফা'ফু আন্নি।" অর্থাৎ "হে আল্লাহ, নিশ্চয়ই আপনি পরম ক্ষমাশীল এবং ক্ষমা করতে ভালোবাসেন, সুতরাং আমাকে ক্ষমা করে দিন (অর্থাৎ গুনাহগুলো একদম মুছে দিন) ।"

৩। আরবি ভাষার বর্ণমালায় কোন স্বরবর্ণ নেই । শুধু মাত্র ২৮টি (হাম্যা সহ ২৯টি) ব্যঞ্জনবর্ণ আছে । তবে, অনারবদের আরবি উচ্চারণের জন্য ৩টি স্বরচিহ্নের (ফাত্হা/যবর = আ-কার / ◌া ; কাস্রা/যের = ই-কার / ◌ি এবং দম্মা/পেশ = উ-কার / ◌ু ) ব্যবহার করা হয় যদিও আরবি ভাষীদের বুঝতে স্বরচিহ্নের প্রয়োজন হয় না । এই ৩টি ছাড়া আরও ৩টি দীর্ঘ স্বরধ্বনি [ যেমন দীর্ঘ আ-কার (যবর+আলীফ) যা বাংলা ভাষায় নেই, ঈ-কার (যের+ইয়া) এবং ঊ-কার (পেশ+ ওয়াও) ] , ১টি হস্ ধ্বনি / সূকুন (বাংলায় হসন্ত / ◌্ ) এবং দ্বিত্ব ধ্বনি / তাশদীদ আছে । এত অল্প সংখ্যক স্বরধ্বনি নিয়েও আরবি একটি সমৃদ্ধ ভাষা । আর, কোন ভাষায় যত কম সংখ্যক স্বরধ্বনি থাকে সেই ভাষা উচ্চারণ করা তত সহজ [১১] । তাই আরবি উচ্চারণ তুলনামূলক ভাবে সহজ অন্য ভাষার চেয়ে ।

৪। আরবি প্রধানত ৩-বর্ণের মূল ভিত্তিক (trilateral root system) ভাষা অর্থাৎ এর বেশিরভাগ শব্দই তৈরি হয়েছে ৩-বর্ণের শব্দমূল থেকে [৯]। যদিও অন্যান্য ভাষায়ও মূল ভিত্তিক এই নিয়ম আছে কিন্তু আরবি ভাষার মত এত সুশৃঙ্খল, সঙ্গতিপূর্ণ (consistent) নয় । আরবিতে একই মূল থেকে আগত সকল শব্দের অর্থ এতই সঙ্গতিপূর্ণ যা অন্য ভাষায় বিরল । তাই আরবি যেকোন বড় শব্দকে ভেঙ্গে এর শব্দমূলকে চিনতে পারলে ঐ শব্দের অর্থ আন্দাজ করা খুব সহজ । নিচের উদাহরণটি দেখলে বিষয়টি সহজে বুঝা যাবে । এখানে একটি শব্দমূল "কাফ-তা-বা = লেখা" থেকে আগত শব্দগুলোর একটা তালিকা দেয়া হল ।

.

চিত্র 1 শব্দমূলঃ কাফ-তা-বা =লিখা থেকে আগত শব্দগুলো [সূত্রঃ Al-'Asr Institute]

৫। আরবি ৩-বর্ণের মূল ভিত্তিক এই সঙ্গতি (consistency) শুধুমাত্র শব্দমূল পর্যায়েই নেই এমনকি বর্ণ পর্যায়েও ধরে রেখেছে, যেটা অন্যান্য ভাষায় খুবই বিরল । আরবি প্রতিটি শব্দমূলের যেমন স্বতন্ত্র কিছু অর্থ আছে তেমনি আরবি প্রতিটি বর্ণও স্বতন্ত্র কিছু অর্থ বহন করে এবং চমকপ্রদ বিষয় হচ্ছে শব্দমূলের অন্তর্গত বর্ণগুলোর অর্থ মিলালে ঐ শব্দমূলের অর্থও অনুমান করা যায় [১১]। যেমন একটা উদাহরণ দেখি । শীন = ছড়ানো (spread/disperse), মীম = কিছু/জিনিস (being/thing), সিন = শক্তির প্রবাহ (energy flow) । এই ৩টি বর্ণ থেকে হয় শামস্ = সূর্য অর্থাৎ এমন কোন জিনিস যা থেকে শক্তি চারদিকে ছড়িয়ে পরে । কী চমৎকার ভাবে শব্দের অর্থ এর অন্তর্গত বর্ণগুলোর অর্থের সাথে সঙ্গতিপূর্ণ !

৬। আরবি একটি খুবই সংক্ষিপ্ত (concise) ভাষা । অর্থাৎ অল্প শব্দ ব্যবহার করে এতে অনেক ভাব প্রকাশ করা যায় । বাংলায় পুরো একটা বাক্য আরবিতে একটি শব্দ দিয়েই লিখে ফেলা যায় । নিচের উদাহরণটি দেখুন । বাংলায় একটি বাক্য “অতঃপর আমরা তাদেরকে করে দিলাম” কে আরবিতে একটি শব্দ “ফাজা’আলনাহুম” দিয়ে প্রকাশ করা হয়েছে ।

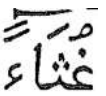

খড়কুটা        অতঃপর আমরা তাদেরকে করে দিলাম (২৩: ৪১)

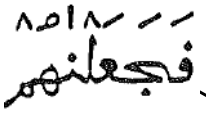

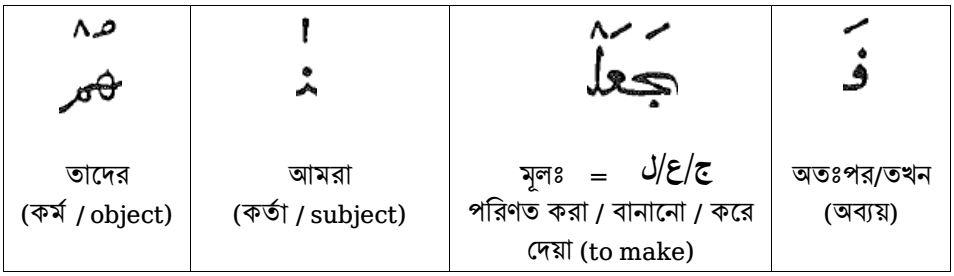



| | | | |
|---|---|---|---|
| هُم | نَا | جَعَلَ | فَ |
| তাদের<br>(কর্ম / object) | আমরা<br>(কর্তা / subject) | মূলঃ = ج/ع/ل<br>পরিণত করা / বানানো / করে দেয়া (to make) | অতঃপর/তখন<br>(অব্যয়) |

৭। বিশ্বের প্রচলিত ভাষাগুলিতে সাধারণত দুটি ক্যাটেগরি; ব্যাকরণ-ভিত্তিক (grammar based) এবং উচ্চারণ/ধ্বনি-ভিত্তিক (phonetic based) এর মধ্যে যেকোন একটি প্রাধান্য পায় । আরবি ভাষা এই দুটি ক্যাটেগরির মধ্যে চমৎকার একটা ভারসাম্য বজায় রেখেছে অর্থাৎ আরবি ভাষাতে এই দুটি ক্যাটেগরিই গুরুত্ব পায় [১১]। আরবি ভাষায় যেমন ব্যাকরণের নিয়মগুলো সুশৃঙ্খল, সঙ্গাতিপূর্ণ (consistent) তেমনি আরবি বর্ণের উচ্চারণগত পার্থক্য এবং এই পার্থক্যের নিয়মগুলোও সুশৃঙ্খল, সঙ্গাতিপূর্ণ (consistent)। আমরা জানি বাংলার মত আরবিতেও কাছাকাছি উচ্চারণের কিছু বর্ণ আছে (যেমন কাফ, ক্বফ) । বাংলায় কাছাকাছি উচ্চারণের দুটি শব্দ যেমন “পরে” (later) এবং “পড়ে” (study) এর মধ্যে অর্থ ও উচ্চারণগত পার্থক্য আছে তেমনি আরবিতেও এমন শব্দ আছে। তবে আরবিতে এই উচ্চারণগত পার্থক্যের কারণ ও নিয়মগুলোও সুশৃঙ্খল। যেমন একটি উদাহরণ দেখি। কালাম (কথা) ও ক্বলাম (কলম); এই দুটি শব্দের মূলে আছে যথাক্রমে কাফ-লাম-মীম ও ক্বফ-লাম-মীম (শুধু ১ম বর্ণে পার্থক্যে) । কিন্তু কেন কথায় কাফ এবং কলমে ক্বফ হলো ? এটারও একটা চমৎকার কারণ আছে । ‘কালাম’ উচ্চারণে হালকা কিন্তু ‘ক্বলাম’ উচ্চারণে ভারী; ঠিক যেমন কালাম (কথা) ওজনে হালকা (বায়বীয়) কিন্তু ক্বলাম (কলম) ওজনে ভারী (কঠিন বস্তু) । এভাবে আরবি উচ্চারণের এই পার্থক্যেগুলোও সুশৃঙ্খল নিয়মের মধ্যে ফেলা যায় যা অন্য ভাষায় বিরল।

৮। আরবি উচ্চারণ সহজ এবং শ্রুতিমধুর। বিশেষ করে, কুরআনের তিলাওয়াত দীর্ঘক্ষণ শুনলেও কোন রকম বিরক্তি আসে না । এর তিলাওয়াতে এক সম্মিহনী ক্ষমতা আছে। উমর (রাঃ) এর ইসলাম গ্রহণের সময়ের ইতিহাস তো আমরা সবাই জানি । তরবারি হাতে রসূল (সাঃ) কে হত্যা করতে এসে কুরআনের তিলাওয়াত শুনতে পেয়ে উনার কঠিন হৃদয় গলে গেল এবং ইসলামের ছায়াতলে আশ্রয় গ্রহণ করেন। ইতিহাসের পাতায় এমন অজস্র ঘটনা আছে যেখানে শুধু কুরআনের তিলাওয়াত শুনে অনেক মানুষ ইসলাম গ্রহণ করেছেন।

## ২.৪ অর্থ বুঝে কুরআন পড়া কতটা সহজ?

আমরা আগের অনুচ্ছেদে দেখলাম আরবি ভাষার কিছু অনন্য বৈশিষ্ট্য । আল্লাহ্ এই আরবি ভাষাকে মনোনীত করলেন কুরআনের ভাষা হিসাবে এবং ঘোষণা দিলেন এটি বোঝার জন্য সহজ । আল্লাহ্ বলেন -

> **"শপথ সুস্পষ্ট কিতাবের । আমি একে করেছি কুরআন, আরবি ভাষায়, যাতে তোমরা বুঝ ।"** [আয-যুখ্রুফ ৪৩:২-৩]

> **আমি কুরআনকে সহজ করে দিয়েছি বোঝার জন্যে । অতএব, কোন চিন্তাশীল আছে কি ?** (কামার ৫৪:১৭, ২২, ৩২, ৪০)

কিন্তু আরবি কি আসলেই সহজ ভাষা ? আল্লাহ্ যেহেতু বলেছেন তাহলে অবশ্যই এটি সহজ ভাষা । তবে ভাষা হিসাবে আরবি যেমনই হোক না কেন আল-কুরআনে আল্লাহ্ যে আরবি ভাষা ব্যবহার করেছেন তা অবশ্যই সহজ । যেমন দেখুন, পুরো কুরআনে মোট শব্দ আছে ৭৭,৪২৯ টি । কিন্তু পুনারাবৃত্তি আর একই শব্দের বিভিন্ন ব্যাবহারগুলো বাদ দিলে শব্দ সংখ্যা দাড়ায় মাত্র ৪৮৪৫ টি [৭] । এর মধ্যে সবচেয়ে বেশিবার ব্যবহৃত মাত্র ৬০টি শব্দের অর্থ জানলেই পুরো কুরআনের মোট শব্দের অর্ধেক (৫০%) শব্দের সাথে আমাদের পরিচয় হয়ে যাবে ইংশা-আল্লাহ্ । আরও ২৫% শব্দের অর্থ জানতে আর মাত্র ২৬০ টি শব্দের সাথে পরিচিত হতে হবে । অর্থাৎ মাত্র ৩২০টি শব্দ শিখে আমরা কুরআনের ৭৫% অংশের শাব্দিক অর্থ

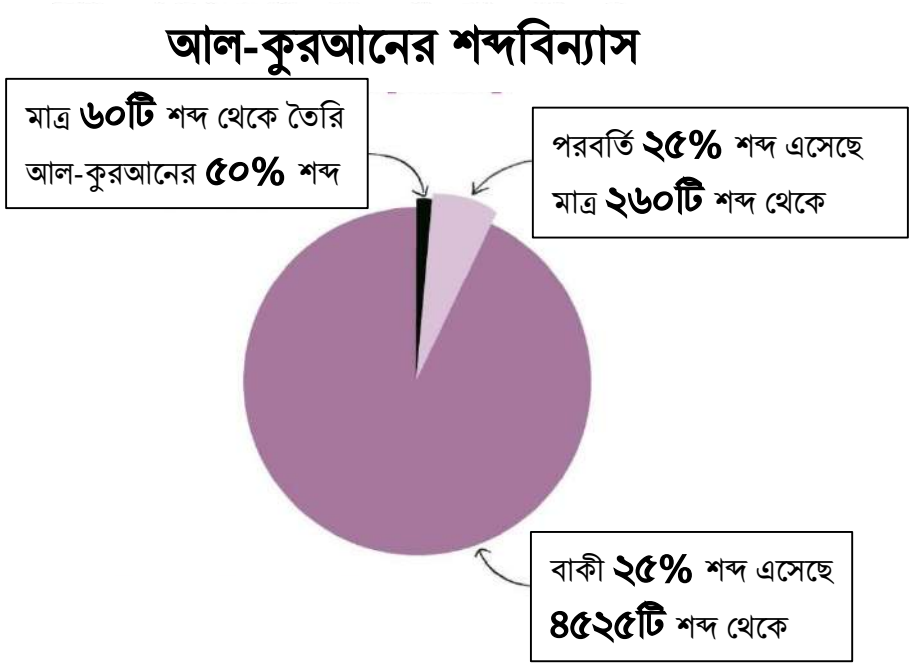


চিত্র-২ পুনরাবৃত্তি সংখ্যার ভিত্তিতে আল-কুরআনের শব্দ বিন্যাস [তথ্যসূত্রঃ corpus.quran.com]

বুঝতে পারবো । সুবহানাল্লাহ ! কি বিস্ময়কর ভাবে কত অল্প সংখ্যক শব্দ ব্যবহার করে আল্লাহ এই বিশাল কুরআনের বেশির ভাগ অংশ সাজিয়েছেন ! অল্প কিছু আরবি শব্দের অর্থ জানলেই কুরআনের বেশির ভাগ অংশের শাব্দিক অর্থ বুঝা যাবে ইংশা-আল্লাহ্ । আমাদের বুঝার জন্য কুরআনকে আল্লাহ কত সহজ করে নাজিল করেছেন !

চিত্র-৩ এ কুরআনের সর্বাধিক ব্যবহৃত **১০০টি** শব্দের বিন্যাস দেয়া হলো । এই ১০০টি শব্দ মনে রাখতে পারলে পুরো কুরআনের প্রায় **৬০%** অংশের সাথে আমাদের পরিচয় হয়ে যাবে ইংশা-আল্লাহ্ !!

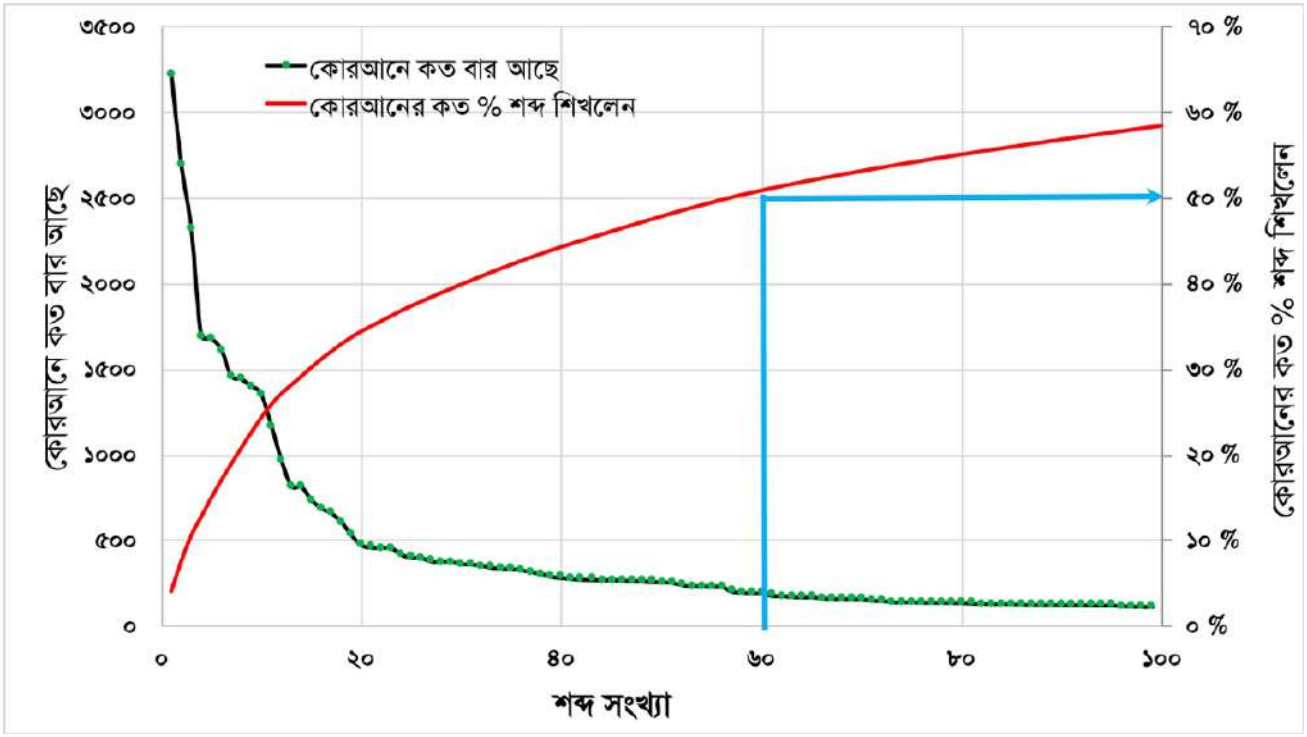


চিত্র-৩ আল-কুরআনের সর্বাধিক ব্যবহৃত ১০০টি শব্দের বিন্যাস

সামনের অধ্যায়গুলোতে আমরা ধীরে ধীরে আল-কুরআনের এই সর্বাধিক ব্যবহৃত শব্দগুলোর সাথে পরিচিত হবো এবং কুরআনে এগুলোর ব্যাবহার দেখবো ইংশা-আল্লাহ ।

# ৩। বিসমিল্লাহ্ বলে শুরু করি

সাহাবাগণ কুরআন পড়তেন আর তাঁদের দুচোখ থেকে অশ্রু ঝরতো । কাঁদতে কাঁদতে বলতেন "হাযা কালামু রব্বি, হাযা কিতাবু রব্বি" (এ হলো আমার রবের কথা ! এ হলো আমার রবের কিতাব !) [1] কুরআন পড়ার সময় এমনই হতো তাঁদের অনুভূতি, কারণ তাঁরা আল্লাহর কথাগুলোকে অন্তর থেকে অনুভব করতেন । আমাদেরওতো এমন অনুভূতি হবার কথা যদি আমরা আল্লাহর কথাগুলো বুঝতে পারি । যদি বুঝতে পারি এই নিখিল জাহানের প্রতিপালক আমাদের মত অতি তুচ্ছ, নগণ্য কারো সাথে কথা বলছেন । আমাদের সাথে যোগাযোগ করছেন; বলছেন "তোমরা আমাকে ডাক আমি ডাকে সাড়া দিব" [সূরা গাফির ৪০:৬০] । অতএব চলুন "বিসমিল্লাহ্" বলে শুরু করি রবের কথাগুলো বুঝতে পারার পদযাত্রা; এবং সেটা আজ থেকেই । এই যাত্রা কোন পার্থিব লাভের জন্য না, এই যাত্রা আখিরাতের অনন্ত জীবনে আমাদের রবকে কাছে পাবার যাত্রা !

চলুন প্রথমে আল-কুরআনের সূচনা বাক্য "বিসমিল্লা-হির রহমা-নির রহীম" দিয়েই শুরু করি । এই বাক্যটি আল-কুরআনে সর্বমোট ১১৪ বার এসেছে । সূরা আত্-তওবা বাদে সব সূরার শুরুতে এবং সূরা আন্-নামলের ভিতরে একবার এসেছে । রসূল (সাঃ) এর শিক্ষা অনুযারী সব কাজের শুরুতে আমরা 'বিসমিল্লাহ্' বলি । হাদিসে এসেছে, যে কাজ বিসমিল্লাহ দ্বারা শুরু করা না হয় তা কল্যাণহীন ও বরকতশূন্য থাকে । এর মাধ্যমে কাজের শুরুতে আল্লাহ্র আনুগত্য করা হয় এবং মানুষের বিনয় ভাব প্রকাশ পায় । এ বাক্যের মাধ্যমে কাজ শুরু করলে শয়তানের কুমন্ত্রণা থেকে মুক্ত থাকা যায় । যা হোক, চলুন দেখি এই বাক্যে কী কী শব্দ আছে । এই বাক্যের শুরুতে ১টি ১-বর্ণের শব্দ **'বি'** (সাথে, সহ) আছে । এর সাথে **'ইস্ম'** (নাম) যুক্ত হয়ে ১টি বহু-বর্ণের শব্দ তৈরি করেছে । আল-কুরআন পড়তে গেলে এভাবে, আমরা ১-বর্ণের, ২-বর্ণের, ৩-বর্ণের এবং বহু-বর্ণের শব্দ পাব (বিস্তারিত অধ্যায়-৪ এ দেখুন) । এই শব্দগুলোকে ভেঙ্গে শব্দের মূল (root letter) এবং এর সাথে যুক্ত বর্ণগুলো চিনতে পারলে কুরআন অর্থ বুঝে পড়া আমাদের জন্য সহজ হয়ে যাবে ইংশা-আল্লাহ । তারপর, এই বাক্যে স্বয়ং আল্লাহ্র নাম আছে । **'আল্লাহ্'** নামটি কুরআনে মোট ২৬৯৯ বার[2] উল্লেখ আছে । এরকম নামবাচক (proper noun) অনেক শব্দ কুরআনে আছে যেগুলোর বেশির ভাগই নবী-রসূলগণের নাম (অধ্যায়-৬ এ দেখুন)। এই নামগুলোর প্রায় সব গুলোই আমরা জানি কিন্তু হয়তো আরবিতে এগুলোর বানান জানি না । অর্থাৎ কুরআন পড়ায় সময় আমাদের এগুলোকে চিনতে হবে ।

---

[1] আমর বিন হিশাম অর্থাৎ আবু জেহেলের পুত্র ইকরিমা (রাঃ) এর জীবনীতে এমন বর্ণণা পাওয়া যায় । মক্কা বিজয়ের পর তিনি ইসলাম গ্রহণ করেন । তাঁর দিনের বেলা কাটত রোজা রেখে, মসজিদে ও কুরআন অধ্যয়ন করে, আর রাত কাটত নিভৃতে আল্লাহর কাছে কেঁদে কেঁদে। তখন কুরআন কোন বই আকারে ছিল না, তা ছিল চামড়া, বড় উটের হাড়, পাথর ইত্যাদিতে লিখিত অবস্থায়। কুরআনের সে সংরক্ষিত অংশগুলোকে বলা হয় মুসাফ। ইকরিমা প্রায়ই এ মুসাফগুলোকে চুমু খেয়ে, মুখের উপর রেখে অঝোর ধারায় কাঁদতেন আর বলতেন, "কিতাবু রাব্বী, কালামু রাব্বী" ।

[2] আল-কুরআনের শব্দগুলোর পুনরাবৃত্তির সংখ্যাগুলো বিভিন্ন তথ্যসূত্রে ভিন্নতা পাওয়া যায় । বিশেষ করে ছোট শব্দের (১/২-বর্ণের শব্দ) ক্ষেত্রে । কারণ কোন বর্ণ বা বর্ণের সমষ্টিকে শব্দ বিবেচনা করা হয়েছে তার পার্থক্যের জন্য এই ভিন্নতা । যেমন কোথাও 'বিমা' কে ১টি শব্দ বিবেচনা না করে ২টি শব্দ (বি, মা) বিবেচনা করা হয়েছে । এই বইয়ের এই তথ্যগুলো নেয়া হয়েছে "Quran Word Frequency" বই থেকে । তবে শব্দের পুনরাবৃত্তির সংখ্যা যাই হোক না কেন অর্থ বুঝে কুরআন পড়ার ক্ষেত্রে এই সংখ্যাগুলোর কোন ভূমিকা নেই । এই বইয়ে এই পুনরাবৃত্তির সংখ্যাগুলো উল্লেখ করা হয়েছে শুধুমাত্র আগ্রহ তৈরি করার জন্য ।

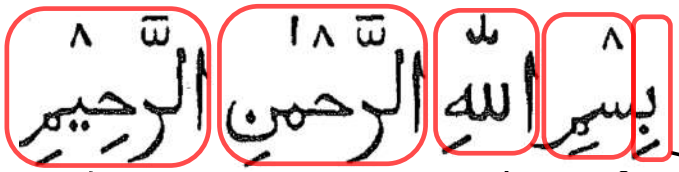

**পরম করুণাময় অসীম দয়ালু আল্লাহ্‌র নামে (শুরু করি)** [আন্-নামল ২৭: ৩০]

| الرَّحِيمِ | الرَّحْمَٰنِ | اللَّهِ | سْمِ | بِ |
|---|---|---|---|---|
| অসীম দয়ালু | পরম করুণাময় | আল্লাহ্ | নাম | সাথে, সহ |
| # আল্লাহ্‌র দুটি গুণবাচক নাম। কুরআনে আছে মোট ১৭৩ বার।<br># শব্দমূলঃ ر/ح/م = দয়া, করুণা, রহমত, অনুগ্রহ<br># নির্দিস্ট কিছু বুঝাতে আরবি শব্দের আগে আল্ ال বসে। সাধারণত আল্লাহ্‌র গুণবাচক নামগুলোর আগে আল্ বসে। | | # নামবাচক শব্দ<br># কুরআনে আছে ২৬৯৯ বার | # ইস্‌ম(اسْمَ)= নাম<br># কুরআনে আছে ৩৯ বার | # ১-বর্ণের শব্দ<br># কুরআনে আছে ৮১৯ বার |
| | | | # বি+ইস্‌ম = নামে / নামসহ / নাম নিয়ে (শুরু করা) | |

এই বাক্যে 'আল্লাহ্' নামের সাথে আল্লাহ্‌র আরো ২টি গুণবাচক নাম আছে; **আর-রহ্‌মা-ন, আর-রহীম**। এই নাম দুটি আরবি ৩-বর্ণের ১টি শব্দমূল '**র-হা'-মীম**' (রহমত, অনুগ্রহ, দয়া, করুণা) থেকে এসেছে। এই দুটি নাম আল-কুরআনে যথাক্রমে মোট ১১৬ ও ৫৭ বার আছে এবং এই মূল থেকে কুরআনের মোট ৩৩৯ টি শব্দ এসেছে। আমরা জানি, আরবি ভাষার বেশির ভাগ শব্দই তৈরি হয়েছে ৩-বর্ণের শব্দমূল থেকে। এই শব্দমূলের অর্থ জানলে এ থেকে আগত অন্যান্য শব্দের অর্থ আমাদের মনে রাখতে সহজ হবে (বিস্তারিত অধ্যায়-৭ এ দেখুন)। নিচের ছকে '**র-হা'-মীম**' শব্দমূল থেকে আগত উল্লেখযোগ্য শব্দগুলো উদাহরণসহ দেয়া হলো।

| ر/ح/م | দয়া, করুণা, রহমত, অনুগ্রহ | ৩৩৯ |
|---|---|---|
| *শব্দ* | *অর্থ* | *আল-কুরআন হতে উদাহরন* | *কুরআনে কতবার?* |
| رَحْمَة | [n] রহমত, দয়া, অনুগ্রহ (mercy) | أَهُمْ يَقْسِمُونَ رَحْمَتَ رَبِّكَ<br>তারা কি আপনার রবের রহমত বণ্টন করে ? [৪৩:৩২] | ১১৪ |

| | | | |
|---|---|---|---|
| رَّحِيم | অসীম দয়ালু | 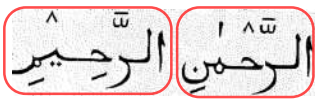 | ১১৬ |
| الرَّحْمَن | পরম করুণাময়, দয়াময় | পরম করুণাময় এবং অসীম দয়ালু। [১:৩] | ৫৭ |
| رَّحِمَ<br> | [V] রহম করা, দয়া করা | 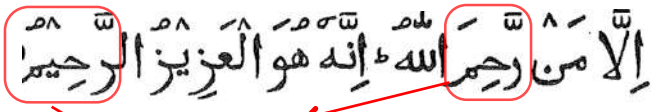<br>তবে, আল্লাহ্ যাকে দয়া করবেন (তার কথা আলাদা)। নিশ্চয়ই তিনি পরাক্রমশালী, পরম দয়ালু। [৪৪:৪২]<br>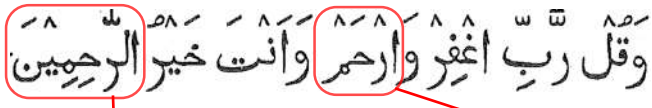<br>আর বলুনঃ হে আমার রব, আমাকে ক্ষমা করুন, দয়া করুন, আপনিই তো রহমকারীদের মধ্যে শ্রেষ্ঠ। [২৩:১১৮] | ২৮ |
| 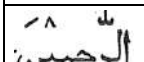<br>(বহুবচন) | রহমকারীদের, দয়াকারীদের | 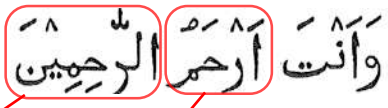<br>আর আপনিই রহমকারীদের (মধ্যে) শ্রেষ্ঠ দয়ালু। [৭:১৫১] | ৬ |
| | শ্রেষ্ঠ দয়ালু | | ৪ |

এবার চলুন আমরা আল-কুরআনে সর্বাধিক ব্যবহৃত ১৯টি শব্দের সাথে পরিচিত হই যা কুরআনে এসেছে মোট ২৫৯৬৬ (৩৩.৫৩%) বার। অর্থাৎ মাত্র ১৯টি শব্দ চিনতে পারলে আল-কুরআনের তিন ভাগের এক ভাগ শব্দের সাথে আমাদের পরিচয় হয়ে যাবে ইংশা-আল্লাহ !! নিচের টেবিলে এই শব্দগুলোর অর্থ ও কুরআনে এর ব্যাবহারসহ, পুনারাবৃত্তি সংখ্যার ভিত্তিতে অধঃক্রমে সাজানো হল। লক্ষ্য করুন, এগুলোর বেশির ভাগই অব্যয় বা সর্বনাম শব্দ। এদের মধ্যে ৩টি ক্রিয়া (ক্ব-লা, কা-না, আ-মানা) আছে। আর কিছু শব্দের একাধিক অর্থ ও ব্যাবহার আছে যা কুরআন থেকে উদাহরণ দেয়া হলো। এদের মধ্যে "আল্লাহ্", "রব" ও "আ-মানা" (ঈমান আনা) শব্দের সাথেতো আমাদের আগেই পরিচয় আছে।

| ক্রমিক নং | শব্দ | অর্থ | আল-কুরআন হতে উদাহরন | কুরআনে কতবার ? | কত % শব্দ শিখলেন |
|---|---|---|---|---|---|
| ১। | مِنْ | হতে , থেকে | তাঁর সৃষ্টির অনিষ্ঠ হতে। [১১৩:২] مِنْ شَرِّ مَا خَلَقَ | ৩২২৬ | ৪.১৬ % |
| ২। | اَللّٰهُ | আল্লাহ্ | আল্লাহ্ কারো মুখাপেক্ষী নন। [১১২:৩] اَللّٰهُ الصَّمَدُ | ২৬৯৯ | ৭.৬৫ % |
| ৩। | لَآ | না, নয় | لَآ أَعْبُدُ مَا تَعْبُدُونَ আমি ইবাদত করি না, তোমরা যার ইবাদত কর। [১০৯:২] | ২৩২৩ | ১০.৬৫ % |
| ৪। | فِىْ | মধ্যে (in) | যা খোলা কাগজে (কাগজের মধ্যে) আছে। [৫২:৩] فِىْ رَقٍّ مَّنْشُوْرٍ | ১৭০১ | ১২.৮৪ % |
| ৫। | اِنَّ | নিশ্চয়ই | اِنَّ شَانِئَكَ هُوَ الْاَبْتَرُ নিশ্চয়ই আপনার শত্রুরাই নির্বংশ। [১০৮:৩] | ১৬৮২ | ১৫.০২ % |
| ৬। | قَالَ | বলা (অতীত কাল), বলেছে | قَالُوْا بَلٰى قَدْ جَآءَنَا نَذِيْرٌ তারা বলবেঃ আমাদের কাছে সতর্ককারী এসেছিল। [৬৭:৯] | ১৬১৮ | ১৭.১১ % |
| ৭। | الَّذِىْ | যা, যে/যিনি, তিনি (who, which, that) | الَّذِىْ خَلَقَ الْمَوْتَ وَالْحَيٰوةَ যিনি মৃত্যু ও জীবন সৃষ্টি করলেন। [৬৭:২] | ১৪৬৫ | ১৯.০ % |
| ৮। | عَلٰى | উপর (on) | عَلَيْهَا تِسْعَةَ عَشَرَ এর উপর নিয়োজিত আছে উনিশ (ফেরেশতা)। [৭৪:৩০] | ১৪৪৫ | ২০.৮৬ % |
| ৯। | لَ لِ | জন্য (for), নিশ্চয়ই (surely), প্রকৃতপক্ষে (truely) | তার জন্য কেউ প্রতিরোধ করতে পারবে না [৫৮:৮] مَا لَهٗ مِنْ دَافِعٍ<br>قَالُوْا تَاللّٰهِ لَقَدْ اٰثَرَكَ اللّٰهُ عَلَيْنَا وَاِنْ كُنَّا لَخٰطِئِيْنَ<br>তারা বললঃ আল্লাহ্‌র শপথ! আল্লাহ্ নিশ্চয়ই তোমাকে আমাদের উপর প্রাধান্য দিয়েছেন এবং আমরা নিশ্চয়ই অপরাধী ছিলাম। [১২:৯১] | ১৪০৭ | ২২.৬৮ % |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| ১০। | كَانَ | হওয়া (অতীত কাল), হয়েছিল (was) | إِنَّ رَبَّهُۥ كَانَ بِهِۦ بَصِيرًا<br>নিশ্চয়ই, তার রব তার উপর দৃষ্টি রেখেছিলেন (অতীত কালে হয়েছিল) । [৮৪:১৫] | ১৩৫৮ | ২৪.৪৪ % |
| ১১। | مَا | যা, যার<br>না, নয়<br>কি, কী ?<br>(that, not, what) | مَآ أَغْنَىٰ عَنْهُ مَالُهُۥ وَمَا كَسَبَ<br>তার ধন সম্পদ আর সে যা অর্জন করেছে তা তার কোন কাজে আসল না । [১১১:২]<br>وَمَآ أَدْرَىٰكَ مَا هِيَهْ<br>আপনি কি জানেন তা কী ? [১০১:১০] | ১১৭৪ | ২৫.৯৫ % |
| ১২। | رَبّ | রব, প্রতিপালক (Lord) | وَرَبَّكَ فَكَبِّرْ<br>এবং তোমার রবের শ্রেষ্ঠত্ব ঘোষণা কর । [৭৪:৩] | ৯৭৫ | ২৭.২১ % |
| ১৩। | مَن | যে, যার, কে? (who, whoever, whose) | فَأَمَّا مَن طَغَىٰ<br>অনন্তর/অতঃপর যে সীমালঙ্ঘন করে । [৭৯:৩৭]<br>مَن ذَا ٱلَّذِى يَشْفَعُ عِندَهُۥٓ إِلَّا بِإِذْنِهِۦ<br>কে আছে এমন, যে সুপারিশ করবে তাঁর কাছে তাঁর অনুমুতি ছাড়া? [২:২৫৫] | ৮২৪ | ২৮.২৮ % |
| ১৪। | بِ | সাথে, সহ, দ্বারা (with, by) | ٱقْرَأْ بِٱسْمِ رَبِّكَ ٱلَّذِى خَلَقَ<br>পড়ুন, আপনার রবের নামে (নামসহ), যিনি সৃষ্টি করেছেন । [৯৬:১] | ৮১৯ | ২৯.৩৩ % |
| ১৫। | إِلَىٰ | দিকে, প্রতি, পর্যন্ত (to, toward, until) | إِلَىٰ قَدَرٍ مَّعْلُومٍ<br>এক নির্দিস্ট সময় পর্যন্ত [৭৭:৩৭] | ৭৪২ | ৩০.২৯ % |
| ১৬। | إِنْ | যদি<br>না, নয় | أَرَءَيْتَ إِن كَذَّبَ وَتَوَلَّىٰ<br>তুমি লক্ষ্য করেছ কি যদি সে মিথ্যা আরোপ করে ও মুখ ফিরিয়ে নেয় (কি পরিণাম হবে)?[৯৬:১৩]<br>إِنْ هَٰذَآ إِلَّا قَوْلُ ٱلْبَشَرِ<br>এটা তো মানুষের কথা মাত্র (কথা ছাড়া অন্য কিছু নয়) । [৭৪:২৫] | ৬৯৪ | ৩১.১৯ % |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| ১৭। | إِلَّا | তাছাড়া (Except) | অবশ্য যারা মুসুল্লী (নামায আদায়কারী) তারা ছাড়া। [৭০:২২] إِلَّا الْمُصَلِّينَ | ৬৬৪ | ৩২.০৫ % |
| ১৮। | أَن | যে (that) | (একারণে) যে, সে নিজেকে অভাবমুক্ত মনে করে। [৯৬:৭] أَن رَّآهُ اسْتَغْنَىٰ | ৬১৩ | ৩২.৮৪ % |
| ১৯। | آمَنَ | বিশ্বাস করা, ঈমান আনা (to believe) | آمَنَ الرَّسُولُ بِمَا أُنزِلَ إِلَيْهِ مِن رَّبِّهِ রাসুল তাঁর রবের পক্ষ থেকে নাজিলকৃত সকল কিছুতে বিশ্বাস করেন। [২:২৮৫] | ৫৩৭ | ৩৩.৫৩ % |

আলহামদুলিল্লাহ্, আল্লাহ্‌র পবিত্র ক্বালাম বুঝে পড়তে পারার যাত্রা শুরু হলো আমাদের । এই অধ্যায়ে আমরা মোট ২৬টি শব্দের সাথে পরিচিত হলাম যা আল-কুরআনে ব্যবহার হয়েছে সর্বমোট ২৬৩৩০ বার ! অর্থাৎ, আল-কুরআনের ৩৪% শব্দের সাথে আমাদের পরিচয় হয়ে গেল !!

## এই পর্যন্ত আমাদের অগ্রগতি .....

এই অধ্যায়ে কতটি নতুন শব্দ শিখলাম= ২৬টি

কুরআনের মোট কতটি শব্দ শিখলাম = ২৬৩৩০ টি

কুরআনের মোট কত % শব্দ শিখলাম = ৩৪.০ %

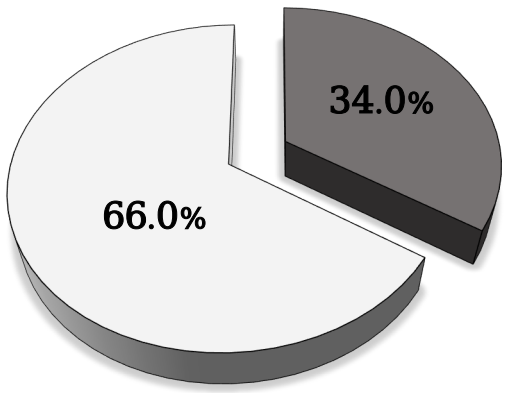

# ৪। কুরআনের শব্দগুলো কেমন ?

ব্যাকরণগত ভাবে আরবি শব্দের প্রকারভেদ আছে (যেমন আরবি শব্দ তিন প্রকার; নামবাচক, ক্রিয়াবাচক ও অব্যয়) । তবে এই অধ্যায়ে আমরা দেখবো গঠনগত ভাবে আল-কুরআনের শব্দগুলো দেখতে কেমন । শব্দগুলোর বিভিন্ন রূপের কারণে অর্থের কেমন পরিবর্তন হয় । এই শব্দগুলোর সাধারণ কিছু নিয়ম জানবো । তবে সব নিয়মেরই কিছু ব্যতিক্রম আছে যেটা এখন আমাদের মাথায় না আনলেও হবে । যা হোক, আরবি শব্দ সাধারণত ১-বর্ণের, ২-বর্ণের, ৩-বর্ণের এবং কখনও কখনও ৪-বর্ণের হয় [৯] । তবে বেশির ভাগ আরবি শব্দই ৩-বর্ণের । আবার, ২- বা ৩-বর্ণের শব্দের সাথে এক বা একাধিক ১-বর্ণের শব্দ যুক্ত হয়ে বহু বর্ণের শব্দ তৈরি করে ।

## ৪.১ ৩-বর্ণের শব্দ

- ৩-বর্ণের শব্দগুলো সাধারণত কর্তৃ/নামবাচক (noun) এবং ক্রিয়া বাচক (verb) হয় ।
- বর্ণের সাথে বিভিন্ন স্বরকার (vowel marking) [ফাত্হা/যবর=আ-কার, কাস্রা/যের=ই-কার, দম্মা/পেশ=উ-কার] বসে noun/verb নির্দেশ করে ।
- সাধারণত ক) আ-কার থাকলে active voice , noun হয় (কা তি ব = লেখক)
  খ) ই-কার থাকলে বস্তু, physical concept বুঝায় (কি তা ব = বই / লিখিত কিছু)
  গ) উ-কার থাকলে passive voice (কু তি বা = লিখিত হয়) ।

## ৩-বর্নের শব্দ

চলুন আল-কুরআন থেকে কিছু উদাহরণ দেখি ।

| শব্দ | অর্থ | আল-কুরআন হতে উদাহরন | কুরআনে কতবার আছে |
|---|---|---|---|
| كِتَاب | বই, আমলনামা | وَكِتٰبٍ مَّسْطُوْرٍ<br>শপথ কিতাবের যা লিখিত । (৫২:২) | ২৬০ |
| كُتِبَ | তা লেখা হল (passive voice) | يٰٓاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا كُتِبَ عَلَيْكُمُ الصِّيَامُ<br>হে ইমানদারগণ, তোমাদের উপর রোজা ফরয করা হয়েছে (লেখা হয়েছে / নির্ধারণ করা হয়েছে) । (২:১৮৩) | ৪৯ |
| كَتَبَ | সে লেখে | كَتَبَ اللّٰهُ لَاَغْلِبَنَّ اَنَا وَرُسُلِىْ<br>আল্লাহ্ লিখে দিয়েছেনঃ আমি এবং আমার রসূলগণ অবশ্যই বিজয়ী হব । (৫৮:২১) | |
| كَاتِب | লেখক | وَلْيَكْتُبْ بَّيْنَكُمْ كَاتِبٌۢ بِالْعَدْلِ<br>আর কোন লেখক যেন ন্যায়সঙ্গতভাবে লিখে দেয় । (২:২৮২) | ৬ |

## ৪.২ ২-বর্ণের শব্দ

যদিও আরবি বেশির ভাগ শব্দই এসেছে ৩-বর্ণের শব্দমূল থেকে তবে কিছু শব্দে ২টি বর্ণ প্রাধান্য পায়। এই শব্দগুলোকে আমরা ২-বর্ণের শব্দ বলছি। যেমন, আগের অধ্যায়ে আমরা ২টি ক্রিয়া বাচক শব্দ দেখেছিলাম; ক্ব-লা (বলেছিল), কা-না (হয়েছিল) যেখানে ২টি বর্ণ যথাক্রমে ক্বফ-লাম ও কাফ-নুন প্রাধান্য পায়; যদিও এ দুটোর শব্দমূল আসলে ৩-বর্ণের (দেখুন অধ্যায়-৮)। নিচে ১টি ২-বর্ণের শব্দের (ক্ব-লা) বিভিন্ন রূপ দেয়া হলো। লক্ষ্য করুন, ৩-বর্ণের সাথে ২-বর্ণের নিয়মের কিছু ব্যতিক্রম আছে। শব্দের এই রূপগুলো আমাদের মনে রাখতে হবে।

### ২-বর্ণের শব্দ (ক্রিয়া/Verb)

উদাহরণঃ قل (2 1) **ক্ব ল = বলা**

| | | |
|---|---|---|
| قِيل<br>passive voice<br>ক্বি-লা<br>**বলা হয়েছিল** | قُل<br>আদেশ (command)<br>ক্বুল<br>**বলো** | قَال<br>অতীত কাল (past)<br>ক্ব-লা<br>**সে বলেছিল** |
| يَقُول<br>বর্তমান কাল (present)<br>ইয়াক্বু-ল<br>**সে বলছে** | قَالُوْا<br>বহুবচন (৩+)<br>ক্ব-লু-<br>**তারা (৩+) বলেছিল** | قَالَا<br>দ্বিবচন (২ জন)<br>ক্ব-ল্যা-<br>**তারা (২) বলেছিল** |

চলুন আল-কুরআন থেকে কিছু উদাহরণ দেখি। একই শব্দমূল (ق و ل) থেকে আরও দুটি শব্দ (ক্বাউলু, ক্ব-ইলুন) এই ছকে দেয়া হলো।

| শব্দ | অর্থ | আল-কুরআন হতে উদাহরন | কুরআনে কতবার আছে |
|---|---|---|---|
| قُلْ | বলো (আদেশ) | 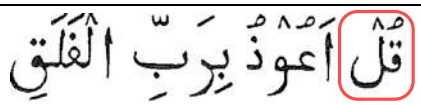<br>বলো, আমি আশ্রয় চাচ্ছি সকাল বেলার রবের । (১১৩:১) | ১৬১৮ |
| يَقُولُ | সে বলে / বলছে | 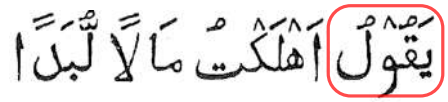<br>সে বলে, আমি প্রচুর ধন-সম্পদ নিঃশেষ করেছি । (৯০:৬) | |
| قَالَ | সে বলল / বলেছিল | 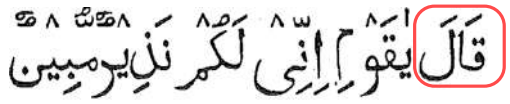<br>সে বলেছিলঃ হে আমার জাতির লোকেরা ! নিশ্চয় আমি তোমাদের জন্য এক স্পষ্ট সতর্ককারী । (৭১:২) | |
| قِيلَ | বলা হল / বলা হয় (passive voice) | 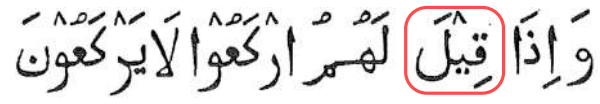<br>যখন তাদেরকে বলা হয়, নত (রুকূ) হও, তখন তারা নত হয় না । (৭৭:৪৮) | |
| قَوْلٌ | কথা | 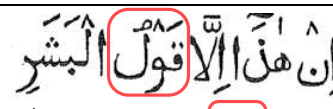<br>এটা তো মানুষের কথা মাত্র । (৭৪:২৫) | ৯২ |
| قَائِلٌ | বক্তা | 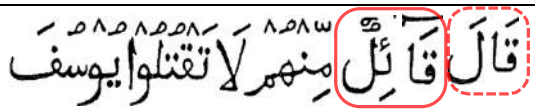<br>তাদের মধ্যে একজন (বক্তা) বলল, তোমরা ইউসুফকে হত্যা করো না (১২:১০) | ৫ |

## ৪.৩ ১-বর্ণের শব্দ

১-বর্ণের শব্দগুলো কখনো স্বাধীন ভাবে ব্যবহার হয় আবার কখনো শব্দের আগে বসে, কখনো মধ্যে বা কখনো শেষে বসে মূল শব্দের বিভিন্ন অর্থ তৈরী করে । এগুলোর ভিন্ন ভিন্ন রূপ ও ভিন্ন ভিন্ন অবস্থানের জন্য ভিন্ন ভিন্ন লিঙ্গ, ক্রিয়ার কাল, সর্বনাম প্রকাশ করে । একটু মনযোগ দিয়ে শব্দের মধ্যে এগুলোর অবস্থান সনাক্ত করতে পারলে খুব সহজে শব্দের অর্থ করা যাবে ইনশা-আল্লাহ । নিচের ছকে বিভিন্ন অবস্থানের জন্য এগুলোর অর্থ এবং ব্যবহার দেয়া হল ।

# ১-বর্ণের শব্দ

**ا আলিফ**

Meanings:

১। আমি/আমাকে (Me/I) — আসালামতু أَسْلَمْتُ I submit আমি আত্মসমর্পন করি

২। প্রশ্নবোধক (যখন শব্দের শুরুতে থাকে) — i.e أَ نَظُنُّ তুমি কি চিন্তা কর ? Do you Think..?

৩। ৩-বর্ণের শব্দের অর্থের বিস্তৃতি ঘটায় — [Male] Greatest أَكْبَر আকবর সবচেয়ে মহান

৪। আদেশ — ইফআ'ল [Do!] إِفْعَل কর

৫। অতীত কাল (3rd person) — আসালামা أَسْلَمَ He submits সে আত্মসমর্পন করে

৬। অসীম / অফুরন্ত / পরম (শব্দের শেষে) اَن — رَحْمَان = পরম রহমা-ন করুণাময়

**ر র**

১। দেখা — আলামতা র Didn't you See? তুমি কি দেখনি ?

**س সীন**

Meanings:

1 - سَ সা = শীঘ্রই Soon

سَوْفَ সাওফা

**ل লাম**

Independent Word:

লা لَ লি =

1 - For — জন্য

2 - Surely — নিশ্চয়ই

3 - লা- = না [ لاَ ]

**و ওয়াও**

Independent Word:

১। ওয়া = এবং

২। মূল শব্দের ১ম বর্ণের পরে বসলে অর্থের বিস্তৃতি ঘটায় — বিশাল বড় তারা Great Big Star كَوْكَب কাও কাব

৩। অসীম / পরম অর্থে যখন মূল শব্দের ২ বর্ণের পর বসে — غَفُور গফূ-র = Extremely Forgiving অসীম ক্ষমাশীল

**ب বা**

Independent Word:

১। বি= সাথে/দিয়ে بِ — i.e. بِيَدِهٖ বি ইয়াদিহ তাঁর হাত দিয়ে With His Hand

২। বি= শপথ — বিল্লাহ আল্লাহর নামে শপথ

**ف ফা**

তখন (সাথে সাথে/তারাতারি) — (A happened, Then [suddenly] B happened.

Similar word:

ثُمَّ সুম্মা = তখন (কিছুক্ষণ পর) (after some time) B happened.

**م মীম**

মূল শব্দের শুরুতে যুক্ত — মু হামাদ

১। মু = বিশেষণ (বৈশিষ্ট্য) সকলের প্রশংসিত someone/thing Praised

২। মা = সময়/স্থান — মাসজিদ = সেজদা করার স্থান [Mosque]

৩। মি = Physical Tool বস্তু / যন্ত্র — মিফতাহ - ফাতহ= Opening Tool = Keys খোলার যন্ত্র = চাবি

Independent Word:

মা = 

৪। কী ? — মা হাদা مَا هَذَا - এটা কী ? What is this?

৫। না-বোধক — مَا ضَرَبْتُ মা দারবতু আমি আঘাত করিনি I did Not Hit

**ه হা**

তার প্রভু his Master = رَبُّهٗ রব্বু হু

শব্দের শেষে

হু = তার (পুরুষ)

হা- = তার (স্ত্রী)

হুম = তাদের (পুরুষ)

হুন = তাদের (স্ত্রী)

হুমা- = তাদের (দ্বিবচন ২ জন)

**ت তা**

শব্দের শুরুতে

তুমি / সে(স্ত্রী) — تَضْرِبُ তাদরিব You / She is Hitting তুমি/সে(স্ত্রী) আঘাত করছে (বর্তমান কাল)

শব্দের শেষে

তু = আমি/আমাকে

তা = তুমি (পুরুষ)

তি = তুমি (স্ত্রী)

তুমা- = তোমরা(২ জন)

তুম = তোমরা(৩+ জন)

ضَرَبْتُ দারাবতু = I Hit আমি আঘাত করেছিলাম (অতীত কাল)

ت ৩-বর্ণের শব্দের ১ম বর্ণের পরে বসলে অর্থের গুরুত্ব বাড়ে

বেশি ধৈর্যশীল হও (মূল শব্দ = সবর / ধৈর্য) إِصْطَبِرْ ই সতাবির

**ك কাফ**

শব্দের শুরুতে

মত Like / 'Similar to'

কা আল জাবাল كَ ال جَبَل = Like the Mountain এই পর্বতের মত

শব্দের শেষে

কা = তোমার (পুরুষ)

কি = তোমার (স্ত্রী)

কুম = তোমার (বহুবচন পুরুষ)

কুন = তোমার (বহুবচন স্ত্রী)

رَبُّكَ রব্বুকা Your Master তোমার প্রভু

**ن নুন**

শব্দের শুরুতে

১। আমরা — نَضْرِبُ নাদরিব We Hit আমরা আঘাত করি

শব্দের শেষে

২। আমাদের — رَبَّنَا রব্বুনা- RabbuNaa আমাদের প্রভু

৩। বহুবচন স্ত্রী — تَضْرِبْنَ তাদরিব না তারা (স্ত্রী) আঘাত করছে They (females) are Hitting

৪। অনেক সম্মানিত — মুহাম্মাদুন = অনেক সম্মানিত

৫। গুরুত্ব আরোপ করে আদেশ ও ভবিষ্যৎ ক্রিয়াকে (ক্রিয়ার শেষে যুক্ত হয়ে) — لَ يَضْرِبَنَّ লা ইয়াদরি বান্না Surely he will Hit নিশ্চয়ই সে আঘাত করবে

**ي ইয়া**

শব্দের শুরুতে

১। সে (পুরুষ) — يَضْرِبُ সে আঘাত করছে He is Hitting

২। তারা (পুরুষ) — يَضْرِبُوْنَ তারা আঘাত করছে, they are Hitting

শব্দের শেষে

৩। আমার — رَبِّي আমার প্রভু My Master

শব্দের মাঝে

৪। সব সময় ('continuous') যখন মূল শব্দের ২ বর্ণের পর বসে — رَحِيْم = Constantly Merciful সব সময়ের জন্য করুণাময়

৫। ছোট যখন মূল শব্দের ২ বর্ণের পর বসে

## ৪.৪ বহু-বর্ণের শব্দ

যেমনটা আগে বলা হয়েছে যে ২- বা ৩-বর্ণের শব্দের সাথে এক বা একাধিক ১-বর্ণের শব্দ যুক্ত হয়ে বহু বর্ণের শব্দ তৈরি করে। নিচে এমন একটি বহু বর্ণের শব্দ ভেঙ্গে দেখানো হলো। এখানে শব্দমূল 'ইল্‌ম' (জানা) এর আগে ৩টি ১-বর্ণের শব্দ (ফা, সা, তা) এবং শেষে ওয়াও নুন (এটা বহুবচন নির্দেশ করে) যুক্ত হয়েছে।

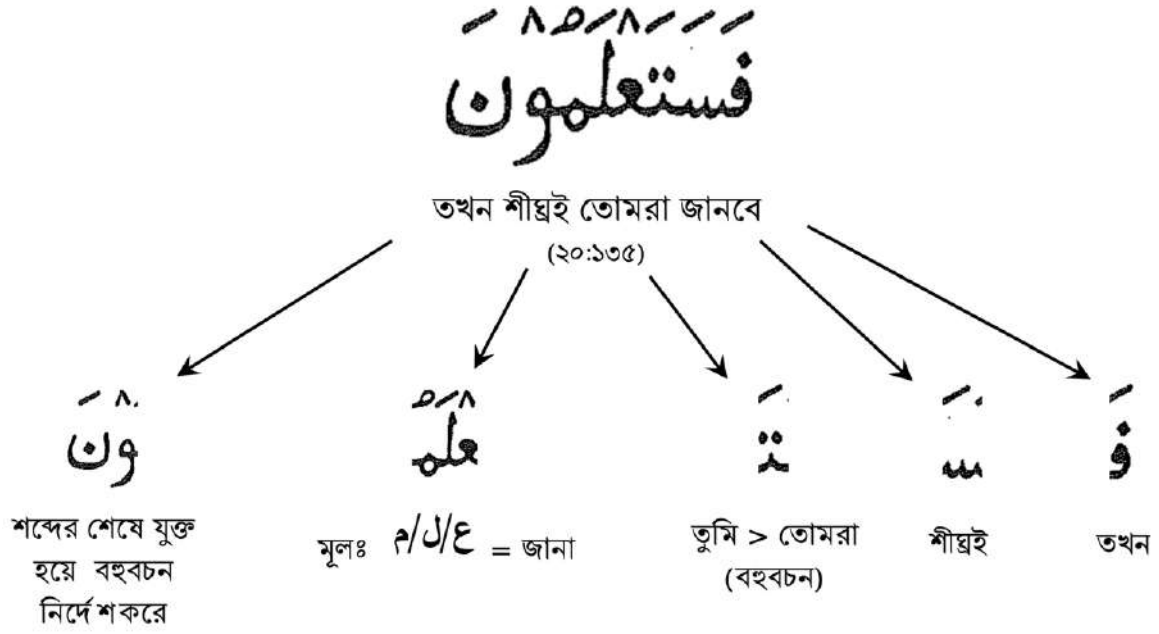


নিচের ছকে **ইল্‌ম (আ'ইন, লাম, মীম)** থেকে আগত ক্রিয়া বাচক শব্দ আ'লিমা (জানা) এর সাথে বিভিন্ন বর্ণ যুক্ত হয়ে আল-কুরআনের যে শব্দগুলো তৈরি হয়েছে তা (সূরা, আয়াত নং সহ) দেয়া হল। ১-বর্ণের শব্দের তালিকাটির সাহায্য নিয়ে খুব সহজেই আমরা এই শব্দগুলোর অর্থ করতে পারবো ইংশা-আল্লাহ।

| উদাহরণ | শব্দের শেষে যুক্ত |
| --- | --- |
| عَلِمْتَ<br>তুমি (পুরুষ) জান<br>(১১:৭৯) | ---- تَ<br>তুমি (পুরুষ) |
| عَلِمْتِ<br>তুমি (স্ত্রী) জান<br>(৩৭:১৫৮) | ---- تِ<br>তুমি (স্ত্রী) |
| عَلِمْتُ<br>আমি জানি<br>(২৮:৩৮) | ---- تُ<br>আমি / আমাকে |
| يَعْلَمُوْنَ<br>তারা জানে<br>(২:১৩) | ---- وْنَ<br>শব্দের শেষে যুক্ত হয়ে বহুবচন নির্দেশ করে |
| عَلِمْنَا<br>আমরা জানি / জেনেছি<br>(১২:৫১) | ---- نَا<br>আমরা / আমাদের |
| يَعْلَمْهُ<br>(তিনি) তা জানেন<br>(৩:২৯) | ---- هُ<br>তা / তার / তাকে (পুরুষ) |
| تَعْلَمُهَآ<br>(তুমি) তা জানতে<br>(১১:৪৯) | ---- هَآ<br>তা / তার / তাকে (স্ত্রী) |
| نَعْلَمُهُمْ<br>আমি/আমরা তাদের জানি<br>(৯:১০১) | ---- هُمْ<br>তাদের (পুরুষ) |
| عَلِمْتَهٗ<br>আপনি তা জানেন<br>(৫:১১৬) | ---- تَهٗ<br>তুমি / আপনি তা |
| عَلِمْتُمْ<br>তোমরা জান / জেনেছ<br>(৫৬:৬২) | ---- تُمْ |
| عَلِمْتُمْ<br>তোমরা জান / জেনেছ<br>(১২:৭৩) | ---- تُمْ<br>তোমরা (৩+জন) |

ع/ل/م
জানা

| শব্দের শুরুতে যুক্ত | উদাহরণ |
| --- | --- |
| تَـ ----<br>তুমি / আপনি | تَعْلَمْ<br>তুমি জান<br>(২:১০৭) |
| فَـ ----<br>তখন | فَعَلِمُوْٓا<br>তখন (তারা) জানবে<br>(২৮:৭৫) |
| لَـ ----<br>অবশ্যই | لَتَعْلَمُ<br>অবশ্যই তুমি জান<br>(১১:৭৯) |
| لِـ ----<br>জন্য | لِنَعْلَمَ<br>যেন আমরা জানি (আমাদের জানবার জন্য)<br>(৩৪:২১) |
| نَـ ----<br>আমরা | نَعْلَمَ<br>আমরা জানবো<br>(৫:১১৩) |
| يَـ ----<br>সে / তিনি | يَعْلَمْ<br>সে জানে<br>(৯৬:৫) |
| سَيَـ ----<br>শীঘ্রই সে / তারা | سَيَعْلَمُوْنَ<br>শীঘ্রই তারা জানবে<br>(৭৮:৪) |
| فَسَتَـ ----<br>তখন শীঘ্রই তোমরা | فَسَتَعْلَمُوْنَ<br>তখন শীঘ্রই তোমরা জানবে<br>(২০:১৩৫) |
| أَ ----<br>আমি / আমাকে | أَعْلَمُ<br>আমি জানি<br>(২:৩৩) |
| ا ----<br>আদেশ বুঝাতে | وَاعْلَمْ<br>(তুমি) জেনে রাখ<br>(২:২৬০)<br>اِعْلَمُوْٓا<br>(তোমরা) জেনে রাখ<br>(৫৭:২০) |

নিচের ছকে শব্দমূল **ইল্‌ম** থেকে আগত আল-কুরআনের শব্দগুলো উদাহরণসহ দেয়া হল ।

| মূলঃ ع/ل/م = জানা, জ্ঞান, বিশ্ব জাহান [এই মূল থেকে আগত কুরআনের শব্দ মোট ৮৫৪ টি] | | | |
|---|---|---|---|
| শব্দ | অর্থ | আল-কুরআন হতে উদাহরন | কুরআনে কতবার আছে |
| عَلِمَ | জানা (to know) | عَلِمَتْ نَفْسٌ مَّا قَدَّمَتْ وَأَخَّرَتْ<br>প্রত্যেক ব্যক্তিই জানবে তার আগের ও পরের সব কর্মসমূহ । (৮২:৫) | ৩৮২ |
| عَلِيم<br>আল্লাহ্‌র ১টি গুণবাচক নাম | সব বিষয়ে অবগত/জানা (all-knowing), বিজ্ঞ (learned), | وَاللَّهُ وَاسِعٌ عَلِيمٌ<br>আর, আল্লাহ্‌ হলেন অনুগ্রহ দানকারী এবং সব বিষয়ে অবগত। (২:২৪৭) | ১৬৩ |
| عِلْم | জ্ঞান, তথ্য, জানা | كَلَّا لَوْ تَعْلَمُونَ عِلْمَ الْيَقِينِ<br>কখনও না, যদি তোমরা নিশ্চিত জানতে। (১০২:৫) | ১০৫ |
| عَٰلَمِين | বিশ্ব, মহাবিশ্ব, বিশ্ব জাহান, সৃষ্টিজগত | الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَٰلَمِينَ<br>সকল প্রশংসা আল্লাহ্‌র জন্য, যিনি বিশ্ব জাহানের রব । (১:১) | ৭৩ |
| أَعْلَم | সব জানেন, অবগত | وَاللَّهُ أَعْلَمُ بِمَا يُوعُونَ<br>এরা আর তারা যা সংরক্ষণ করে, আল্লাহ্‌ তা জানেন (৮৪:২৩) | ৪৯ |
| عَلَّمَ | জানানো, শিখানো, প্রশিক্ষণ দেয়া | عَلَّمَ الْإِنسَانَ مَا لَمْ يَعْلَمْ<br>তিনি শিক্ষা দিয়েছেন মানুষকে যা সে জানতো না । (৯৬:৫) | ৪১ |
| عَالِم<br>عَٰلِمُ | বিজ্ঞ, যে জানে, জ্ঞানী | عَٰلِمُ الْغَيْبِ فَلَا يُظْهِرُ عَلَىٰ غَيْبِهِ أَحَدًا<br>তিনি গায়েব জানেন, তিনি কারো নিকট গায়েব প্রকাশ করেন না (৭২:২৬) | ১৮ |
| مَعْلُومٌ | জানা, অবগত (known), নির্দিস্ট (specific) | إِلَىٰ قَدَرٍ مَّعْلُومٍ<br>এক নির্দিস্ট সময় পর্যন্ত । (৭৭:২২) | ১১ |

| | | | |
|---|---|---|---|
| عَلَامَاتٌ<br>আ'লামত | আলামত, চিহ্ন<br>(sign, landmark) | وَعَلٰمٰتٍ ۚ وَبِالنَّجْمِ هُمْ يَهْتَدُونَ<br>আর চিহ্নসমূহ যেন তারা নক্ষত্র দ্বারাও পথ পায় । (১৬:১৬) | ১ |

## এই পর্যন্ত আমাদের অগ্রগতি .....

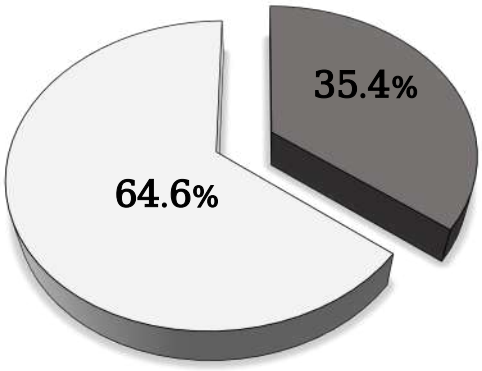


এই অধ্যায়ে কতটি নতুন শব্দ শিখলাম= ১৪ টি

কুরআনের মোট কতটি শব্দ শিখলাম = ২৭৪৩৩ টি

কুরআনের মোট কত % শব্দ শিখলাম = ৩৫.৪ %

# ৫। আরবি নাকি বাংলা শব্দ ?

আল-কুরআনের অনেক শব্দ দেখলে আমরা অনেক সময় দ্বিধায় পড়ে যাই এটা আরবি শব্দ নাকি বাংলা শব্দ । কারণ পারিভাষিক শব্দ হিসাবে অনেক আরবি শব্দ বাংলা ভাষায় প্রবেশ করেছে । আবার মুসলিম হিসাবে অনেক আরবি শব্দ আমরা দৈনন্দিন জীবনে এত বেশি ব্যবহার করি যাতে মনে হয় এগুলো বাংলা শব্দই । এমন প্রায় ১২ হাজারেরও বেশি শব্দ আল-কুরআনে আছে । কুরআন পড়ার সময় হয়তো লক্ষ্য করছি না কিংবা এই শব্দগুলোর আরবি বানানের সাথে পরিচয় নই, তাই আমরা বুঝতে পারছি না । এই অধ্যায়ে আমরা এমন কিছু বহুল ব্যবহৃত শব্দ আবার নতুন করে চিনবো ইংশা-আল্লাহ ।

নিচের ছকে এই শব্দগুলো কুরআনের সূত্র ও কতবার আছে [১২] তা উল্লেখসহ দেয়া হলো । তবে ছকটি পড়ার সময় কিছু বিষয় লক্ষ্য রাখা দরকার । যেমনঃ-

১। কিছু শব্দ আমরা সরাসরি বাংলায় ব্যাবহার না করলেও কাছাকাছি বানান এবং উচ্চারণের কারণে এই ছকে স্থান দেয়া হয়েছে । যেমন, ذِكْر (যিকির) শব্দেটি আমরা বাংলায় বললেও ذَكَرَ (যাকারা) শব্দটি বলিনা । এটি মূলত যিকির শব্দের ক্রিয়ারূপ (verb) । এমনি ভাবে ذُكِّرَ কিংবা ذِكْرَىٰ শব্দও এই ছকে স্থান দেয়া হয়েছে । কারণ, বানানের সাথে সাথে এদের অর্থের পার্থক্যগুলো যাতে সহজে মনে রাখতে পারি ।

২। এই ছকে আরবি শব্দগুলোর বাংলা অর্থ লেখার ক্ষেত্রে সহজে মনে রাখার সুবিধার্থে কিছু কিছু সরলীকরণ করা হয়েছে । যেমন, ذَكَرَ (যাকারা) শব্দটি ৩য় পুরুষের (সে) অতীত কালের (3rd person singular number, past tense) জন্য ব্যাবহার করা হয়; তাই এটির সঠিক অর্থ “সে স্মরণ করলো” হবে । কিন্তু এই ছকে সহজে মনে রাখার জন্য এর অর্থ লেখা হয়েছে “স্মরণ করা” ।

৩। ক্রিয়াবাচক যে শব্দগুলো এই ছকে আছে সেগুলো বচন, লিঙ্গ, কাল ভেদে বিভিন্ন রূপে কুরআনে ব্যাবহার হয়েছে । এই বিভিন্ন রূপগুলো এই ছকে স্থান দেয়া হয়নি । আরবি ব্যাকরণের অধ্যায় থেকে এই রূপগুলো এবং এগুলোর অর্থ কি হবে তা জানা যাবে ।

৪। কিছু কিছু শব্দের আরবি বানান ও উচ্চারণ কাছাকাছি হওয়ায় এগুলোর বাংলা অর্থের কিছু পার্থক্য থাকা সত্ত্বেও একই অর্থ লেখা হয়েছে । আরবি ব্যাকরণের উপর স্বচ্ছ ধারণা থাকলে এই অর্থের পার্থক্যগুলো বুঝা যাবে ।

| বাংলা শব্দ ? | কুরআনের শব্দ | অর্থ | উদাহরণ | কুরআনে কত বার আছে | মোট |
|---|---|---|---|---|---|
| **রব** | رَبّ | রব, প্রতিপালক | ১:২ | ৯৭৫ | ৯৭৫ |
| **আলেম, আল্লামা, ইল্‌ম মা'লুম** | عَلِيم | সব বিষয়ে অবগত/জানা (all-knowing), সর্বজ্ঞ, মহাজ্ঞানী, আল্লাহ্‌র ১টি গুণবাচক নাম | ৬৪:১১<br>৬৬:২<br>৬৭:১৩ | ১৬৩ | ৭৬৯ |
| | عَالِم عُلِّمَ | আলিম, বিজ্ঞ, যে জানে, জ্ঞানী, অবহিত | ৩৫:৩৮<br>৭২:২৬ | ১৮ | |
| | عَلِمَ [v] | জানা, অবগত হওয়া | ৪৫:৯<br>৭৩:২০ | ৩৮২ | |
| | أَعْلَم | সব জানেন, অধিক অবগত | ৬৮:৭<br>৮৪:২৩ | ৪৯ | |
| | عَلَّمَ [v] | জানানো, শিখানো, প্রশিক্ষণ দেয়া | ৫৫:২<br>৯৬:৫ | ৪১ | |
| | عِلْم [n] | ইল্‌ম, জ্ঞান, তথ্য, জানা | ৫৩:৩৫<br>১০২:৫ | ১০৫ | |
| | مَعْلُوم [n, adj] | নির্ধারিত(যা জানা আছে), অবধারিত, নির্দিস্ট(well-known) | ৫৬:৫০<br>৭৭:২২ | ১১ | |
| **ঈমান** | إِيمَٰن [n] | ঈমান, বিশ্বাস | ৪৯:১৪<br>৭৪:৩১ | ৪৫ | ৫৯৬ |
| | أمن ءَامَنَ [v] | ঈমান আনা, বিশ্বাস করা | ৬৫:১১<br>১০৩:৩ | ৫৩৭ | |
| | أَمِين [adj] | বিশ্বস্ত, আমানতদার (trustworthy) | ২৭:৩৯<br>৮১:২১ | ১৪ | |
| **কাফির > অবিশ্বাসী** | كَافِر [adj]<br>كَٰفِرُون (বহুবচন)<br>كَوَافِر (স্ত্রী-বাচক) | কাফির, অবিশ্বাসী | ৬৪:২<br>২৭:৪৩<br>২:৪১<br>৬০:১০ | ২৭<br>১২৯<br>১ | ৫০৩ |
| | كُفْر [n]<br>كُفُور | কুফর, অবিশ্বাস, অস্বীকৃতি, অকৃতজ্ঞতা | ৯:৯৭<br>১৭:৮৯ | ৩৭<br>৩ | |
| | كَفَرَ [v] | অবিশ্বাস করা, না মানা | ৯০:১৯ | ২৮৯ | |
| | كَفَّار<br>كَفُورٌ | কট্টর কাফির, বড় অকৃতজ্ঞ<br>অবিশ্বাসী, অকৃতজ্ঞ | ৩৯:৩<br>৪২:৪৮<br>৭৬:২৪ | ৫<br>১২ | |
| **রসূল রিসালাত** | رَسُول | রসূল, বার্তাবাহক (যাকে বার্তা দিয়ে পাঠানো হয়েছে) | ৬৯:৪০<br>৯৮:২ | ৩৩২ | ৪৭২ |
| | أَرْسَلَ [v] | পাঠানো | ৬১:৯<br>১০৫:৩ | ১৩০ | |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| | رِسَالَة رِسَالَات | রিসালাত, বার্তা, পয়গাম | ৭২:২৮ | ১০ | |
| **আয়াত** | ءَايَة | আয়াত, নিদর্শন | ৬৫:১১ | ৩৮২ | ৩৮২ |
| **আযাব > শাস্তি** | عَذَاب [n] | আযাব, শাস্তি | ২:৭ | ৩২২ | ৩৬৩ |
| | عَذَّبَ [v] | আযাব / শাস্তি দেয়া | ৯:২৬<br>৮৯:২৫ | ৪১ | |
| **আমল > কাজ** | عَمِلَ [v] | আমল করা, কাজ করা | ৪৫:১৫ | ২৭৬ | ৩৫৯ |
| | عَمَل [n] | আমল, কাজ | ৬৭:২ | ৭১ | |
| | عَامِلٌ | আমলকারী, কর্মী | ৬:১৩৫ | ১২ | |
| **জুলুম, জুল্‌ম, জালিম, মজলুম** | ظَالِم [n]<br>ظَالِمَة (স্ত্রী-বাচক)<br>ظَالِمُونَ (বহুবচন) | জালিম, অত্যাচারী, সীমালঙ্ঘনকারী | ৩৫:৩২<br>১১:১০২<br>২১:১১<br>২:৫১ | ১৩৩ | ৩০৩ |
| | ظُلْم [n] | জুল্‌ম, অবিচার, অত্যাচার, বাড়াবাড়ি | ৩:১০৮<br>৪০:১৭ | ২০ | |
| | ظَلَمَ [v] | জুলুম করা, অত্যাচার করা, সীমালঙ্ঘন করা | ৫২:৪৭<br>৬৫:১ | ১১০ | |
| | أَظْلَمُ [n] | বড়/অধিক জালিম | ২:১১৪<br>২:১৪০ | ১৬ | |
| | مَظْلُوم | মজলুম, যার উপর জুলুম করা হয়েছে | ১৭:৩৩ | ১ | |
| | ظُلُمَاتِ [n] | অন্ধকার (darkness) | ২:১৭<br>২৭:৬৩ | ২৩ | |
| **নফ্‌স** | نَفْس | নফ্‌স, আত্মা, প্রাণ, নিজ, মন | ৯১:৭ | ২৯৫ | ২৯৫ |
| **হক** | حَقّ [n] | হক, সত্য, ঠিক | ৭০:২৪ | ২৪৭ | ২৮০ |
| | حَقَّ [v] | সত্য হল, প্রমাণিত হল | ৪৬:১৮ | ২০ | |
| | أَحَقُّ | অধিক সত্য, অধিক যোগ্য | ৪৮:২৬ | ১০ | |
| | الْحَاقَّةُ | সুনিশ্চিত ঘটনা | ৬৯:১ | ৩ | |
| **বায়না**<br>**[জমি কিনতে আমরা বায়না করি যা উভয়ের মধ্যে একটা চুক্তি]** | بَيْن | উভয়ের মধ্যে (between both of them) | ৬০:১২<br>৮৬:৭ | ২৬৬ | ২৬৬ |
| **কিতাব** | كِتَٰب | কিতাব, বই | ৬৮:৩৭<br>৮৩:২০ | ২৬০ | ২৬০ |
| **হেদায়েত** | هَدَى [v] | হেদায়েত করা, সঠিক পথ দেখানো (to guide) | ২:১৪৩<br>৯০:১০ | ১৪৪ | ২৪৩ |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| | هُدًى [n] | পথ দেখানো (guidance) | ২:২ | ৮৫ | |
| | هَادٍ | পথ প্রদর্শক (guide) | ৪০:৩৩ | ৭ | |
| | أَهْدَىٰ [n] | অধিক হেদায়েতপ্রাপ্ত/সৎপথপ্রাপ্ত | ৬৭:২২ | ৭ | |
| **আখের, আখিরাত > শেষ, পরকাল** | آخِر الْآخِرَةِ | শেষ, আখিরাত, পরকাল (end, last, hereafter) | ৯২:১৩ | ১৫৫ | ২৪০ |
| | آخَر | অন্য, শেষ (other, end) | ৫১:৫১ | ৭০ | |
| | أَخَّرَ [v] | বিলম্ব করা, অবসর দেয়া (to delay, to postpone) | ৬৩:১০ | ১৫ | |
| **নাযিল** | نَزَلَ [v]<br>نَزَّلَ<br>أَنزَلَ تَنَزَّلُ | নাযিল / অবতির্ণ করা (to send down, to reveal) | ১৭:১০৫<br>২:১৭৬<br>৬৫:১০ | ৬<br>৬২<br>১৮৩+৭ | ২৩৮ |
| **মু'মিন** | مُؤْمِن<br>مُّؤْمِنَ ت (স্ত্রী-বাচক) | মু'মিন, বিশ্বাসী, ঈমানদার | ১৭:১৯<br>৪:২৫ | ২০২<br>২২ | ২২৪ |
| **যিকির** | ذِكْرَىٰ ذِكْر [n] | স্মরণ করা, মনে রাখা | ৭:৬৩ | ৭৬ + ২৩ | ২০১ |
| | ذَكَرَ [v] | স্মরণ করা | ৩৩:২১ | ৮৪ | |
| | ذُكِّرَ [v] | স্মরণ করে দেয়া, উপদেশ দেয়া, বুঝানো | ১৮:৫৭ | ১৮ | |
| **বাদ > পরে [বাদ আছর = আছরের পরে]** | بَعْد | পরে, তদুপরি | ২:২৭<br>২:৫২ | ১৯৯ | ১৯৯ |
| **দাওয়াত** | دَعْوَة دَعْوَا [n] | দাওয়াত, ডাক, আহ্বান | ২:১৮৬ | ৬+৪ | ১৮৭ |
| | دَعَا [v] | দাওয়াত দেয়া, ডাকা (to invite, to call) | ৩:৩৮<br>৪১:৩৩ | ১৭০ | |
| | دَّاعِ دَاعِيَ [n] | দা'য়ী, আহ্বানকারী | ৫৪:৬ | ৭ | |
| **দোয়া** | دُعَاء [n] | দোয়া, ডাকা, আহ্বান | | ২২ | ২২ |
| **ইলাহ্** | إِلَٰه | ইলাহ্, সৃষ্টিকর্তা, উপাস্য | ১১৪:৩ | ১৪৭ | ১৪৭ |
| **রহমত > অনুগ্রহ** | رَحْمَة | রহমত, অনুগ্রহ, দয়া | ২১:১০৭ | ১১৪ | ১৪২ |
| | رَّحِمَ [v] | রহম, দয়া, অনুগ্রহ করা | ১১:৪৩ | ২৮ | |
| **জান্নাত** | جَنَّة [n] | জান্নাত, বাগান | ২:২৬৬ | ১৪৭ | ১৪৭ |
| **ক্বল্‌ব** | قَلْب [n] | ক্বল্‌ব, আত্মা, হৃদয় | ৪০:৩৫ | ১৩২ | ১৩২ |
| **ইবাদত** | عِبَادَت [n] | ইবাদত | ৪:১৭২ | ৯ | ১৩১ |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| | عَبَدَ [v] | ইবাদত করা | ৫:৬০ | ১২২ | |
| **হাকিম, হেকমত** | حَكِيم [adj] | হাকিম, জ্ঞানী, প্রজ্ঞাবান, আল্লাহ্‌র ১টি গুণবাচক নাম | ২:২২৮ | ৯৭ | ১১৭ |
| | حِكْمَة [n] | হেকমত, বুদ্ধিমত্তা, জ্ঞান | ৫৪:৫ | ২০ | |
| **সালাত > নামায মুসুল্লি** | الصَّلَاةَ صَلَوٰة | সালাত, নামায | ২:৩ | ৮৩ | ৯৮ |
| | صَلَّىٰ [v] | নামায পড়া | ৭৫:৩১ | ১২ | |
| | مُصَلِّينَ | মুসুল্লি (যারা সালাত আদায় করে) | ৭০:২২ | ৩ | |
| **শরীক > অংশীদার শিরক, মুশরিক** | شِرْكٌ [n] | অংশ, অংশীদার করা | ৩৪:২২ | ৫ | ১৬৫ |
| | أَشْرَكَ [v] | শরীক / অংশীদার করা | ২:৯৬ | ৭১ | |
| | شَرِيك [n]<br>شُرَكَا (বহুবচন) | শরীক, অংশীদার (partner) | ৬:১৬৩<br>৪:১২ | ৪০ | |
| | مُشْرِك<br>مُشْرِكِينَ (বহুবচন)<br>مُشْرِكَاتِ (স্ত্রী-বাচক) | মুশরিক, যারা শিরক করে | ২৪:৩<br>৩০:৪২<br>২:২২১ | ৪৪+৫ | |
| **মওত > মৃত্যু** | مَوْت [n]<br>الْمَوْتَىٰ | মওত, মৃত্যু (death) | ২:১৯<br>৪৪:৫৬ | ৮৮ | ১৫৯ |
| | مَيْتًا مَيْتَةً | মৃত (dead) | ২৫:৪৯ | ১১ | |
| | مَّاتَ [v] | মারা যাওয়া (to die) | ৩:১৪৪ | ৩৯ | |
| | أَمَاتَ [v] | মেরে ফেলা, মৃত্যু দেয়া | ৫৩:৪৪ | ২১ | |
| **খারিজ > বাতিল** | خَرَجَ [v]<br>أَخْرَجَ | খারিজ হওয়া, বের হওয়া, বহিষ্কার করা<br>বের করা | ২:২৪৩<br>১৯:১১<br>২:২৬৭ | ৫৩<br>৯৯ | ১৫২ |
| **কতল > হত্যা** | قَتَلَ قُتِّلُ [v]<br>قَٰتَلَ قَٰتَلَ | হত্যা করা<br>যুদ্ধ করা, লড়াই করা | ২:২৫১<br>৮৫:৪ | ৮৩ +৪<br>৫৪ | ১৪১ |
| | قَتْل [n] | হত্যা | ২:১৯১ | ১১ | |
| **দাখিল > প্রবেশ** | دَخَلَ [v]<br>أُدْخِلَ [v]<br>دَاخِلُونَ | দাখিল হওয়া, প্রবেশ করা (to enter)<br>প্রবেশ করানো (to admit)<br>প্রবেশকারী | ৩:৩৭<br>১২:৬৯<br>৩:১৮৫<br>২২:২৩<br>৫:২২ | ৭৬<br>৪২<br>২ | ১২০ |

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **ওয়াদা** | وَعَدَ [v] | ওয়াদা করা, প্রতিজ্ঞা করা | ৪:৯৫<br>৫৭:১০ | ৭০ | ১১৯ |
| | وَعْد [n] | ওয়াদা, প্রতিজ্ঞা | ৪:১২২<br>৪৬:১৭ | ৪৯ | |
| **মালিক**<br>**মুল্‌ক** | مَالِك [n]<br>مَلِيك مَلِك | মালিক, অধিপতি<br>রাজা, সম্রাট | ১:৪<br>১৮:৭৯ | ৪<br>১৫+১ | ১১৬ |
| | مُلْك [n]<br>مَلَكُوت | মুল্‌ক, রাজত্ব<br>সার্বভৌম ক্ষমতা, কর্তৃত্ব | ২:১০৭<br>৩৬:৮৩ | ৪৮<br>৪ | |
| | مَلَكَتْ [v] | মালিক হওয়া, অধিকারী হওয়া,<br>ক্ষমতা রাখা, কর্তৃত্ব রাখা | ৩৩:৫৫<br>৭০:৩০ | ৪৪ | |
| **রিযিক** | رِزْق [n] | রিযিক, জীবিকা | ২:২২ | ৫৫ | ১১৬ |
| | رَزَقَ [v] | রিযিক দেয়া | ১৬:১১৪ | ৬১ | |
| **আব্বা** | أَبَا أَبٌ [n] | আবু > আব্বা, পিতা | ১২:৮ | ৪৬ | ১১০ |
| | آبَاءَ [n] | পিতা, পুর্ব পুরুষ | ৫:১০৪ | ৬৪ | |
| **সবর > ধৈর্য**<br>**[বাংলায় বলি 'সবুর';**<br>**"সবুরে মেওয়া ফলে"]** | صَبْر [n] | সবর, ধৈর্য | ২:২৫০ | ১৫ | ৯৮ |
| | صَبَرَ صَابِرُ [ v] | সবর করা, ধৈর্য ধারণ করা | ১১:১১ | ৫৮+১ | |
| | صَابِر | সবরকারী, যে ধৈর্য ধারণ করে | ৩৮:৪৪ | ২০ | |
| | صَبَّار [adj] | ধৈর্যশীল (patient) | ১৪:৫ | ৪ | |
| **সিজদা**<br>**মসজিদ** | سَجَدَ [v] | সিজদা করা, মাথা নত করা | ৪:১০২ | ৩৫ | ৯২ |
| | سُّجُودِ [n, adj]<br>سُجَّدً<br>سَاجِدً | সিজদা, সিজদাকারী<br><br><br>সিজদাকারী | ৪৮:২৯<br>২:৫৮<br>৭:১১<br>৩৯:৯ | ৬<br>১১<br>১২ | |
| | مَسْجِد [n] | মসজিদ, সিজদা দেয়ার স্থান | ২:১১৪ | ২৮ | |
| **শয়তান** | شَيْطَن | শয়তান | ২২:৩ | ৮৮ | ৮৮ |
| **নজর > দৃষ্টি** | نَظَرَ [n] | নজর, দৃষ্টি, দেখা | ৪৭:২০ | ১ | ৮৮ |
| | نَّظَرَ [v] | নজর, দৃষ্টি দেয়া, দেখা | ৫:৭৫ | ৮৭ | |
| **মাল** | مَال [n] | মাল, সম্পদ | ৬:১৫২ | ৮৬ | ৮৬ |
| **নিয়ামত** | نِعْمَة [n] | নিয়ামত, অনুগ্রহ, শান্তি, তৃপ্তি | ২:২১১ | ৫০ | ৮৫ |
| | نِعْمَ [v] | ভাল, উত্তম | ৩:১৩৬ | ১৮ | |
| | أَنْعَمَ [v] | নিয়ামত / অনুগ্রহ দান করা | ৪:৬৯ | ১৭ | |
| **নবী, নুবুয়াত** | نَّبِىّ | নবী, পয়গাম্বর (Prophet) | ৩:৬৮<br>৬৬:৯ | ৭৫ | ৮০ |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| | النُّبُوَّةَ | নুবুয়াত, নবীত্ব (Prophethood) | ৩:৭৯<br>৫৭:২৬ | ৫ | |
| **জাহান্নাম** | جَهَنَّم | জাহান্নাম, দোযখ | ২:২০৬ | ৭৭ | ৭৭ |
| **হায়াত** | حَيَاة [n] | হায়াত, জীবন | ২৫:৩ | ৭৬ | ৭৬ |
| **হুকুম** | حُكْم [n] | হুকুম, নির্দেশ, মীমাংসা, শাসন ক্ষমতা | ৫:৪৩<br>৬০:১০ | ৩০ | ৭৫ |
| | حَكَمَ [v] | হুকুম / আদেশ দেয়া, মীমাংসা করে দেয়া | ৪০:৪৮<br>৬০:১০ | ৪৫ | |
| **দুনিয়া** | دُّنْيَا | দুনিয়া | ২:৮৫<br>১০:৬৪ | ৭৪ | ৭৪ |
| **কালাম, কালিমা > কথা** | كَلِمَة [n]<br>كَلِمَات (বহুবচন)<br>الْكَلِمَ كَلَامَ | কথা, বাণী, কালাম | ৩:৬৪<br>২:৩৭<br>২:৭৫<br>৪:৪৬ | ২৮<br>১৪<br>৪+৪ | ৭৪ |
| | كَلَّمَ تَكَلَّمُ [v] | কথা বলা | ৪:১৬৪<br>১১:১০৫ | ২০+৪ | |
| **শোকর** | شُكُورًا شُكْرًا [n] | শুকরিয়া, কৃতজ্ঞতা | ৩৪:১৩ | ১+২ | ৭৩ |
| | شَكُور [adj] | কৃতজ্ঞ (grateful) | ১৪:৫ | ১০ | |
| | شَكَرَ [v] | শুকরিয়া / কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপন করা | ২৭:৪০ | ৪৬ | |
| | شَاكِر [n] | শুকরিয়া / কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপনকারী | ২:১৫৮ | ১৪ | |
| **হারাম** | حَرَام | হারাম, নিষিদ্ধ, অবৈধ | ২:১৪৪ | ৩৩ | ৭২ |
| | حَرَّمَ [v] | হারাম করা, নিষেধ করা | ২:১৭৩ | ৩৯ | |
| **হালাল** | حِلٌّ حَلَالٌ [n] | হালাল, বৈধ | ১৬:১১৬ | ৬+৫ | ৪৫ |
| | حَلَلْ [v]<br>أَحَلَّ أُحِلَّ | হালাল / বৈধ হওয়া<br>হালাল / বৈধ করা, নামানো | ৫:২<br>২০:২৭<br>২:১৮৭ | ১৪+২০ | |
| **মুসলিম ইসলাম** | مُسْلِم [n]<br>مُسْلِمَات (স্ত্রী-বাচক) | মুসলিম, আত্মসমর্পনকারী | ৩:৮০<br>৩৩:৩৫ | ৩৯<br>২ | ৭১ |
| | إِسْلَام [n]<br>أَسْلَمَ [v] | ইসলাম, আত্মসমর্পন<br>আত্মসমর্পন করা, অনুগত হওয়া | ৩:১৯<br>২:১১২ | ৮<br>২২ | |
| **সালাম > শান্তি** | سَلَامٌ [n]<br>سَلَم | সালাম, শান্তি | ৬:৫৪<br>৪:৯০ | ৪২<br>৫ | ৪৭ |
| **কিয়ামত** | قِيٰمَة | কিয়ামত, মহাপ্রলয় | ২:৮৫<br>৭৫:১ | ৭০ | ৭০ |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| **উম্মত** | أُمَّة أُمَّة | উম্মত, জাতি, দল | ২:১২৮<br>৪৫:২৮ | ৬৪ | ৬৪ |
| **গায়েব** | غَيْب [n]<br>الْغُيُوبِ | গায়েব, অদৃশ্য, গোপন | ২:৩৩<br>৩:৪৪<br>৫:১০৯ | ৪৯+৪ | ৫৭ |
| | غَائِبَةٍ غَائِبِينَ | অনুপস্থিত, গোপন | ৭:৭ | ৪ | |
| **ওলি**<br>**আওলিয়া**<br>**মাওলা** | وَالٍ وَلِيٍّ<br>أَوْلِيَاءُ (বহুবচন) | অভিবাবক, বন্ধু | ৪৫:১৯<br>৪২:৪৪<br>৬২:৬ | ৮৬+১ | ১০৫ |
| | مَوْلَىٰ | মাওলা, অভিবাবক, মনিব, বন্ধু | ৪৭:১১ | ১৮ | |
| **কায়েম >**<br>**প্রতিষ্ঠা করা** | قَائِم | কায়েম, প্রতিষ্ঠিত, অটল | ৩:১৮ | ১৭ | ১০৪ |
| | أَقَامُو قَامَ [v] | কায়েম / প্রতিষ্ঠা করা, দাঁড় করা | ৭২:১৯ | ৩৩+৫৪ | |
| **ফিতনা >**<br>**পরীক্ষা** | فِتْنَة [n] | ফিতনা, পরীক্ষা, বিপর্যয় | ২:১০২ | ৩৪ | ৫৭ |
| | فَتَنُ [v] | পরীক্ষা নেয়া, কষ্ট দেয়া | ৯:৪৯ | ২৩ | |
| **যাকাত** | زَكَوٰة [n]<br>زَكِيَّ | যাকাত, পবিত্র করা<br>পবিত্র | ২:৪৩<br>১৯:১৯ | ৩২<br>২ | ৫৫ |
| | زَكَّا [v]<br>زَكَىٰ تَزَكَّىٰ | পবিত্র করা/হওয়া | ৯১:৯<br>২০:৭৬<br>২৪:২১ | ১২<br>৮ +১ | |
| **নহর > নদী** | نَهَر [n] | নহর, নদী | ৫৪:৫৪ | ৫৪ | ৫৪ |
| **খবর** | خَبَر [n]<br>أَخْبَارِ خُبْرً | খবর, তথ্য, বৃত্তান্ত, বিবরণ | ২৭:৭<br>৯:৯৪ | ২<br>২+৩ | ৫২ |
| | خَبِير | খুব অবহিত, সকল খবর রাখেন যিনি, আল্লাহ্‌র ১টি গুণবাচক নাম | ৪:৩৫<br>৬৪:৮ | ৪৫ | |
| **আকল > আক্কল** | عَقَلُ [v]<br>تَعْقِلُونَ | বুঝতে পারা, অনুধাবন করা, বিবেচনা করা | ২:৭৫<br>২:৭৬ | ৪৯ | ৪৯ |
| **হিসাব** | حِسَاب [n] | হিসাব, গণনা, পরিমাপ | ২:২১২ | ৩৮ | ৪৪ |
| | حَسِيب<br>حَاسِبِينَ (বহুবচন) | হিসাবগ্রহণকারী | ৪:৬<br>৩৩:৩৯<br>২১:৪৭ | ৪+২ | |
| **নূর** | نُور | নূর, আলো | ৫:১৫ | ৪৩ | ৪৩ |
| **বদল** | بَدَل [adj] | বদল, বিনিময় | ১৮:৫০ | ১ | ৪৩ |
| | تَبْدِيلَ [n]<br>مُبَدِّلَ | বদল, পরিবর্তন<br>পরিবর্তনকারী | ১০:৬৪<br>৬:৩৪ | ৭<br>৩ | |
| | تَبَدَّلَ بَدَّلَ [v] | বদল, পরিবর্তন করা, প্রতিস্থাপন | ২:১৮১ | ২৩+৩ | |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| | يَسْتَبْدِلْ يُبْدِلَ | করা | ৪:২ | ৩+৩ | |
| **হাশর**<br>**[কবর থেকে উঠিয়ে সমবেত করা]** | حَشْر [n] | হাশর, একত্রীকরণ, সমবেত করা | ৫০:৪৪ | ২ | ৪২ |
| | حَاشِرِينَ [n] | সমবেতকারী, সংগ্রহকারী | ৭:১১১ | ৩ | |
| | حَشَرَ [v] | সমবেত করা, একত্র করা, উঠানো | ৭৯:২৩ | ৩৭ | |
| **হাফেয**<br>**হেফাযত** | حَفِيظٌ حَافِظٌ<br>حَافِظَاتٌ (স্ত্রী-বাচক) | হাফেয, সংরক্ষণকারী, রক্ষক | ১২:৬৪<br>১১:৫৭ | ১২+১৩<br>২ | ৪১ |
| | حِفْظ [n] | হিফ্‌য, সংরক্ষণ, রক্ষণাবেক্ষণ | ৪১:১২ | ৩ | |
| | يُحَافِظُ حَفِظَ [v] | হেফাযত / সংরক্ষণ করা | ৪:৩৪ | ১১ | |
| **ইস্তেগফার** | اَسْتَغْفَرَ | ইস্তেগফার, ক্ষমা | ২:১৯৯ | ৪০ | ৪০ |
| **সুলতান** | سُلْطَن [n] | সুলতান, শাসক, ক্ষমতা, প্রমাণ | ৬৯:২৯ | ৩৭ | ৩৭ |
| **কদম > পা** | أَقْدَامَ قَدَم [n] | কদম, পা, পদ, মর্যাদা | ১৬:৯৪ | ৮ | ৩৭ |
| | قَدِمْ [v] | অগ্রসর / সামনে এগিয়ে যাওয়া | ২৫:২৩ | ২ | |
| | قَدَّمَ [v]<br>قَدَّمَتْ (স্ত্রী-বাচক) | সামনে পাঠানো, পুর্বে প্রেরণ করা | ২:৯৫<br>৭৫:১৩ | ২৭ | |
| **জিহাদ**<br>**মুজাহিদ** | جُهْدَ جِهَاد [n] | জিহাদ, লড়াই, যুদ্ধ, চেষ্টা | ২৫:৫২ | ৪+১ | ৩৬ |
| | جَاهَدَ جَٰهَدَ [v] | লড়াই করা, যুদ্ধ করা, চেষ্টা করা | ৩১:১৫ | ২৭ | |
| | مُجَاهِدُونَ | মুজাহিদ, জিহাদ করে যে | ৪৭:৩১ | ৪ | |
| **আম্মা** | أُمّ [n] | আম্মা, জননী, ভিত্তি | ৬:৯২<br>৮০:৩৫ | ৩৫ | ৩৫ |
| **শরাব > পানীয়**<br>**[শরবত ?]** | شَرَابٌ [n] | শরাব, পানীয় | ১৬:৬৯ | ১১ | ৩৫ |
| | شَرِبَ [v] | পান করা | | ১৫ | |
| | شَّارِبِينَ (বহুবচন) | পানকারীরা | ৫৬:৫৪ | ৫ | |
| | شِرْبٌ<br>شُرْبَ | পান করার পালা<br>পান করার মত | ২৬:১৫৫<br>৫৬:৫৫ | ৩<br>১ | |
| **কায়দা > কৌশল** | كَيْد [n]<br>كِيدُ [v] | কায়দা, কৌশল, ফন্দি আটা, ষড়যন্ত্র, ছলনা | ৪:৭৬<br>৮৬:১৬ | ২৬<br>৮ | ৩৪ |
| **গাফেল**<br>**গাফিলতি** | غَٰفِل [adj] | গাফেল, বেখবর, উদাসীন, অসতর্ক | ২:৭৪<br>১২:১৩ | ২৭ | ৩২ |
| | غَفْلَةٍ [n] | উদাসীনতা, গাফিলতি, অসতর্কতা | ১৯:৩৯ | ৫ | |
| **মুনাফিক** | مُنَٰفِقُون<br>مُنَٰفِقَات (স্ত্রী-বাচক) | মুনাফিক | ৪:৬১<br>৯:৬৭ | ২৭<br>৫ | ৩২ |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| **আরশ** | عَرْش | আরশ, আসন | ৮৫:১৫ | ২৯ | ২৯ |
| **হাদিস** | حَدِيث | হাদিস, গল্প, কথা | ৮৫:১৭ | ২৮ | ২৮ |
| **মাগফিরাত** | مَّغْفِرَة | মাগফিরাত, মাফ, ক্ষমা | ৬৭:১২ | ২৮ | ২৮ |
| **বাতিল** | بَاطِل بُطِل | বাতিল, মিথ্যা | ১৭:৮১ | ২৬ | ২৬ |
| **মিসকিন** | مَسَاكِين مِسْكِين | মিসকিন, গরীব, দরিদ্র | ১০৭:৩ | ২৩ | ২৩ |
| **এতিম** | يَتِيم | এতিম, অনাথ | ৯০:১৫ | ২৩ | ২৩ |
| **রূহ** | رُوح | রূহ, (ওহী / জিবরাইল আঃ), আত্মা | ৪০:১৫ | ২১ | ২১ |
| **সুন্নাত** | سُنَّة | সুন্নাত, রীতি, বিধান | ১৫:১৩ | ১৬ | ১৬ |
| **মিল্লাত > ধর্ম** | مِلَّة | মিল্লাত, ধর্ম, দীন, আদর্শ, পন্থা | ২২:৭৮ | ১৫ | ১৫ |
| **সওয়াব** | ثَوَاب | সওয়াব, পুরস্কার, প্রতিদান | ৪:১৩৪ | ১৩ | ১৩ |
| **তরিকা > পথ** | طَرِيقَة طَرِيق | তরিকা, পথ | ৪:১৬৯ | ৪+৫ | ৯ |
| **আযান মুয়াজ্জিন** | أَذَان [n] | আযান, ঘোষণা | ৯:৩ | ১ | ৮ |
| | تَأَذَّنَ أَذَّنَ [v] | ঘোষণা দেয়া | ১২:৭০ | ৩+২ | |
| | مُؤَذِّنٌ | মুয়াজ্জিন, ঘোষণাকারী, ঘোষক | ৭:৪৪ | ২ | |
| **খতম > শেষ** | خَاتَم [n] | খতম, শেষ | ৩৩:৪০ | ১ | ৬ |
| | خَتَمَ [v] | খতম / শেষ করা, সিল মেরে দেয়া | ৪৫:২৩ | ৫ | |
| **কসম > শপথ** | قَسَم [n] | কসম, শপথ | ৮৯:৫ | ২ | ২৪ |
| | أَقْسَمُوا قَاسَمَ [v] | কসম / শপথ করা | ৬৮:১৭ | ২০+২ | |
| **কিসমত** | قِسْمَة [n] | কিসমত, ভাগ, বন্টন | ৫৩:২২ | ৩ | ৩ |
| **নসিহত > উপদেশ** | نَصَحُ [v] | সদুপদেশ দেয়া, | ৭:৯৩ | ৫ | ১১ |
| | نَاصِحٌ [n] | সদুপদেশকারী, হিতাকাঙ্ক্ষী | ৭:৬৮ | ৬ | |
| **কলম** | قَلَم [n] | কলম | ৬৮:১ | ৪ | ৪ |
| **ওজর > অজুহাত** | عُذْرً [n] | ওজর, অজুহাত, কারণ<br>[যেমন আমরা বলি 'ওজর-আপত্তি'] | ৭৭:৬ | ২ | ২ |
| | | | | | |
| | | | | | |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | |

এই পর্যন্ত আমাদের অগ্রগতি .....

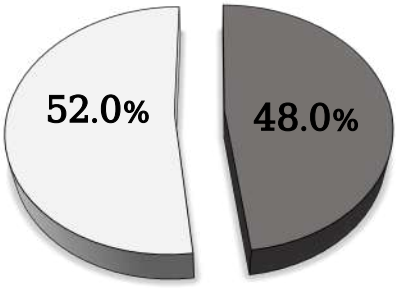


এই অধ্যায়ে নতুন যে শব্দগুলো শিখলাম

তা কুরআনের মোট কতটি শব্দ = ৯৬৯৬ টি

কুরআনের মোট কতটি শব্দ শিখলাম = ৩৭১২৯ টি

কুরআনের মোট কত % শব্দ শিখলাম = ৪৮.০ %

# ৬। আল-কুরআনের আরও কিছু শব্দ

আরবি শব্দগুলোকে তিন ভাগে ভাগ করা যায়। বিশেষ্য / নামবাচক শব্দ (noun), ক্রিয়াবাচক শব্দ (verb) এবং বাকী গুলো প্রধানত অব্যয় (prepositions)। এই অধ্যায়ে আমরা আল-কুরআনের কিছু বহুল ব্যবহৃত নামবাচক শব্দ (proper noun), নির্দেশক সর্বনাম (demostrative pronoun) এবং অব্যয় (আরবিতে যাকে বলে ‘হারফ্ জার’) দেখবো।

## ৬.১ নামবাচক শব্দ

আল-কুরআনে অনেক ব্যক্তি বা বস্তুর নামের উল্লেখ (নামবাচক বিশেষ্য / proper noun) আছে যেগুলো বাংলায় উচ্চারণও একই। যেমন, “আল্লাহ্” নামটি কুরআনে সর্বাধিক ২৬৯৯ বার এসেছে। অন্যান্য যে নামগুলো এসেছে তার বেশির ভাগই নবী রসূলগণের নাম। বহুল ব্যবহৃত (৪ বা তার বেশি) এরকম ৩৪টি শব্দ নিচের ছকে দেয়া হলো। চলুন শব্দগুলোর আরবি বানান ভালো করে লক্ষ্য করি; যাতে কুরআন পড়ার সময় এগুলোকে চিনতে পারি।

| শব্দ | অর্থ | কুরআনে কতবার এসেছে | শব্দ | অর্থ | কুরআনে কতবার এসেছে |
|---|---|---|---|---|---|
| أَللهُ | আল্লাহ্ | ২৬৯৯ | | | |
| | | নবী ও রসূল | | | |
| مُوسَى | মূসা (আঃ) | ১৩৬ | إِبْرَاهِيم | ইবরাহিম (আঃ) | ৬৯ |
| نُوح | নূহ (আঃ) | ৪৩ | يُوسُفَ | ইউসুফ (আঃ) | ৩১ |
| لُوطَ | লূত (আঃ) | ২৭ | آدَم | আদম (আঃ) | ২৫ |
| عِيسَى | ঈসা (আঃ) | ২৫ | هَارُونَ | হারুন (আঃ) | ২০ |
| إِسْحَاق | ইসহাক (আঃ) | ১৭ | سُلَيْمَانَ | সুলাইমান (আঃ) | ১৭ |
| يَعْقُوبَ | ইয়াকুব (আঃ) | ১৬ | إِسْمَاعِيل | ইসমাইল (আঃ) | ১২ |
| شُعَيْب | শোয়াইব (আঃ) | ১১ | صَٰلِح | সালেহ্ (আঃ) | ৯ |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| زَكَرِيَّا | যাকারিয়া (আঃ) | ৭ | يَحْيَىٰ | ইয়াহ্ইয়া (আঃ) | ৫ |
| أَيُّوبَ | আইয়ুব (আঃ) | ৪ | مُحَمَّدٌ | মুহাম্মদ (সাঃ) | ৪ |
| **অন্যান্য ব্যক্তিত্ব** | | | | | |
| فِرْعَوْنَ | ফিরাউন, মূসা (আঃ) এর সময়ে অত্যাচারী শাসক | ৭৪ | مَرْيَمَ | মারিয়াম, ঈসা (আঃ) এর মাতা | ৩৪ |
| إِبْلِيس | ইবলিশ | ১১ | مَسِيح | মসীহ, ঈসা (আঃ) এর বিশেষ উপাধি | ১১ |
| هَامَانُ | হামান (নবী মুসা আঃ এর সময়কালে ফিরাউনের সহচর ছিলেন) | ৬ | قَارُونَ | কারুণ (কারুণ ছিল মুসা আঃ এর যুগের একজন ধনবান ব্যাক্তি) | ৪ |
| **আসমানী কিতাব** | | | | | |
| قُرْءَان | কুরআন | ৭০ | تَوْرَاة | তাওরাত, হযরত মূসা (আঃ) এর নিকট অবতীর্ন আসমানী কিতাব | ১৮ |
| إِنجِيل | ইঞ্জিল , হযরত ঈসা (আঃ) এর নিকট নাযিলকৃত আসমানী কিতাব | ১২ | زُبُر | যুবুর, হযরত দাউদ (আঃ) এর নিকট নাযিলকৃত আসমানী কিতাব | ৭ |
| **অন্যান্য** | | | | | |
| إِسْرَائِيل | ইসরাইল | ৪৩ | مِصْر | মিশর (Egypt) | ৫ |
| جِنّ<br>جِنَّة<br>جَآنّ | জীন (আগুনের তৈরী আল্লাহ্র সৃষ্ট এক জাতি) | ৩৯ | مَدْيَنَ | মাদিয়ান, বর্তমান পূর্ব জর্দানের কাছে যেখানে হযরত মূসা (আঃ) হিযরত করেছিলেন | ১০ |
| يَهُود | ইয়াহুদী (Jews) | ৯ | | | |

এবার চলুন আল-কুরআন থেকে কিছু উদাহরণ দেখি । সূরা আন্'আ-ম এর ৮৪-৮৬ নং আয়াতে ১৭ জন নবী ও রসূলের নাম উল্লেখ আছে যা নিচে দেয়া হলো ।

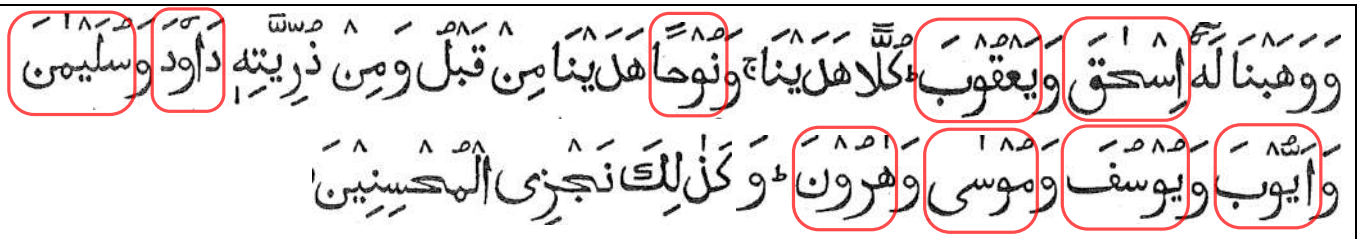

আর আমি তাঁকে (ইব্রাহীম আঃ কে) **ইসহাক** এবং **ইয়াকুব** দিয়েছি। প্রত্যেককেই আমি পথ প্রদর্শন করেছি এবং পূর্বে আমি **নূহ**কে পথ প্রদর্শন করেছি - তাঁর বংশে **দাউদ, সুলাইমান, আইয়ুব, মূসা ও হারুন**কে। এমনিভাবে আমি সৎকর্মীদেরকে প্রতিদান দিয়ে থাকি। [ আন্'আ-ম ৬:৮৪ ]

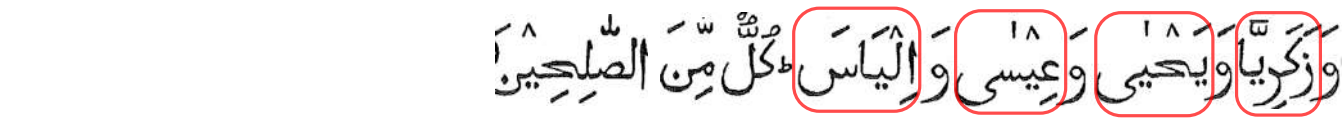

আর, যাকারিয়া, ইয়াহ্ইয়া, ঈসা এবং ইলিয়াসকে। তাঁরা প্রত্যেকেই ছিলেন সৎকর্মশীল। [ আন্'আ-ম ৬:৮৫ ]

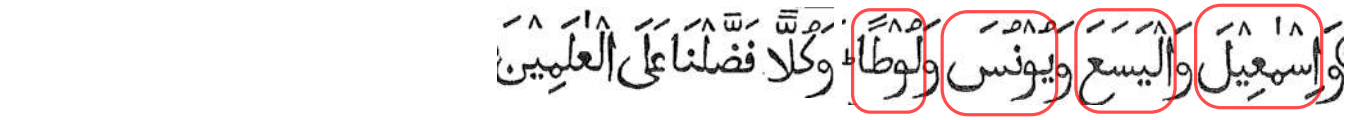

এবং, ইসমাইল, আল-ইয়াসা, ইউনুস ও লুতকেও; প্রত্যেককেই আমি সারা বিশ্বের উপর গৌরবান্বিত করেছি। [ আন্'আ-ম ৬:৮৬ ]

## ৬.২ নির্দেশক সর্বনাম

পরের অধ্যায়ে আমরা সম্মন্ধ-বাচক সর্বনাম (আমি, তুমি, সে) এর বচন ও লিঙ্গ ভেদে বিভিন্ন রূপ দেখবো। এখানে দেখবো বচন ও লিঙ্গ ভেদে নির্দেশক সর্বনামগুলোর (demostrative pronoun) বিভিন্ন রূপ যা কুরআনে মোট প্রায় ২৫০০ এরও বেশি স্থানে ব্যবহার হয়েছে। তবে, এখানে শুধু একবচন ও বহুবচনের (দুইয়ের অধিক) রূপগুলো দেয়া হলো। তবে দ্বিবচনের রূপগুলো দেয়া হয়নি; কারণ, এগুলোর সব কুরআনে ব্যবহার হয়নি।

## নির্দেশক সর্বনাম

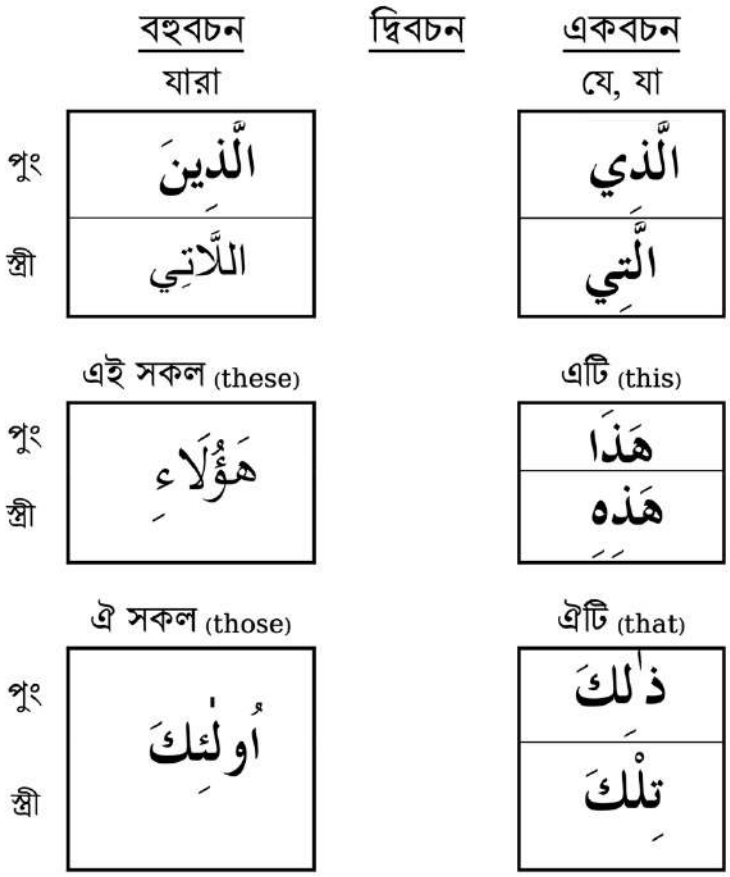


## ৬.৩ অব্যয়

মনে রাখার সুবিধার জন্য এখানে আরবি অব্যয়গুলোকে বিভিন্ন গ্রুপে ভাগ করে কয়েকটি ছকে দেয়া হলো । যেমন, স্থান-বাচক, সময়-বাচক, প্রশ্নবোধক, না-বোধক অব্যয় ইত্যাদি । অর্থগত ও ধরণগত কারণে কিছু শব্দ একাধিক ছকে দেয়া হলো । ছকগুলোতে লক্ষ্য করুন - ১) অব্যয়গুলোর অর্থের সাথে সাথে আল-কুরআনে এগুলোর ব্যবহারের সংখ্যা উল্লেখ করা হয়েছে ২) যে অব্যয়গুলো আল-কুরআনে বেশি ব্যবহার হয়েছে সেগুলো মোটা বর্ডার দিয়ে হাইলাইট করা হয়েছে যাতে এগুলো বেশি গুরুত্ব দিয়ে মনে রাখতে পারি ৩) কিছু অব্যয়ের কুরআনে ব্যবহারের সংখ্যা উল্লেখ করা হয়নি; কারণ, হয় এগুলো স্বতন্ত্র শব্দ হিসাবে গণনা করা হয়নি, নতুবা এগুলো যৌগিক অব্যয় ৪) একই অর্থ হওয়ার কারণে কিছু ঘরে একাধিক আরবি শব্দ স্থান দেয়া হয়েছে (এগুলোকে আরবির মত ডান থেকে বামে পড়তে হবে) ।

নিচের ছকে স্থান-বাচক অব্যয়গুলো মনে রাখার সুবিধার জন্য ১টি বৃত্তের ভিতর, বাইরে, ডানে, বামে অবস্থানগত ভাবে সাজানো হলো ।

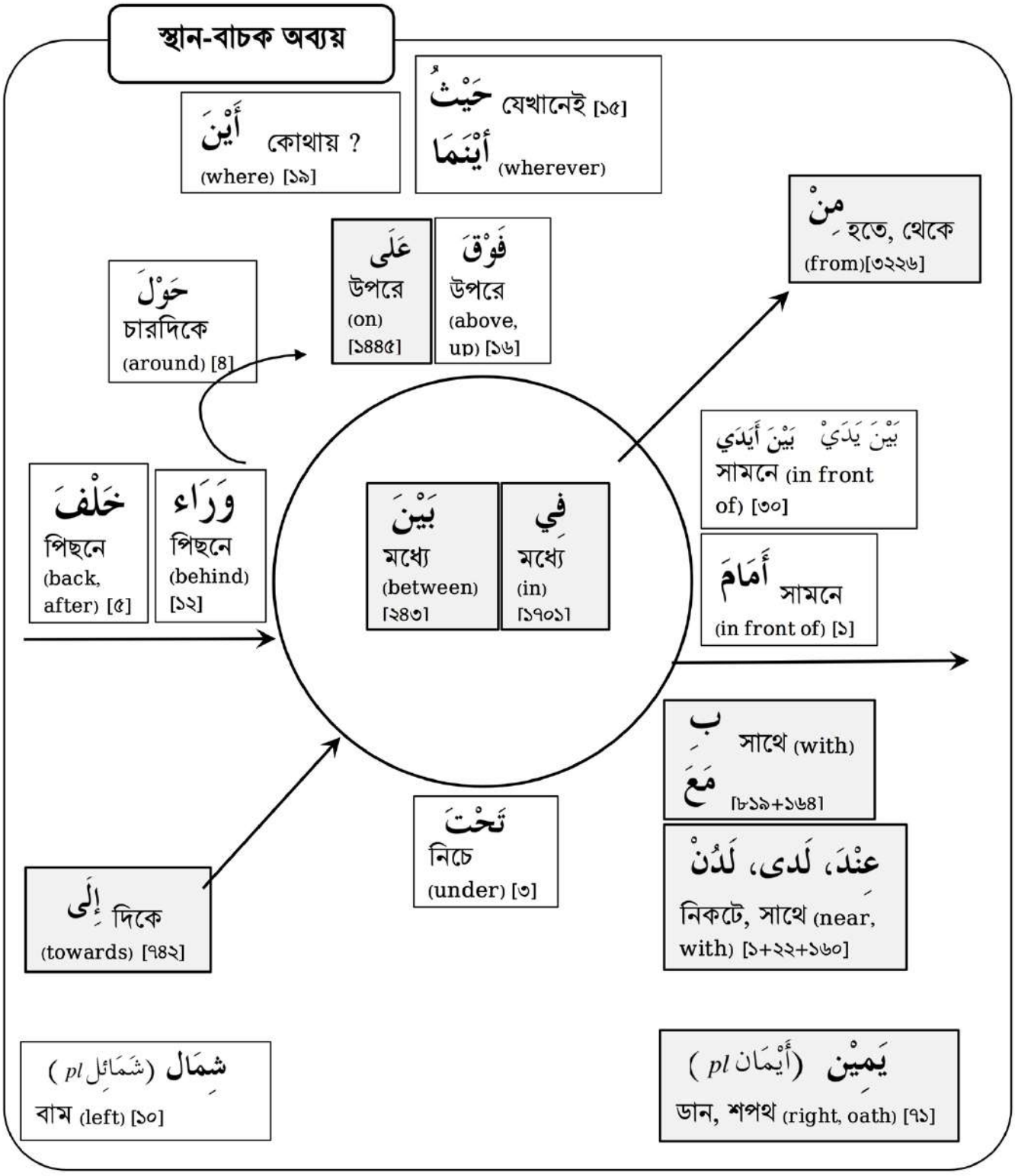

স্থান-বাচক অব্যয়
أَيْنَ কোথায় ?
(where) [১৯]
حَيْثُ যেখানেই [১৫]
أَيْنَمَا (wherever)
مِنْ হতে, থেকে
(from)[৩২২৬]
عَلَى
উপরে
(on)
[১৪৪৫]
فَوْقَ
উপরে
(above, up) [১৬]
حَوْلَ
চারদিকে
(around) [8]
بَيْنَ يَدَيْ بَيْنَ أَيْدَي
সামনে (in front of) [৩০]
خَلْفَ
পিছনে
(back, after) [৫]
وَرَاء
পিছনে
(behind) [১২]
بَيْنَ
মধ্যে
(between)
[২৪৩]
فِي
মধ্যে
(in)
[১৭০১]
أَمَامَ সামনে
(in front of) [১]
بِ সাথে (with)
مَعَ [৮১৯+১৬৪]
تَحْتَ
নিচে
(under) [৩]
عِنْدَ، لَدى، لَدُنْ
নিকটে, সাথে (near, with) [১+২২+১৬০]
إِلَى দিকে
(towards) [৭৪২]
شِمَال (شَمَائِل pl)
বাম (left) [১০]
يَمِيْن (أَيْمَان pl)
ডান, শপথ (right, oath) [৭১]

## সময়-বাচক অব্যয়

مَتَى কখন ? (when) [৯]

إِذْ যখন (অতীত কাল) [২৩৯]

إِذَا যখন (ভবিষ্যৎ কাল) [৪৫৪]

فَ তখন, অতঃপর

ثُمَّ (then, therefore) [ , ৩৩৮]

كُلَّمَا যখনই (whenever)

لَمَّا যখন (when) [১৫৬]

حَتَّى পর্যন্ত, যতক্ষণ না (until) [১৪২]

قَبْلَ পূর্বে, আগে (before) [২৪২]

حِينَ সময়, কাল (time, period, at the time) [8]

بَعْدَ পরে (after) [১৯৯]

## প্রশ্নবোধক অব্যয়

| | | | |
|---|---|---|---|
| مَا | কী? (what) [২১৭৭ , ] | أَيْنَ | কোথায়? (where) [১৯] |
| مَاذَا | | أَنَّى | কোথায়, কোথা থেকে? কিভাবে [২৮] |
| لِمَ، لِمَاذَا | কী জন্য, কেন? (why) | مَتَى | কখন?(when) [৯] |
| أَ، هَل | তাই কি? [ , ৯৩] | كَيْفَ | কেমন? (how) [৮৩] |
| مَنْ | কে? যে/যিনি (who) [৮২৪] | كَمْ | কত?(how many) [২১] |
| أَيٌّ | কে, কোন, কোনটি (which) [৬০] | | |

## না-বোধক অব্যয়

| | | | |
|---|---|---|---|
| لَا ، مَا | না, নয়, নেই [২৩২৩, ২১৭৭] | لَيْسَ (لَيْسَتْ *fg*) | না, নয় (not) [৮৯] |
| لَنْ | ভবিষ্যতে না অর্থে (not) [১০৪] | كَلَّا | কখনই না (never) [৩৩] |
| لَمْ | অতীতে না অর্থে (not) [৩৫৩] | إِلَّا ، غَيْر ، دُونَ | ব্যতীত, ছাড়া (except, besides) [৬৬৩ , ১৪৭, ১৪৪] |

নিচের ছকে বাম পাশের কলামে কিছু অব্যয় দেয়া হলো এবং এগুলোর সাথে 'মা-' (যে/যা) যুক্ত হয়ে যে শব্দগুলো তৈরি হয় তা ডান পাশের কলামে দেয়া হলো ।

| অব্যয় | | مَا + অব্যয় | |
|---|---|---|---|
| بِ | সাথে, সহ, হতে, দ্বারা (with, in, from) [৮১৯] | بِمَا | যা দ্বারা (with what) |
| فِي | মধ্যে (in) [১৭০১] | فِيمَا | যে বিষয়ে (in what) |
| عَنْ | সম্পর্কে (about) [৪৬৫] | عَمَّا | যে সম্পর্কে, যে বিষয়ে (about what) |
| كَ | যেমন, মত (as, like) | كَمَا | যার মত, যেরূপ (as, just as) |
| كَأَنَّ | যেন (as if) | كَأَنَّمَا | যেন (as if) [২৯] |
| لِ، لَ | জন্য (for) [৩৮৩৮*] | لِمَا | যেজন্য, যে কারণে (for what), কী জন্য, কেন? (why) |
| مِنْ | হতে, থেকে (from) [৩২২৬] | مِمَّا | যা হতে (out of what) |
| | | إِنَّمَا | মূলত (varily) |

## আরো অব্যয় ও অন্যান্য

| | | | |
|---|---|---|---|
| إِنَّ ، لَ ، قَدْ | নিশ্চয়ই [১৬৮২, ১৪০৭, ৪০৬] | وَ | এবং, শপথ/কসম (and, oath) |
| أَنْ ، أَنَّ ، أَنَّمَا | যে (that) [৬২৫, ৩৬২, ] | تَ | শপথ/কসম (and, oath) |
| إِنْ ، لَوْ | যদি (if) [৬৯৭ , ২০০] | اَوْ ، اَمْ | অথবা, কিংবা (or) [১৩৭, ২৮০] |
| لَوْ لَا | যদি না, কেন নয় | بَل | বরং (however, but, rather) [১২৭] |
| لكِنَّ (لكِنْ) | কিন্তু, যাহোক (but, however) [১৩০] | يَا ، يَاأَيُّهَا | হে (O!) [ , ১৫৩] |
| لَعَلَّ ، عَسَى | সম্ভবত, হয়তো (may be, possibly) [১২৯ , ৩০] | إِيَّا | কেবলমাত্র (alone) [২৪] |
| إِمَّا | হয়...না হয়.. (if, either/or) [২৩] | أَلَّا (أَنْ+لَا) | যে ... না |
| أَمَّا | সম্বন্ধে (as to, as for) [৫৫] | إِنْ ... إِلَّا | এ ছাড়া কিছুই নয় |
| نَعَمْ ، بَلَى | হাঁ (yes) [8, ২২] | مَا... إِلَّا | |

আলহামদুলিল্লাহ্ , এই পর্যন্ত আমাদের অগ্রগতি .....

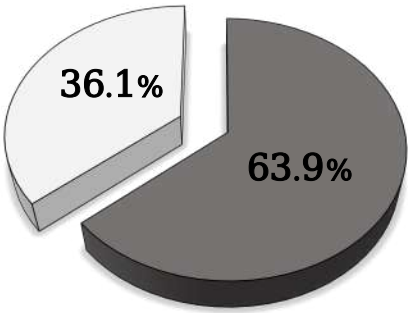


এই অধ্যায়ে নতুন যে শব্দগুলো শিখলাম

তা কুরআনের মোট কতটি শব্দ = ১২৩১৪ টি

কুরআনের মোট কতটি শব্দ শিখলাম = ৪৯৪৪৩ টি

কুরআনের মোট কত % শব্দ শিখলাম = ৬৩.৯ %

# ৭। আরবি ব্যাকরণের সহজ পাঠ

ব্যাকরণ হচ্ছে ভাষার মেরুদণ্ড । ভাষাকে সুদৃঢ়, সুসংহত করতে, একে সুশৃঙ্খল নিয়মের মধ্যে বাঁধতে হয় । আর এই নিয়মগুলোই হলো ব্যাকরণ । তাই কোন ভাষায় দক্ষতা অর্জন করতে হলে সেই ভাষার ব্যাকরণেও দক্ষ হতে হয় । আল-কুরআনের ভাষা আরবি । অতএব, কুরআনকে ভালোভাবে বুঝে পড়তে হলে কুরআনের শব্দগুলোর সাথে পরিচয়ের পাশাপাশি আমাদের আরবি ভাষার ব্যাকরণও জানতে হবে । অন্যান্য ভাষার মত আরবি ভাষারও একটি সুশৃঙ্খল ব্যাকরণ আছে । তবে, যেমনটা ২য় অধ্যায়ে উল্লেখ করা হয়েছে যে অন্যান্য ভাষার তুলনায় আরবি ভাষার ব্যাকরণ অনেক বেশি সমৃদ্ধ ও সুশৃঙ্খল । যাই হোক, বাংলা ব্যাকরণের সাথে আরবি ব্যাকরণের কিছু মৌলিক পার্থক্য আছে । যেমন, আরবি ভাষায় বচন তিন প্রকারঃ একবচন, দ্বিবচন এবং বহুবচন (দুইজনের বেশি) । কিন্তু বাংলা ভাষায় দ্বিবচনের কোন ধারনা নেই । আরবি ভাষায় সর্বনামের পুরুষবাচক এবং স্ত্রীবাচক শব্দ (ইংরেজী he/she এর মত) আছে যা বাংলাতে নেই । আরবিতে কাল মাত্র দুটি; অতীত কাল (যা ইতোমধ্যেই শেষ হয়ে গেছে বা ঘটে গেছে) এবং বর্তমান-ভবিষ্যৎ কাল (যা এখনও শেষ হয়নি, চলছে বা চলবে) । এই পার্থক্যগুলোর কারণে আসলে আল-কুরআনকে সঠিকভাবে বাংলায় অনুবাদ করা যায় না । তাই, আল-কুরআনকে সঠিকভাবে বুঝতে হলে আমাদের আরবি ব্যাকরণের নিয়মগুলো জানতে হবে । এই অধ্যায়ে আমরা আরবি ব্যাকরণের বেশি দরকারি কিছু নিয়ম জানব, ইংশা-আল্লাহ । সহজভাবে বুঝার জন্য এবং সহজে মনে রাখার জন্য এই নিয়মগুলো কয়েকটি রঙিন ছকের মাধ্যমে একটা সাধারণ ফরমেটে (চিত্র-৭.১) উপস্থাপন করা হলো । শুদ্ধভাবে কুরআন বুঝতে এই ছকগুলো মুখস্ত করার কোন বিকল্প নেই । এই অধ্যায়ে ইচ্ছে করেই আরবি grammatical term গুলো উল্লেখ না করে (তবে ফুটনটে দেয়া হলো) বাংলা ও ইংরেজিতে যেগুলোর সাথে আমরা পরিচিত তা উল্লেখ করা হলো । কারণ আরবি gramatical term গুলোর নাম মনে রাখার থেকে আমাদের নিয়মগুলো মনে রাখাই বেশি দরকার ।

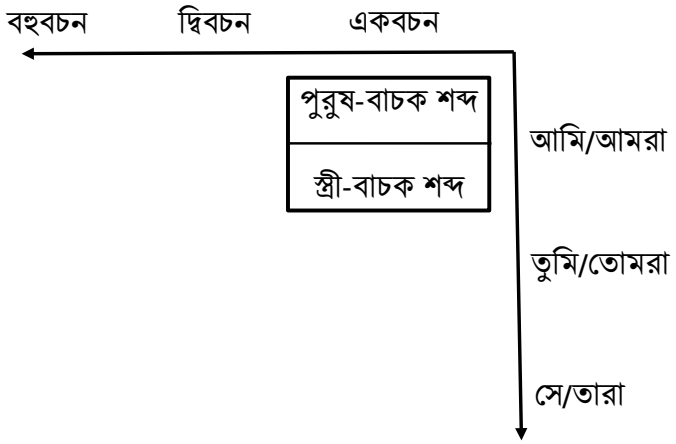


চিত্র ৭.১ এই অধ্যায়ে ব্যাকরণের নিয়মগুলো যে সাধারণ ফরমেটে সাজানো হল

এই অধ্যায়ে যা জানবো -

# আরবিতে কয় ধরনের বচন, সর্বনাম ও ক্রিয়ার কাল আছে ?
# বচন, লিঙ্গ ও কাল ভেদে শব্দ কিভাবে পরিবর্তিত হয় ?
# আরবি শব্দের শেষ বর্ণে যুক্ত স্বরকার দেখে কারক-বিভক্তি সহ আর কী কী বুঝি ?

## ৭.১ বচন

আমরা জানি আরবি ব্যাকরণে বচন তিন প্রকারঃ একবচন, দ্বিবচন এবং বহুবচন (দুইয়ের বেশি) । বহুবচন আবার দুই ধরনের; সুগঠিত বহুবচন (Sound Plural) এবং ভঞ্জুর বহুবচন (Broken Plural) । সুগঠিত বহুবচন হচ্ছে শব্দকে বহুবচন করার সময় শব্দের মূলের বর্ণগুলোর অবস্থান পরিবর্তন হয় না । আর ভঞ্জুর বহুবচন এ শব্দমূলের বর্ণগুলোর অবস্থান পরিবর্তন হয় । মূল বর্ণের মাঝে, আগে বা পরে অন্য বর্ণ বসে শব্দকে বহুবচন করতে হয় । ছক-৭.১ এ ১টি ব্যক্তি; হা-মিদ **(প্রশংসাকারী)** এর লিঙ্গ ও বচন ভেদে কিভাবে পরিবর্তিত হয় তা দেয়া হল । মূলত, শব্দের শেষে বিভিন্ন বর্ণ যুক্ত হয়ে সুগঠিত বহুবচন তৈরি হয় । এগুলোর গঠনগুলো মনে রাখতে পারলে আমরা অন্যান্য ব্যক্তি/বস্তুর ক্ষেত্রেও পারব ইনশা-আল্লাহ্ । ছক-৭.২ এ ভঞ্জুর বহুবচনের কয়েকটি উদাহরণ দেয়া হলো (আল-কুরআনের আয়াত নং সহ) ।

***ছক ৭.১ ব্যক্তি/বস্তু (object) এর বচন ভেদে বিভিন্ন রূপ***

| | বহুবচন | দ্বিবচন | একবচন | |
|---|---|---|---|---|
| পুং | ـُونَ / ـِينَ | ـَانِ / ـَيْنِ | ـٌ * | শব্দের শেষে যুক্ত বর্ণ |
| স্ত্রী | اتٌ | | তানবীন | |
| পুং | حَامِدُ وْنَ   حَامِدِ يْنَ | حَامِدَ انِ   حَامِدَ يْنِ | حَامِدُ نْ | হা-মিদ = প্রশংসাকারী |
| স্ত্রী | حَامِد اتٌ<br>প্রশংসাকারীগণ | حَامِدَ تَانِ   حَامِدَ تَيْنِ<br>**দুজন** প্রশংসাকারী | حَامِدَ تٌنْ<br>প্রশংসাকারী | |

*শব্দের আগে "আল"(=এই, নির্দিস্ট-বাচক) থাকলে শব্দের শেষে নুন (ن) হয় না অর্থাৎ তানবীন হবে না । যেমনঃ হামি**দুন** (প্রশংসাকারী), আল-হামি**দু** (এই প্রশংসাকারী)

إِنَّ الْمُسْلِمِينَ وَالْمُسْلِمَاتِ وَالْمُؤْمِنِينَ وَالْمُؤْمِنَاتِ وَالْقَانِتِينَ وَالْقَانِتَاتِ

নিশ্চয়ই মুসলিম পুরুষ ও মুসলিম নারীদের, মু'মিন পুরুষ ও মু'মিন নারীদের, অনুগত পুরুষ ও অনুগত নারীদের ... (৩৩:৩৫)

***ছক-৭.২ ভঙ্গুর বহুবচনের কয়েকটি উদাহরণ***

| একবচন | ভঙ্গুর বহুবচন ( Broken Plural ) |
|---|---|
| Hizb [حِزب]<br>দল (৫৮:২২) | AhzAAb [اَحزَاب]<br>দলগুলো (৩৮:১১) |
| Sahb [صَحب]<br>সঙ্গী / সাথী | As-hAAb [اصحَاب]<br>সঙ্গীরা / সাথীরা (১৫:৭৮) |
| Shaheedun [ شَهِيد]<br>স্বাক্ষী (৫০:২১) | ShUhadAA' [ شُهَدَا]<br>স্বাক্ষীরা (২৪:১৩) |
| Kitaab [ كِتَاب]<br>বই (৮৩:৯) | kUtUbUn [ كُتُبٌ]<br>বইগুলো (৯৮:৩) |
| Qalam = Pen [ قَلَم]<br>কলম (৯৬:৪) | aQlaamun [ اقلَام]<br>কলমগুলো (৩১:২৭) |

## ৭.২ সর্বনাম[1]

আল-কুরআনে কোন বিষয়ে কে, কাকে, কার সম্পর্কে বলা হচ্ছে তা সঠিক ভাবে বুঝার জন্য আমাদের আরবি এই সর্বনাম (pronoun) গুলো মনে রাখতে হবে । এগুলো স্বাধীন ভাবে থাকে (মুক্ত সর্বনাম) বা শব্দের শেষে যুক্ত (যুক্ত সর্বনাম) ভাবে থাকে । যুক্ত সর্বনাম যদি বিশেষ্য (noun) এর সাথে যুক্ত থাকে তাহলে অধিকার (possesions) বুঝায়; যেমন আমার, তোমার, তার, তাদের । যেমনঃ

[1] দমীর ضَمِيْرٌ

رَبَّهُمْ (রব্বাহুম) = তাদের (পুং) রব (noun) [১০০:১১]

আর যদি ক্রিয়া (verb) এর সাথে যুক্ত থাকে তাহলে কর্ম (object) বুঝায়; যেমন আমাকে, তোমাকে, তাকে, তাদেরকে । চলুন ১টি উদাহরণ দেখিঃ

آتَاهُمْ (আ-তা-হুম) = তাদেরকে (পুং) দিবেন (verb) [৫১:১৬]

এবার চলুন আল-কুরআন থেকে আরো কিছু উদাহরণ দেখিঃ

رَبُّكَ (রব্বুকা) = তোমার (পুং) রব [১০৫:১]
رَبِّكِ (রব্বিকি) = তোমার (স্ত্রী) রবের [৮৯:২৮]
رَبَّهُ (রব্বাহু) = তার (পুং) রব [৯৮:৮]
رَبِّي (রব্বী) = আমার রব [৮৯:১৬]
لِرَبِّهَا (লিরব্বিহা-) = তার (স্ত্রী) রবের জন্য [৮৪:৫]
رَبُّكُمُ (রব্বুকুম) = তোমাদের (পুং) রব [৭৯:২৪]
رَبِّنَا (রব্বিনা-) = আমাদের রবের [৭৬:১০]
رَبِّكُمَا (রব্বিকুমা-) = তোমাদের উভয়ের (দ্বিবচন) রবের [৫৫:৭৭]

নিচের ছকে লক্ষ্য করুনঃ
# প্রতিটি মোটা দাগের ঘরে উপরের সারিতে পুরুষ-বাচক এবং নিচের সারিতে স্ত্রী-বাচক সর্বনাম । বামের কলামে যুক্ত সর্বনাম যা শব্দের শেষে যুক্ত থাকে এবং ডানের কলামে মুক্ত সর্বনামগুলো রাখা হয়েছে ।
# উত্তম পুরুষ (1st person) যেমন 'আমি', 'আমরা', 'আমার', বা 'আমাদের' এর দ্বিবচন নেই এবং পুরুষ বা স্ত্রী বাচক কোন পার্থক্য নেই ।
# মধ্যম পুরুষ (2nd person) যেমন 'তুমি', 'তোমার' এবং নামপুরুষ (3rd person) যেমন 'সে', 'তার' এগুলোর দ্বিবচনের জন্য পুরুষ বা স্ত্রী বাচক কোন পার্থক্য নেই ।

## *ছক-৭.৩ আরবি সর্বনাম*

| | বহুবচন | | দ্বিবচন | | একবচন | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | যুক্ত সর্বনাম | মুক্ত সর্বনাম | যুক্ত সর্বনাম | মুক্ত সর্বনাম | যুক্ত সর্বনাম | মুক্ত সর্বনাম |
| পুং/ স্ত্রী | نَا__<br>আমাদের / আমাদেরকে | نَحْنُ<br>আমরা | | | يْ__<br>আমার<br>نِي__<br>আমাকে | أَنَا<br>আমি |
| | তোমাদের / তোমাদেরকে | তোমরা | তোমাদের / তোমাদেরকে | তোমরা | তোমার / তোমাকে | তুমি |
| পুং | كُمْ__ | أَنْتُم | كُمَا__ | أَنْتُمَا | كَ__ | أَنْتَ |
| স্ত্রী | كُنَّ__ | أَنْتُنَّ | | | كِ__ | أَنْتِ |
| | তাদের / তাদেরকে | তারা | তাদের / তাদেরকে | তারা | তার / তাকে | সে |
| পুং | هُمْ__ | هُمْ | هُمَا__ | هُمَا | هُ__ | هُوَ |
| স্ত্রী | هُنَّ__ | هُنَّ | | | هَا__ | هِيَ |

ছক-৭.৩ দেয়া সর্বনামগুলোর কিছু পরিবর্তিত রূপও আল-কুরআনে মাঝে মাঝে ব্যাবহার হয়েছে। যেমন ‘হু’ (তার) এর পরিবর্তে ‘হি’ কিংবা ‘হুম’ (তাদের) এর পরিবর্তে ‘হিম’ ব্যাবহার হয়েছে। ‘আংতুম’ (তোমরা) সংক্ষিপ্তে ‘তুম’ (তোমরা) লেখা হয়েছে। যাহোক, চলুন কুরআন থেকে সর্বনামের কিছু উদাহরণ দেখি।

| |
|---|
| وَلَآ أَنَا۠ عَابِدٌ مَّا عَبَدتُّمْ ۝ وَلَآ أَنتُمْ عَٰبِدُونَ مَآ أَعْبُدُ<br>এবং আমি ইবাদতকারী নই যার ইবাদত তোমরা কর । এবং তোমরা তাঁর ইবাদতকারী নও যার ইবাদত আমি করি । (১০৯:৪-৫) |
| فَكَذَّبُوهُ فَعَقَرُوهَا ۖ فَدَمْدَمَ عَلَيْهِمْ رَبُّهُم بِذَنۢبِهِمْ فَسَوَّىٰهَا<br>কিন্তু তারা তাকে অস্বীকার করল অতঃপর তারা তাকে (উটনি) হত্যা করল । সুতরাং তাদের পাপের কারণে তাদের রব তাদেরকে সমূলে ধ্বংস করলেন, অতঃপর তাদেরকে ভূমিসাৎ করে ফেললেন । (৯১:১৪) |

## ৭.৩ ক্রিয়ার কাল

আরবি ব্যাকরণে কাল দুটি; অতীত কাল[2] (যা ইতোমধ্যেই শেষ হয়ে গেছে বা ঘটে গেছে) এবং বর্তমান-ভবিষ্যৎ কাল[3] (যা এখনও শেষ হয়নি, চলছে এবং ভবিষ্যতে চলবে) । শব্দে কর্তা বা সর্বনামের অবস্থান দেখে আমরা ক্রিয়ার কাল বুঝতে পারি । কর্তা বা সর্বনাম যদি ক্রিয়ার পরে থাকে তবে অতীত কাল এবং যদি আগে থাকে তবে বর্তমান-ভবিষ্যৎ কাল নির্দেশ করে । এই অনুচ্ছেদে আমরা বিভিন্ন সর্বনামের এবং বিভিন্ন বচনের জন্য ১টি ৩-বর্ণের ক্রিয়া; **নাসারা (সাহায্য করা)** এর বিভিন্ন রূপগুলো দেখবো । এই নিয়মগুলো সাধারণ ভাবে ২-বর্ণের ক্রিয়ার জন্যও প্রযোজ্য হবে । অধ্যায়-৪ এর ছক-৪.১ এ ২-বর্ণের ১টি ক্রিয়ার কিছু উদাহরণ আমরা দেখেছিলাম ।

ছক ৭.৪ থেকে আরবি ১টি ক্রিয়ার ৩টি বচন (একবচন, দ্বিবচন, বহুবচন), ৩টি পুরুষ (আমি, তুমি, সে) এবং active, passive মিলিয়ে অতীত কালের জন্য মোট ১৪x২=২৮টি রূপ জানবো ইনশা-আল্লাহ ।

2 الْمَاضِي

3 الْمُضَارِعُ

## ছক ৭.৪

## পুরুষ ও বচন ভেদে ১টি ক্রিয়ার ( نَصَرَ =সাহায্য করা) অতীত কালের বিভিন্ন রূপ

| | বহুবচন | দ্বিবচন | একবচন |
|---|---|---|---|
| পুং/স্ত্রী | نَحْنُ نَصَرْنَا<br>**আমরা** সাহায্য করেছি | | أَنَا نَصَرْتُ<br>**আমি** সাহায্য করেছি<br>نَصَرْنِي<br>**আমাকে** সাহায্য করেছে |
| পুং | أَنْتُمْ نَصَرْتُمْ | أَنْتُمَا نَصَرْتُمَا | أَنْتَ نَصَرْتَ |
| স্ত্রী | أَنْتُنَّ نَصَرْتُنَّ<br>**তোমরা** সাহায্য করেছো | **তোমরা দুজন** সাহায্য করেছো | أَنْتِ نَصَرْتِ<br>**তুমি** সাহায্য করেছো |
| পুং | هُمْ نَصَرُوْا | هُمَا نَصَرَا | هُوَ نَصَرَ |
| স্ত্রী | هُنَّ نَصَرْنَ<br>**তারা** সাহায্য করেছে | **তারা দুজন** সাহায্য করেছে | هِيَ نَصَرَتْ<br>**সে** সাহায্য করেছে |

উপরের সব Active voice এ । একে Passive voice করতে ১ম বর্ণে যবর এর পরিবর্তে পেশ এবং ২য় বর্ণে যবর এর পরিবর্তে যের হবে । যেমনঃ

| | | |
|---|---|---|
| Active | نَصَرَ =**সে (পুং)** সাহায্য করেছে | نَصَرْتِ =**তুমি (স্ত্রী)** সাহায্য করেছো |
| Passive | نُصِرَ =**তাকে (পুং)** সাহায্য করা হয়েছে | نُصِرْتِ =**তোমাকে (স্ত্রী)** সাহায্য করা হয়েছে |

ছকটির -প্রতিটি ঘরে লক্ষ্য করুনঃ বুঝার সুবিধার্থে ডানে আরবি সর্বনাম গুলো (আনা, আনতা, হুয়া ইত্যাদি) দেয়া হলো যেগুলো বাক্যে নাও থাকতে পারে । মূল ক্রিয়া-বাচক (মাঝ খানে) শব্দের শেষে যুক্ত

বর্ন (লাল চিহ্নিত) দেখেই কর্তা কে বুঝা যাবে । ছক-৭.৪ ব্যাবহার করে চলুন কিছু অনুশীলন করি (উত্তর অধ্যায়ের শেষে দেয়া হল) ।

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| نَصَرْتُمْ | তোমরা (২+ জন পুরুষ) সাহায্য করেছো | ১। | نَصَرْنَا | = ? |
| نَصَرَتْ | সে (১ জন স্ত্রী) সাহায্য করেছে | ২। | نَصَرُوْا | = ? |
| نُصِرْنَ | তাদের (২+ জন পুরুষ) সাহায্য করা হয়েছে | ৩। | نُصِرْتُمْ | = ? |

এবার দেখা যাক বর্তমান-ভবিষ্যৎ কালের কিছু উদাহরণ । কর্তা বা সর্বনাম যদি ক্রিয়ার আগে থাকে তবে বর্তমান-ভবিষ্যৎ কাল নির্দেশ করে । ছক ৭.৫ থেকে আমরা আরবি ১টি ক্রিয়ার ৩টি বচন (একবচন, দ্বিবচন, বহুবচন), ৩টি পুরুষ (আমি, তুমি, সে) এবং Active, Passive মিলিয়ে মোট ১৩x২=২৬টি রূপ জানবো ইংশা-আল্লাহ ।

ছকটির -প্রতিটি ঘরে লক্ষ্য করুনঃ বুঝার সুবিধার্থে এখানেও ডানে আরবি সর্বনাম গুলো (আনা, আনতা, হুয়া ইত্যাদি) দেয়া হলো যেগুলো বাক্যে নাও থাকতে পারে । মূল ক্রিয়া-বাচক শব্দের আগে যুক্ত বর্ন (সবুজ চিহ্নিত) দেখেই কর্তা কে বুঝা যাবে এবং শব্দের শেষে যুক্ত বর্ণ (লাল চিহ্নিত) দেখে বচন বুঝা যাবে । আরো লক্ষ্য করুনঃ

১। শব্দের আগে '**হামযাহ/আলিফ**' থাকলে কর্তা হবে **আমি** ।

২। শব্দের আগে '**নুন**' থাকলে কর্তা হবে **আমরা** ।

৩। শব্দের আগে '**ইয়া**' থাকলে কর্তা হবে **সে/তারা (পুং)** অথবা **তারা (বহুবচন-স্ত্রী)** ।

৪। শব্দের আগে '**তা**' থাকলে কর্তা হবে **তুমি/তোমরা (পুং/স্ত্রী)** অথবা **সে/তারা (একবচন/দ্বিবচন স্ত্রী)** ।

৫। কর্তা পুরুষ না স্ত্রী সেটা পুরো বাক্য দেখে বুঝা যাবে । বাক্যে যদি স্ত্রী বাচক অন্য কোন শব্দ থাকে তবে কর্তা হবে স্ত্রী; অন্যথায় কর্তা হবে পুরুষ ।

৬। শব্দের শেষে "**আলিফ+নুন**" থাকলে **দ্বিবচন** নির্দেশ করে (ছক-৭.১) আর "**নুন**" অথবা "**ওয়াও+নুন**" থাকলে **বহুবচন** নির্দেশ করে ।

**ছক ৭.৫**

***পুরুষ ও বচন ভেদে ১টি ক্রিয়ার (نَصَرَ=সাহায্য করা) বর্তমান-ভবিষ্যৎ কালের বিভিন্ন রূপ***

| | বহুবচন | দ্বিবচন | একবচন |
|---|---|---|---|
| পুং/স্ত্রী | نَحْنُ نَنْصُرُ<br>**আমরা** সাহায্য করি/করবো | | أَنَا أَنْصُرُ<br>**আমি** সাহায্য করি/করবো |
| পুং | أَنْتُمْ تَنْصُرُوْنَ | أَنْتُمَا تَنْصُرَانِ | أَنْتَ تَنْصُرُ |
| স্ত্রী | أَنْتُنَّ تَنْصُرْنَ<br>**তোমরা** সাহায্য কর/করবে | **তোমরা দুজন** সাহায্য কর/করবে | أَنْتِ تَنْصُرِيْنَ<br>**তুমি** সাহায্য কর/করবে |
| পুং | هُمْ يَنْصُرُوْنَ | هُمَا يَنْصُرَانِ | هُوَ يَنْصُرُ |
| স্ত্রী | هُنَّ يَنْصُرْنَ<br>**তারা** সাহায্য করে/করবে | **তারা দুজন** সাহায্য করে/করবে | هِيَ تَنْصُرُ<br>**সে** সাহায্য করে/করবে |

উপরের সব Active voice এ । একে Passive voice করতে ১ম বর্ণে যবর এর পরিবর্তে পেশ এবং ৩য় বর্ণে পেশ এর পরিবর্তে যবর হবে । যেমনঃ

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| Active | يَنْصُرُ | =**সে (পুং)** সাহায্য করে/করবে | تَنْصُرْنَ | =**তোমরা (স্ত্রী)** সাহায্য কর/করবে |
| Passive | يُنْصَرُ | =**তাকে (পুং)** সাহায্য করা হয়/হবে | تُنْصَرْنَ | =**তোমাদেরকে (স্ত্রী)** সাহায্য করা হয়/হবে |

ছক-৭.৫ ব্যাবহার করে চলুন কিছু অনুশীলন করি (উত্তর অধ্যায়ের শেষে দেয়া হল) ।

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| تَنْصُرُوْنَ | তোমরা (২+ জন পুরুষ) সাহায্য কর/করবে | ৪। | يَنْصُرْنَ | = ? |
| تَنْصُرُ | সে (১ জন স্ত্রী) সাহায্য করে/করবে | ৫। | نَنْصُرُ | = ? |
| تُنْصَرِيْنَ | তোমাকে (১ জন স্ত্রী) সাহায্য করা হয়/হবে | ৬। | أُنْصَرُ | = ? |

আগের দুটি ছকে আমরা দেখলাম কালের সাথে ১টি ক্রিয়া কিভাবে পরিবর্তিত হয় । এখন আমরা দেখবো এই ক্রিয়াটি থেকে আর কী কী দরকারি শব্দ তৈরি হতে পারে যার সাথে সময় বা কালের কোন সম্পর্ক নাই । যেমন, ক্রিয়াটির নাম (সাহায্য), কর্তা বা যিনি কাজটি করেন (সাহায্যকারী), যার উপর কাজটি আপতিত হয় (সাহায্যপ্রাপ্ত), কাজটির আদেশ (সাহায্য করো), নিষেধ (সাহায্য করো না) ইত্যাদি । ছক ৭.৬ দেখুন ।

**ছক ৭.৬**

***ক্রিয়া থেকে উদ্ভূত অন্যান্য শব্দ***

ক্রিয়ার বিশেষ্যরূপ/কাজের নাম
نَصْرٌ = সাহায্য

| | বহুবচন | দ্বিবচন | একবচন |
|---|---|---|---|
| **কর্তা** (যিনি ক্রিয়াটি সম্পন্ন করেন) | | | |
| পুং | نَاصِرُوْنَ | نَاصِرَانِ | نَاصِرٌ |
| স্ত্রী | نَاصِرَاتٌ | نَاصِرَتَانِ | نَاصِرَةٌ |
| | সাহায্যকারীগণ | **দুজন** সাহায্যকারী | সাহায্যকারী |
| যার উপর ক্রিয়াটি আপতিত হয় | | | |
| পুং | مَنْصُوْرُوْنَ | مَنْصُوْرَانِ | مَنْصُوْرٌ |
| স্ত্রী | مَنْصُوْرَاتٌ | مَنْصُوْرَتَانِ | مَنْصُوْرَةٌ |
| | সাহায্য প্রাপ্তগণ | **দুজন** সাহায্য প্রাপ্ত | সাহায্য প্রাপ্ত |
| **আদেশ** | | | |
| পুং | اُنْصُرُوْا | اُنْصُرَا | اُنْصُرْ |
| স্ত্রী | اُنْصُرْنَ | | اُنْصُرِيْ |
| | **তোমরা** সাহায্য করো | **তোমরা দুজন** সাহায্য করো | সাহায্য করো |

**নিষেধ**

আদেশ-বাচক শব্দকে নিষেধে রূপান্তর করতে আদেশ-বাচক শব্দের শুরুর আলিফ/হামযাহ উঠিয়ে এর পরিবর্তে **লা-** (=না) বসাতে হয় এবং মূল শব্দের আগে **তা** যুক্ত করতে হয়। যেমনঃ

আদেশ: اُنْصُرْ = সাহায্য করো (পুং) | اُنْصُرْنَ = তোমরা সাহায্য করো (স্ত্রী)

নিষেধ: لَا تَنْصُرْ = সাহায্য করো না (পুং) | لَا تَنْصُرْنَ = তোমরা সাহায্য করো না (স্ত্রী)

এবার চলুন দেখি এই ক্রিয়ার অন্য আরেকটি রূপ । এতক্ষণ আমরা দেখেছি কর্তা নিজে অন্যের সাহায্য করে । কিন্তু যদি সে নিজের জন্য সাহায্য চায়, তাহলে শব্দটি কেমন হবে । এক্ষেত্রে 'নাসারা' শব্দের আগে **জযমওয়ালা সিন এবং তা** যুক্ত করতে হবে । তবে যেহেতু প্রথমে জযমওয়ালা কোন বর্ণ উচ্চারণ করা যায় না তাই এর আগে একটি আলিফ যোগ করা হয় [৮]। ছক-৭.৭ এ এই দুই রকম ক্রিয়ার কিছু উদাহরণ দেয়া হল (এখানে সবগুলো পুরুষ-বাচক শব্দের উদাহরণ দেয়া হল) ।

**ছক-৭.৭**

| | সাহায্য করা<br>(কর্তা অন্যের সাহায্য করে) | | সাহায্য চাওয়া<br>(কর্তা নিজের জন্য সাহায্য চায়) |
|---|---|---|---|
| অতীত কাল (active) | نَصَرَ<br>সে সাহায্য করেছে [৩:১২৩] | ⇨ | اِسْتَنْصَرَ<br>সে সাহায্য চেয়েছে [২৮:১৮] |
| | نَصَرُوْا<br>তারা সাহায্য করেছে | | اِسْتَنْصَرُوا<br>তারা সাহায্য চেয়েছে |
| | نَصَرْتُمْ<br>তোমরা সাহায্য করেছো | | اِسْتَنْصَرْتُمْ<br>তোমরা সাহায্য চেয়েছো |
| অতীত কাল (passive) | نُصِرُوْا<br>তাদেরকে সাহায্য করা হয়েছে | | اُسْتُنْصِرُوا<br>তাদের দ্বারা সাহায্য চাওয়া হয়েছে |
| বর্তমান-ভবিষ্যৎ কাল (active) | يَنْصُرُوْنَ<br>তারা সাহায্য করে/করবে | | يَسْتَنْصِرُونَ<br>তারা সাহায্য চায়/চাইবে |
| আদেশ | اُنْصُرُوْا<br>তোমরা সাহায্য করো | | اِسْتَنْصِرُوا<br>তোমরা সাহায্য চাও |

চলুন অনুরূপ আরেকটি শব্দ দেখি । **'ইস্তেগফার'** শব্দটিতো আমাদের খুব পরিচিত একটা শব্দ যা এসেছে 'গাফারা' শব্দ থেকে । অধ্যায়ের শেষে এই শব্দগুলোর আল-কুরআনে ব্যাবহার দেখব ।

| ক্ষমা করা | | ক্ষমা চাওয়া |
|---|---|---|
| غَفَرَ<br>সে ক্ষমা করেছে | ⇨ | اَسْتَغْفَرَ<br>সে ক্ষমা চেয়েছে |

## ৭.৪ কারক ও বিভক্তি [4]

কতগুলো শব্দ পাশাপাশি রেখে দিলেই একটি বাক্যে হয় না। একটি অর্থবোধক বাক্য তৈরি করতে একটি শব্দের সাথে আরেকটি শব্দের সম্পর্ক স্থাপন করতে হয়। এই সম্পর্ক স্থাপনের জন্য শব্দের শেষে যে শব্দাংশ যুক্ত করতে হয় তাকে বিভক্তি বলে। আর কারক হচ্ছে ক্রিয়া-বাচক শব্দের সাথে অন্যান্য শব্দের যে সম্পর্ক। নিচের বাক্যটি লক্ষ্য করুন। নাম-বাচক শব্দের সাথে "কে", "এর" বিভক্তি যুক্ত করতে হয়েছে বাক্যটিকে অর্থপুর্ণ করতে।

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| رَأَى | بِلَالٌ | حَامِدًا | خَلْفَ | خَالِدٍ |
| দেখলো | বেলাল | হামিদকে | পিছনে | খালিদ এর |

বেলাল হামিদকে খালিদের পিছনে দেখলো

তবে কারক বিভক্তি চিনতে বাংলায় যেমন দেখতে হয় নাম-বাচক শব্দের শেষে যুক্ত অতিরিক্ত এক বা একাধিক বর্ণ, আরবিতে তেমন নয়। আরবিতে কারক বিভক্তি চেনা যায় নাম-বাচক শব্দের শেষ বর্ণের স্বরকার দেখে। যেমন

- ক) যবর / ফাত্হা থাকলে কর্ম বাচক[5], দ্বিতীয়া বিভক্তি (কে, রে, এরে)
- খ) যের / কাস্রা থাকলে সম্বন্ধ সূচক[6], ষষ্ঠী বিভক্তি (র, এর)
- গ) পেশ / দম্মা থাকলে কর্তৃ বাচক[7], শূন্য বিভক্তি

4 الإِعْرَابُ
5 مَنْصُوْبٌ
6 مَجْرُوْرٌ
7 مَرْفُوْعٌ

শব্দের শেষ বর্ণে যুক্ত এই স্বরকার খুবই গুরুত্বপূর্ণ আরবি ভাষায় । এগুলো দেখেই ক্রিয়ার সাথে বাক্যের অন্য শব্দগুলোর সম্পর্ক (কে, কাকে, কার) বুঝা যায় । আর একটা দারুণ ব্যাপার ঘটে ! সেটা হল, আরবি বাক্যে শব্দের সাজানোর ক্রম কোন জরুরী বিষয় না । অর্থাৎ শব্দ যেকোন ভাবে সাজিয়েই বাক্যটিকে অর্থপুর্ণ করা যায় । যেমন 'আমর যায়েদকে আঘাত করেছে' বাক্যটি লিখতে আরবি তিনটি শব্দকে সম্ভাব্য ৬টির যেকোন ভাবে সাজিয়েই লেখা যায় [৮]। এতে অর্থের কোন পরিবর্তন হয় না ।

**"আমর যায়েদকে আঘাত করেছে"**

**এটা ৬ ভাবে বলা যায়**

| | |
|---|---|
| ضَرَبَ عَمْرٌو زَيْداً | ضَرَبَ زَيْداً عَمْرٌو |
| عَمْرٌو ضَرَبَ زَيْداً | عَمْرٌو زَيْداً ضَرَبَ |
| زَيْداً ضَرَبَ عَمْرٌو | زَيْداً عَمْرٌو ضَرَبَ |

ضَرَبَ = (সে) আঘাত করেছে  عَمْرٌو = আমর  زَيْداً = যায়েদ

শব্দের শেষ বর্ণে যুক্ত স্বরকার দিয়ে বিভিন্ন বিভক্তি প্রকাশ ছাড়া আরও কিছু ব্যাবহার আছে যা ছক-৭.৮ এ উদাহরণসহ দেখানো হলো । যেমন, ক্রিয়ার শেষ বর্ণে **যজম/সুকুন** থাকলে **আদেশ** (command) বুঝায় ।

| ছক-৭.৮ শব্দের শেষ বর্ণে যুক্ত স্বরকারের ব্যাবহার | | | |
|---|---|---|---|
| শব্দের শেষ বর্ণে যুক্ত স্বরকার | ব্যবহার | মন্তব্য | উদাহরণ |
| পেশ / দম্মা<br>مَرْفُوْعٌ (কর্তৃবাচক) | ১। কর্তা (doer) এবং<br>২। তাঁর কাজ (verb) | اللَّهُ আল্লাহ্<br>(শূন্য বিভক্তি) | اللَّهُ الصَّمَدُ<br>আল্লাহ অমুখাপেক্ষী<br>(১১২:২) |
| যবর / ফাত্হা<br>مَنْصُوْبٌ (কর্মবাচক) | ১। কর্ম (object) | اللَّهَ আল্লাহ্ কে<br>(দ্বিতীয়া বিভক্তি) | فَاتَّقُوا اللَّهَ<br>সুতরাং আল্লাহকে ভয় কর |
| | ২। বর্ণনা (description) | কোন কিছু কেমন তার বর্ননা। ছোট নাকি বড় ... | تَكْتُبُوهُ صَغِيرًا أَوْ كَبِيرًا<br>ছোট হোক বা বড় হোক তা তোমরা লিখবে |
| যের / কাস্‌রা<br>مَجْرُوْرٌ (সম্মন্ধসূচক) | ১। অধিকার (possession) | اللَّهِ আল্লাহ্র (আল্লাহ্ এর)<br>(ষষ্ঠী বিভক্তি) | نَارُ اللَّهِ الْمُوقَدَةُ<br>আল্লাহর প্রজ্জলিত আগুন<br>(১০৪:৬) |
| | ২। পদান্বয়ী অব্যয় (preposition) এর পরের শব্দে | পদান্বয়ী অব্যয়কে আরবিতে বলে হারফ্ حَرْفُ جَرٍّ জার | فِي الْبَيْتِ<br>বাড়িটির মধ্যে |
| যজম / সুকুন | ১। আদেশ (command) | ক্রিয়া-বাচক শব্দের শেষে যুক্ত | قُلْ أَعُوذُ بِرَبِّ النَّاسِ<br>বলুন, আমি আশ্রয় গ্রহণ করিতেছি **মানুষের পালনকর্তার** (১১৪:১) |

ব্যাকরণের সহজ পাঠগুলোর পাশাপাশি চলুন দেখা যাক এই অধ্যায়ে নতুন কী কী শব্দ চিনলামঃ

## *ছক-৭.৯ অধ্যায়-৭ এ নতুন যে শব্দগুলো চিনলাম*

| শব্দ | অর্থ | আল-কুরআন হতে উদাহরন | কুরআনে কতবার আছে |
|---|---|---|---|
| حَمِيد | প্রশংসিত | فَإِنَّ اللَّهَ هُوَ الْغَنِيُّ الْحَمِيدُ<br>নিশ্চয়ই আল্লাহ্ তো অভাবমুক্ত ও প্রশংসিত। (৬০:৬) | ১৭+১=১৮ |
| حَٰمِدُون (বহুবচন) | প্রশংসাকারী | | |
| أَصْحَٰب (বহুবচন) صَاحِب | সাথী, সঙ্গী, সহচর, সহযোগী, অধিবাসী (companion) | وَلَقَدْ كَذَّبَ أَصْحَٰبُ الْحِجْرِ الْمُرْسَلِينَ<br>হিজরের অধিবাসীরা রসূলদের প্রতি মিথ্যা আরোপ করেছিল (১৫:৮০) | ৭৮+১০=৮৮ |
| شَهِيد شَاهِد | সাক্ষী, পর্যবেক্ষক, উপস্থিত, শহীদ | وَجَاءَتْ كُلُّ نَفْسٍ مَّعَهَا سَائِقٌ وَشَهِيدٌ<br>শপথ প্রত্যেক ব্যক্তি সেদিন একজন চালক ও একজন সাক্ষী নিয়ে উপস্থিত হবে। কিতাবের যা লিখিত। (৫০:২১) | ৫৬+২১=৭৭ |
| حِزْب أَحْزَاب (বহুবচন) | দল, বাহিনী | جُندٌ مَّا هُنَالِكَ مَهْزُومٌ مِّنَ الْأَحْزَابِ<br>এ বাহিনী তো সেখানে (মক্কায়) পরাজিত হবে (পূর্ববর্তী) দলগুলোর মত। (৩৮:১১) | ৮+১২=২০ |
| نَصَرَ | সাহায্য করা | وَلَقَدْ نَصَرَكُمُ اللَّهُ بِبَدْرٍ<br>আর নিশ্চয়ই আল্লাহ্ তোমাদেরকে বদরে সাহায্য করেছেন। (৩:১২৩) | ৫৯ |
| نَاصِر نَصِير | সাহায্যকারী | أَهْلَكْنَٰهُمْ فَلَا نَاصِرَ لَهُمْ<br>আমরা তাদেরকে ধ্বংস করেছি, তাদের জন্য কোন সাহায্যকারী ছিল না। (৪৭:১৩) | ১১+৩৫ |

| | | | |
|---|---|---|---|
| مَنْصُور | সাহায্যপ্রাপ্ত | فَلَا يُسْرِف فِّي الْقَتْلِ ۖ إِنَّهُ كَانَ مَنصُورًا<br>অতএব হত্যার ব্যাপারে সে যেন সীমা লঙ্ঘন না করে। নিশ্চয়ই সে সাহায্যপ্রাপ্ত। (১৭:৩৩) | ২ |
| نَصْر | সাহায্য (help) | إِذَا جَاءَ نَصْرُ اللَّهِ وَالْفَتْحُ<br>যখন আল্লাহ্‌র সাহায্য ও বিজয় আসবে। (১১০:১) | ২২ |
| اِسْتَنْصَرَ | সাহায্য চাওয়া (seek help) | فَإِذَا الَّذِي اسْتَنصَرَهُ بِالْأَمْسِ يَسْتَصْرِخُهُ<br>অতঃপর তখন (দেখলো) যে তাঁর (কাছে) সাহায্য চেয়েছিল গতকাল, সে (আজও) তাঁকে চিৎকার করে ডাকছে। (২৮:১৮) | ২ |
| غَفَرَ | ক্ষমা করা (to forgive) | سَوَاءٌ عَلَيْهِمْ أَسْتَغْفَرْتَ لَهُمْ أَمْ لَمْ تَسْتَغْفِرْ لَهُمْ | ৬৫ |
| اَسْتَغْفَرَ | ক্ষমা চাওয়া/প্রার্থনা করা (to ask forgiveness) | لَن يَغْفِرَ اللَّهُ لَهُمْ<br>তাদের জন্য আপনি ক্ষমা প্রার্থনা করুন বা (ক্ষমা প্রার্থনা) না করুন, উভয়ই সমান। আল্লাহ্‌ কখনও তাদেরকে ক্ষমা করবেন না। (৬৩:৬) | ৪০ |

এই অধ্যায়ে আরবি ব্যাকরণের সাধারণ কিছু নিয়ম খুব সংক্ষেপে আলোচনা করা হলো। তবে, মনে রাখতে হবে যে কুরআনের ভাষাগত সৌন্দর্য এবং কুরআনের ব্যাকরণগত মিরাকলগুলো বুঝতে আমাদের আরবি ব্যাকরণের খুঁটিনাটি বিস্তারিত নিয়মকানুনগুলোও জানতে হবে।

## অনুশীলনীর উত্তর

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| ১। | نَصَرْنَا | আমরা (পুং/স্ত্রী) সাহায্য করেছি | ৪। | يَنْصُرْنَ | তারা (২+ জন স্ত্রী) সাহায্য করে/করবে |
| ২। | نَصَرُوْا | তারা (২+ জন পুরুষ) সাহায্য করেছে | ৫। | نَنْصُرُ | আমরা সাহায্য করি/করবো |
| ৩। | نُصِرْتُمْ | তোমাদের (২+ জন পুরুষ) সাহায্য করা হয়েছে | ৬। | أُنْصَرُ | আমাকে সাহায্য করা হয়/হবে |

আলহামদুলিল্লাহ্ , এই পর্যন্ত আমাদের অগ্রগতি .....

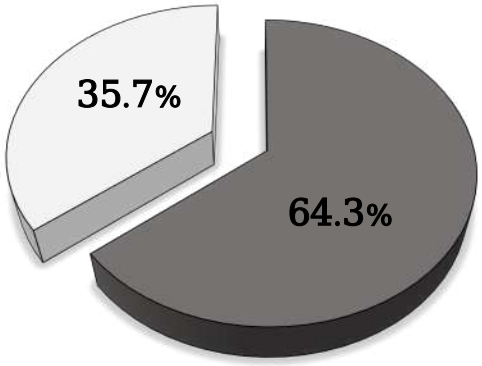


এই অধ্যায়ে নতুন যে শব্দগুলো শিখলাম

তা কুরআনের মোট কতটি শব্দ = ৩৩২ টি

কুরআনের মোট কতটি শব্দ শিখলাম = ৪৯৭৭৫ টি

কুরআনের মোট কত % শব্দ শিখলাম = ৬৪.৭ %

# ৮। শব্দমূল থেকে শব্দ শিখি

আমরা ইতোমধ্যেই জেনেছি যে আরবি প্রধানত ৩-বর্ণের মূল ভিত্তিক (trilateral root system) ভাষা অর্থাৎ এর বেশিরভাগ শব্দই তৈরি হয়েছে ৩-বর্ণের শব্দমূল (root letters) থেকে । যদিও অন্যান্য ভাষায়ও মূল ভিত্তিক এই নিয়ম আছে কিন্তু আরবি ভাষার মত এত সুশৃঙ্খল, সঙ্গাতিপূর্ণ (consistent) নয় । আরবিতে একই মূল থেকে আগত সকল শব্দের অর্থ এতই সঙ্গাতিপূর্ণ যা অন্য ভাষায় বিরল । তাই আরবি যেকোন বড় শব্দকে ভেঙ্গে এর শব্দমূলকে চিনতে পারলে ঐ শব্দের অর্থ আন্দাজ করা খুব সহজ । কুরআনিক শব্দভান্ডার বাড়ানোর একটা সহজ কৌশল হলো এই শব্দমূলগুলোর অর্থ জেনে এ থেকে আগত শব্দগুলোর অর্থ মনে রাখা । এই অধ্যায়ে আমরা আল-কুরআনের ১৫টি বহুল ব্যবহৃত শব্দমূলের অর্থ এবং এ থেকে আগত কুরআনের শব্দ গুলো জানার চেষ্ঠা করবো ইনশা-আল্লাহ ।

| নং | আরবি শব্দমূল | মূল থেকে আগত শব্দগুলোর অর্থ | *কয়টি শব্দ?* | *কুরআনে মোট কতবার?* |
|---|---|---|---|---|
| ১ | ق/و/ل | বলা (to say), বলল | ৬ | ১৭২২ |
| ২ | ك/و/ن | হওয়া (to be), হয়, হলো, ছিল | ৩ | ১৩৯০ |
| ৩ | أ/م/ن | ঈমান আনা, বিশ্বাস করা, বিশ্বস্ত, আমানতদার | ১৭ | ৮৭৯ |
| ৪ | ع/ل/م | জানা, অবগত, আলিম, বিজ্ঞ, জ্ঞানী, অবহিত, ইল্‌ম, জ্ঞান, তথ্য, জানানো, শিখানো, প্রশিক্ষণ দেয়া | ১৪ | ৮৫৪ |
| ৫ | أ/ت/ي | দেয়া, দান করা (to give, to be given), আসা, আনা (to come, to bring) | ৬ | ৫৪৯ |
| ৬ | ك/ف/ر | কাফির, অবিশ্বাসী, কুফর, অবিশ্বাস, অস্বীকৃতি, অকৃতজ্ঞতা | ১৪ | ৫২৫ |
| ৭ | ش/ي/أ | কিছু, কোনকিছু (thing, something, anything), ইচ্ছা করা, চাওয়া (to will, to wish) | ২ | ৫১৯ |
| ৮ | ع/م/ل | আমল করা, কাজ করা (to do, to work) | ৪ | ৩৬০ |
| ৯ | ج/ع/ل | তৈরি করা, বানানো, গঠন করা, পরিণত করা, করে দেয়া (to make, to become) | ২ | ৩৪৬ |
| ১০ | ر/أ/ي | দেখা, লক্ষ্য করা, দেখানো (to see, to sight, to show), রিয়া, লোক-দেখানো (showing off) | ৮ | ৩২৮ |
| ১১ | ه‍ـ/د/ي | হেদায়েত করা/পাওয়া, সৎ/সঠিক পথ | ১২ | ৩১৬ |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| | | দেখানো/পাওয়া/চলা, সৎপথ, হেদায়েত, হেদায়েতপ্রাপ্ত, সৎ/সঠিক পথ প্রদর্শক, হেদায়েতকারী | | |
| ১২ | ن/ز/ل | নাযিল করা, অবতরণ করা, অবতির্ণ করা (to send down, to reveal) | ১২ | ২৯৩ |
| ১৩ | ك/ذ/ب | মিথ্যা, মিথ্যা বলা, মিথ্যারোপ করা, অস্বীকার করা, প্রত্যাখ্যান করা (to deny, to reject), মিথ্যাবাদী (liar) | ৯ | ২৮২ |
| ১৪ | ج/ي/ء | আসা, আগমন করা, পৌছা (to come, to reach), হাজির করা, আনা (to bring) | ১ | ২৭৮ |
| ১৫ | خ/ل/ق | সৃষ্টি করা, বানানো, স্রষ্টা, সৃষ্টিকর্তা, সৃষ্টি, অংশ | ৮ | ২৬১ |
| | | মোটঃ | ১০৮ | ৮৯০২ |

## ১। ق/و/ل **‘ক্বফ-ওয়াও-লাম’**

এই মূল থেকে আগত ৬টি শব্দ আল-কুরআনে সর্বমোট ১৭২২ বার ব্যবহার হয়েছে । তন্মধ্যে এর অতীত কালের ক্রিয়া রূপ قَالَ **‘ক্ব-লা’** (বলেছিল/বলল) শব্দটিই এসেছে ১৬১৮ বার । এই মূল থেকে আগত শব্দগুলোর সাথে আমরা আগেই পরিচিত হয়েছিলাম অধ্যায় ৪ এ ।

## ২। ك/و/ن **‘কাফ-ওয়াও-নুন’**

এই মূল থেকে আগত ৩টি শব্দ আল-কুরআনে সর্বমোট ১৩৯০ বার ব্যবহার হয়েছে । তন্মধ্যে এর অতীত কালের ক্রিয়া রূপ كَانَ **‘কা-না’** (ছিল/হয়েছিল/হলো) শব্দটিই এসেছে ১৩৫৮ বার ।

## ৩। أ/م/ن **‘হামযা-মীম-নুন’**

এই মূল থেকে আগত ১৭টি শব্দ আল-কুরআনে সর্বমোট ৮৭৯ বার ব্যবহার হয়েছে । এই শব্দগুলোর বেশির ভাগের সাথেই আমরা আগে পরিচিত । যেমন, ঈমান, মু’মিন, আমানত, আমীন; যেগুলো আমরা অধ্যায় ৫ এ দেখেছিলাম ।

৪। ع/ل/م **‘আ’ইন-লাম-মীম’**

এই মূল থেকে আগত ১৪টি শব্দ আল-কুরআনে সর্বমোট ৮৫৪ বার ব্যবহার হয়েছে । এই শব্দগুলোরও বেশির ভাগের সাথেই আমরা পরিচিত । যেমন, আলিম, আল্লামা, আ’লামীন, মা’লুম, ইল্‌ম । এই মূল থেকে আগত শব্দগুলোর সাথে আমরা অধ্যায় ৪ এ পরিচিত হয়েছিলাম ।

৫। أ/ت/ي **‘হামযা-তা-ইয়া’**

এই মূল থেকে আগত ৬টি শব্দ আল-কুরআনে মোট ৫৪৯ বার ব্যবহার হয়েছে । তবে, এর মধ্যে ২টি ক্রিয়া-বাচক শব্দই কুরআনে ব্যবহার হয়েছে মোট ৫৩৫ বার । কুরআনের বহুল ব্যবহৃত শব্দগুলোর মধ্যে এই শব্দ দুটি খুবই কনফিউজিং । একটু সচেতন ভাবে লক্ষ্য না করলে শব্দ দুটি আলাদা করা বেশ কঠিন । তবে মজার ব্যাপার হচ্ছে, এই দুটি শব্দের সাথে আমরা অনেক পরিচিত । যেমন কুরআন থেকে আমরা দোআ বলি, ‘*রব্বানা **আ-তি**না- ফিদ্দুনিয়া হা’সানাতাও ...*’ (হে আমাদের রব আমাদেরকে দুনিয়ার কল্যাণ **দান করুন**...) [২:২০১] কিংবা ‘*রব্বানা **আ-তি**না- মিল্‌লাদুন্‌কা রহমাতা...*’ (হে আমাদের রব, আপনার পক্ষ থেকে আমাদের রহমত **দান করুন**...) [১৮:১০] । আরেকটি আয়াতের সাথেও আমরা বেশ পরিচিত ‘*আক্বিমুস্‌ সালাতা ওয়া **আ-তু**য্‌ যাকাতা...*’ (তোমরা সালাত প্রতিষ্ঠা করো এবং যাকাত **প্রদান করো** ...) [২:৪৩] । এই ‘**আ-তি / আ-তা / আ-তু**’ (দেয়া, দান করা) শব্দটি এ মূল থেকে এসেছে । এই মূল থেকে আরেকটি প্রধান যে শব্দ পাই তা হলো ‘***আতা-***’ (আসা, পৌছা, আনা) । যেমন, ‘*হাল **আতা**-কা হা’দিসুল গাশিয়া*’ (ক্বিয়ামতের সংবাদ কি তোমার কাছে **এসেছে**?) [৮৮:১] । শব্দদুটির উচ্চারণে প্রধান পার্থক্য হচ্ছে প্রথম শব্দে **‘হামযা’** কে মদ (লম্বা করা বা টেনে পড়া) করতে হয় আর, পরের শব্দে **‘তা’** কে মদ করতে হয় । কুরআন পড়ার সময় সচেতন ভাবে লক্ষ্য করলে এই পার্থক্যটা সহজে ধরতে পারবো ইংশা- আল্লাহ্‌ ।

| أ/ت/ي | দেয়া, দান করা (to give, to be given), আসা, আনা (to come, to bring) | | ৫৪৯ |
|---|---|---|---|
| *শব্দ* | *অর্থ* | *আল-কুরআন হতে উদাহরন* | *কুরআনে কতবার?* |
| آتَى<br>آتَيْ<br>أُوتِيَ<br>(passive) | [V] দেয়া, দান করা (to give, to be given) | وَلَقَدْ آتَيْنَا لُقْمَانَ الْحِكْمَةَ أَنِ اشْكُرْ لِلَّهِ<br>আর, আমরা নিশ্চয়ই লুকমানকে হিকমাত/প্রজ্ঞা দিয়েছিলাম (এবং বলেছিলাম) যে, আল্লাহ্‌র শুকরিয়া আদায় কর । [৩১:১২]<br>فَأَمَّا مَنْ أُوتِيَ كِتَابَهُ بِيَمِينِهِ<br>অতঃপর, যার আমলনামা তার ডান হাতে দেয়া হবে । [৮৪:৭] | ২৭১ |

| | | | |
|---|---|---|---|
| | | الَّذِىْ يُؤْتِىْ مَالَهٗ يَتَزَكّٰى<br>যে আত্মশুদ্ধির জন্য তার ধন-সম্পদ দান করে। [৯২:১৮] | |
| أَتَى<br>اَتْ | [v] আসা, পৌছা, আনা (to come, to bring) | حَتّٰٓى اَتٰىنَا الْيَقِيْنُ<br>আমাদের কাছে দৃঢ়বিশ্বাস (মৃত্যু) আসা পর্যন্ত। [৭৪:৪৭] | ২৬৪ |
| آتِي<br>ءَاتِيْ<br>آتِيَةُ<br>(স্ত্রীবাচক) | কেউ / কোনকিছু আসছে/আসবে<br>اٰتِيْ | وَكُلُّهُمْ اٰتِيْهِ يَوْمَ الْقِيٰمَةِ فَرْدًا<br>আর কিয়ামতের দিন তাদের সবাই তাঁর কাছে একাকী অবস্থায় আসবে। [১৯:৯৫] | ৯ |

## ৬। ك/ف/ر **'কাফ-ফা-র'**

এই মূল থেকে আগত ১৪টি শব্দ আল-কুরআনে সর্বমোট ৫২৫ বার ব্যবহার হয়েছে। এই শব্দগুলোর মধ্যেও বেশির ভাগের সাথে আমরা পরিচিত। যেগুলো আমরা অধ্যায় ৫ এ দেখেছিলাম, যেমন, কাফির (অবিশ্বাসী), কুফর ইত্যাদি।

## ৭। ش/ي/أ **'শীন-ইয়া-হামযা'**

এই মূল থেকে আগত ২টি শব্দ আল-কুরআনে মোট ৫১৯ বার ব্যবহার হয়েছে। মজার ব্যাপার হচ্ছে, এই দুটি শব্দের সাথে আমরা অনেক পরিচিত। সচেতন ভাবে কখনও কি সেটা খেয়াল করেছি? যেমন, কোন কিছুর প্রশংসা করতে আমরা বলি 'মা**শা**-আল্লাহ্' (আল্লাহ্ যা **চান**) [৮৭:৭], কিংবা ভবিষ্যতের কোন কিছু বলতে আমরা বলি 'ইং**শা**-আল্লাহ' (যদি আল্লাহ্ **চান**) [৩৭:১০২]। এই **'শা-/শা-য়া'** (ইচ্ছা করা, চাওয়া) শব্দটি এ মূল থেকে এসেছে। আরেকটি শব্দ **'শাইয়িন/শাইয়ুন'** (কিছু, কোনকিছু) আল-কুরআন পড়তে গেলে আমরা প্রায়ই পাই। যেমন, 'ওয়াহুয়া আ'লা কুল্লি **শাইয়িন** ক্বদীর' (এবং তিনি সব **কিছুর** উপর সর্বশক্তিমান) [৬৭:১], '**শাইয়ুন** ফিল আরদি ওয়ালা ফিস্‌সামা-য়ি...' (আসমান ও যমীনের **কোন কিছুই**...) [৩:৫]। এই শব্দ দুটির অর্থ সম্পুর্ন ভিন্ন। এর একটি বিশেষ্য (n) অন্যটি ক্রিয়া (v)। শব্দ দুটির অর্থ মিলিয়ে আমরা মনে রাখতে পারি এভাবে 'কোনকিছু চাওয়া'।

| ش/ي/أ | কিছু, কোনকিছু (thing, something, anything), ইচ্ছা করা, চাওয়া (to will, to wish) | | ৫১৯ |
|---|---|---|---|
| *শব্দ* | *অর্থ* | *আল-কুরআন হতে উদাহরন* | *কুরআনে কতবার?* |
| شَىْء | [n] কিছু, কোনকিছু (thing) | وَهُوَ عَلَىٰ كُلِّ شَىْءٍ قَدِيرٌ<br>এবং তিনি সব কিছুর উপর সর্বশক্তিমান। [৬৭:১] | ২৮৩ |
| شَاءَ | [v] ইচ্ছা করা, চাওয়া (to will, to wish) | فَمَن شَاءَ ذَكَرَهُ<br>অতএব, যে ইচ্ছা করবে, সে একে গ্রহণ/স্মরণ করবে। [৮০:১২] | ২৩৬ |

## ৮। ع/م/ل **'আ'ইন-মীম-লাম'**

এই মূল থেকে আগত ৪টি শব্দ আল-কুরআনে সর্বমোট ৩৬০ বার ব্যবহার হয়েছে। অধ্যায় ৫ এ আমরা শব্দগুলো দেখেছিলাম, যেমন, আমল করা / কাজ করা, আমলকারী / কর্মী ইত্যাদি।

## ৯। ج/ع/ل **'জীম-আ'ইন-লাম'**

এই মূল থেকে আগত ২টি শব্দ আল-কুরআনে মোট ৩৪৬ বার ব্যবহার হয়েছে। যেমন, সূরা মাউন এ আমরা পাই '*আলাম ইয়া**জ্‌আ'ল** কায়দাহুম ফী তাদ্‌লি-ল' [১০৫:২]* এবং '*ফা**জাআ'লা** হুম কাআ'স্‌ফিম্‌ মা'কূল*' [১০৫:৫]। এই আয়াত দুটির '**জাআ'লা**' (তৈরি করা, বানানো, পরিণত করা) শব্দটি এই মূল থেকে এসেছে। এই ক্রিয়া-বাচক শব্দটি কুরআনে ৩৪০ বার ব্যবহার হয়েছে। আর, এই ক্রিয়ার কর্তা '**জা-ই'ল / জা-ই'লুন**' (গঠনকারী, সৃষ্টিকারী) কুরআনে এসেছে মাত্র ৬ বার।

| ج/ع/ل | তৈরি করা, বানানো, গঠন করা, পরিণত করা, করে দেয়া | | ৩৪৬ |
|---|---|---|---|
| *শব্দ* | *অর্থ* | *আল-কুরআন হতে উদাহরন* | *কুরআনে কতবার?* |
| جَعَلَ | তৈরি করা, বানানো, গঠন করা, পরিণত করা, করে দেয়া | فَجَعَلَهُمْ كَعَصْفٍ مَّأْكُولٍ<br>অতঃপর, তিনি তাদেরকে করে দিলেন ভক্ষিত তৃণ-ভুসির মতো। [১০৫:৫] | ৩৪০ |

| | | | |
|---|---|---|---|
| جَاعِلٌ<br>جَاعِلُون<br>(বহুবচন) | গঠনকারী, সৃষ্টিকারী, স্থাপনকারী | وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلٰٓئِكَةِ إِنِّى جَاعِلٌ فِى الْأَرْضِ خَلِيفَةً<br>আর যখন তোমার রব ফেরেশতাদেরকে বললেনঃ নিশ্চয়ই আমি পৃথিবীতে একজন প্রতিনিধি সৃষ্টি করছি (সৃষ্টিকারী)। [২:৩০] | ৬ |

## ১০। ر/أ/ي ‘র-হামযা-ইয়া’

আমরা ‘রিয়া’ (=লোক-দেখানো) শব্দটার সাথে পরিচিত যা এই মূল থেকে এসেছে। এই মূল থেকে মোট ৮টি শব্দ এসেছে যা আল-কুরআনে সর্বমোট ৩২৮ বার ব্যবহার হয়েছে। তার মধ্যে উল্লেখযোগ্য হলো ‘***রআই/রআ***’ (দেখা), যেমন সূরা ফীলের ১ম আয়াতে আমরা পাই ‘*আলাম তা**রা** কাইফা...*’ *(তুমি কি **দেখনি** কেমন...)* [১০৫:১]; কিংবা সূরা মাউন এর ১ম আয়াতে আমরা পাই ‘*আ**রাআই** তাল্লাযি...*’ *(তুমি কি **দেখেছ** তাকে...)* [১০৭:১]।

| ر/أ/ي | **দেখা, লক্ষ্য করা, দেখানো (to see, to sight, to show), রিয়া, লোক-দেখানো (showing off)** | **৩২৮** |
|---|---|---|
| *শব্দ* | *অর্থ* | *আল-কুরআন হতে উদাহরন* | *কুরআনে কতবার?* |
| رَأَى<br>رَآ | [v] দেখা (to see) | فَلَمَّا رَأَا الْقَمَرَ بَازِغًا قَالَ هٰذَا رَبِّى<br>আর যখন সে উজ্জ্বল চাঁদ দেখল সে বললঃ এটাই আমার রব ! [৬:৭৭] | ২৭১ |
| تَرَ | [v] তুমি দেখো, তুমি লক্ষ্য করো (you see) | أَلَمْ تَرَ كَيْفَ فَعَلَ رَبُّكَ بِأَصْحٰبِ الْفِيلِ<br>তুমি দেখনাই কি, তোমার রব হস্তিবাহিনীর সাথে কেমন করেছিলেন? [১০৫:১] | |
| يَرَوْا<br>يُرَى<br>*(passive)* | [v] তারা দেখে, তারা লক্ষ্য করে (they see) | أَوَلَمْ يَرَوْا إِلَى الطَّيْرِ فَوْقَهُمْ صٰٓفَّٰتٍ وَيَقْبِضْنَ<br>তারা দেখেনা কি, তাদের উপরের পাখিদের প্রতি, যারা পাখা মেলে আবার গুটিয়ে নেয় ? । [৬৭:১৯] | |
| أَرَى | [v] দেখানো, দেখা দেওয়া (to show) | قَالَ رَبِّ أَرِنِىٓ أَنظُرْ إِلَيْكَ<br>সে বলল, হে আমার রব, আমাকে দেখা দিন, আমি আপনাকে | ৪০ |

| | | | |
|---|---|---|---|
| | | দেখবো । [৭:১৪৩] | |
| رِئَاءٌ | [n] রিয়া, দেখানো, লোক-দেখানো (showing off) | وَلَا تَكُونُوا كَالَّذِينَ خَرَجُوا مِن دِيَارِهِم بَطَرًا وَرِئَاءَ النَّاسِ<br>আর তোমরা তাদের মতো হয়ো না, যারা ঘর থেকে বের হয় অহংকার ও লোক দেখানোর জন্য । [৮:৪৭] | ৩ |
| يُرَاءُونَ | [v] দেখানো, লোক-দেখানো (showing off) | الَّذِينَ هُمْ يُرَاءُونَ<br>যারা লোক-দেখানোর জন্য তা করে । [১০৭:৬] | ২ |

## ১১। هـــ/د/ي 'হা-দাল-ইয়া'

এই মূল থেকে আগত ১২টি শব্দ আল-কুরআনে সর্বমোট ৩১৬ বার ব্যবহার হয়েছে । এই শব্দগুলোর মধ্যেও বেশির ভাগের সাথে আমরা পরিচিত । যেগুলো আমরা অধ্যায় ৫ এ দেখেছিলাম, যেমন, হেদায়েত করা (সঠিক পথ দেখানো), হা-দি (পথ প্রদর্শক) ইত্যাদি । চলুন উদাহরণসহ শব্দগুলো দেখি ।

| هـــ/د/ي | হেদায়েত করা/পাওয়া, সৎ/সঠিক পথ দেখানো/পাওয়া/চলা, সৎপথ, হেদায়েত, হেদায়েতপ্রাপ্ত, সৎ/সঠিক পথ প্রদর্শক, হেদায়েতকারী | ৩১৬ |
|---|---|---|
| *শব্দ* | *অর্থ* | *আল-কুরআন হতে উদাহরন* | *কুরআনে কতবার?* |
| هَدَى<br>هُدِيَ (passive) | [v] হেদায়েত করা, সৎ/সঠিক পথ দেখানো | وَاللَّهُ لَا يَهْدِي الْقَوْمَ الْكَافِرِينَ<br>আর, আল্লাহ্ কাফির জাতিকে হেদায়াত দেন না । [২:২৬৪] | ১৪৪ |
| اهْتَدَى | [v] হেদায়েত পাওয়া/চলা, সৎ/সঠিক পথ পাওয়া/চলা | وَيَزِيدُ اللَّهُ الَّذِينَ اهْتَدَوْا هُدًى<br>এবং যারা সৎ পথে চলে আল্লাহ্ তাদেরকে অধিক হেদায়েত দান করেন । [১৯:৭৬] | ৪০ |
| هُدًى | [n] সৎ/সঠিক পথ নির্দেশনা, সৎপথ, হেদায়েত | | ৮৫ |

| | | | |
|---|---|---|---|
| مُهْتَدِي<br>مُهْتَدُون<br>(বহুবচন) | [n] সৎ/সঠিক পথ প্রাপ্ত, হেদায়েতপ্রাপ্ত | 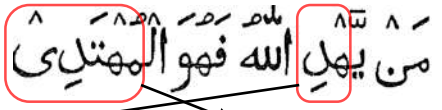<br>আল্লাহ্ যাকে হেদায়েত করেন সে-ই হেদায়েতপ্রাপ্ত। [৭:১৭৮] | ৩+১৭ |
| هَادِي<br>هَادِ | [n] সৎ/সঠিক পথ প্রদর্শক, হেদায়েতকারী | 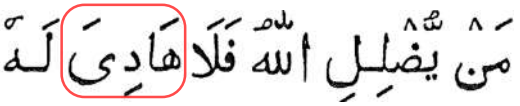<br>আল্লাহ্ যাকে পথভ্রষ্ট করেন তার কোন হেদায়েতকারী/পথপ্রদর্শক নেই। [৭:১৮৬] | ১০ |
| أَهْدَى | [n] অধিক সৎ/সঠিক পথ প্রাপ্ত, হেদায়েতপ্রাপ্ত | 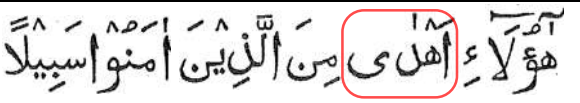<br>এরা মুমিনদের তুলনায় অধিক সঠিক পথ প্রাপ্ত। [৪:৫১] | ৭ |

## ১২। ن/ز/ل **'নুন-যা-লাম'**

আমরা 'নাযিল' (অবতীর্ন হয়) শব্দটার সাথে পরিচিত যা এই মূল থেকে এসেছে। এই মূল থেকে মোট ১২টি শব্দ এসেছে যা আল-কুরআনে সর্বমোট ২৯৩ বার ব্যবহার হয়েছে। তার মধ্যে উল্লেখযোগ্য হলো '***আন্‌যালা***' (নাযিল করা, নামানো, অবতীর্ন করা, পাঠানো), যেমন সূরা ক্বদরের ১ম আয়াতে আমরা পাই '*ইন্না **আন্‌যাল**নাহু ফি- লাইলাতুল ক্বদর' (নিশ্চয়ই আমি এটি **নাযিল করেছি** ক্বদরের রাতে)* [৯৭:১]। চলুন উদাহরণসহ অন্যান্য শব্দগুলো দেখি।

| ن/ز/ل | নাযিল করা, অবতরণ করা, নামা, নামানো, পাঠানো, অবতীর্ন, আপ্যায়ন | ২৯৩ |
|---|---|---|
| *শব্দ* | *অর্থ* | *আল-কুরআন হতে উদাহরন* | *কুরআনে কতবার?* |
| نَزَلَ | [v] নামা, অবতরণ করা | 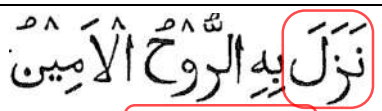<br>বিশ্বস্ত আত্মা (জিবরাঈল আঃ) একে নিয়ে অবতরণ করেছে। [২৬:১৯৩] | ৬ |
| نَزَّلَ<br>نُزِّلَ<br>(passive) | [v] নাযিল করা, নামানো, অবতীর্ন | 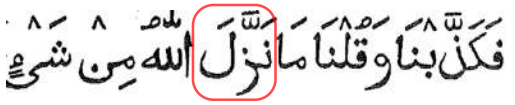<br>অতঃপর, আমরা মিথ্যারোপ করেছিলাম এবং বলেছিলামঃ আল্লাহ্ কোনকিছু নাযিল করেননি। [৬৭:৯] | ৬২ |

| | | | |
|---|---|---|---|
| أَنزَلَ<br>أُنْزِلَ<br>(passive) | করা, পাঠানো | قَدْ أَنزَلَ اللَّهُ إِلَيْكُمْ ذِكْرًا<br>নিশ্চয়ই, আল্লাহ্ তোমাদের প্রতি অবতীর্ন করেছেন উপদেশ। [৬৫:১০] | ১৮৩ |
| تَنَزَّلَ | [v] নাযিল হয়/করে, অবতীর্ন হয়, অবতরণ করে | تَنَزَّلُ الْمَلَائِكَةُ وَالرُّوحُ فِيهَا بِإِذْنِ رَبِّهِم مِّن كُلِّ أَمْرٍ<br>এতে (এই রাতে) প্রত্যেক কাজের জন্য ফেরেশতাগণ ও রূহ অবতীর্ন হয় তাদের রবের নির্দেশক্রমে। [৯৭:৪] | ৭ |
| تَنْزِيلٌ | [n] নাযিলকৃত, অবতীর্ন | تَنزِيلٌ مِّنْ رَبِّ الْعَالَمِينَ<br>এটা বিশ্বজগতের রবের নিকট থেকে নাযিলকৃত / অবতীর্ন। [৬৯:৪৩] | ১৫ |
| نُزُلٌ | [n] আপ্যায়ন, মেহমানদারি | نُزُلًا مِّنْ غَفُورٍ رَّحِيمٍ<br>এটা ক্ষমাশীল, করুণাময়ের পক্ষ থেকে সাদর আপ্যায়ন।[৪১:৩২] | ৮ |

## ১৩। ك/ذ/ب ‘কাফ-যাল-বা’

এই মূল থেকে আগত ৯টি শব্দ আল-কুরআনে সর্বমোট ২৮২ বার ব্যবহার হয়েছে। তার মধ্যে উল্লেখযোগ্য হলো ‘***কায্যাবা***’ (অস্বীকার করা, প্রত্যাখ্যান করা, মিথ্যারোপ করা) যেটা কুরআনে ১৭৬ বার এসেছে। যেমন, সূরা মাউন এর ১ম আয়াতে আমরা পাই ‘*আরাআই তাল্লাযি ইউ**কায্যিবু** বিদ্দি-ন*’ *(তুমি কি দেখেছ তাকে, যে বিচারদিবসকে **অস্বীকার করে**?)* [১০৭:১]। এই মূল থেকে আগত শব্দগুলো উদাহরণসহ নিচে দেয়া হলো।

| ك/ذ/ب | মিথ্যা, মিথ্যা বলা, মিথ্যারোপ করা, অস্বীকার করা, প্রত্যাখ্যান করা (to deny, to reject), মিথ্যাবাদী (liar) | ২৮২ |
|---|---|---|
| *শব্দ* | *অর্থ* | *আল-কুরআন হতে উদাহরন* | *কুরআনে কতবার?* |
| كَذَبَ | [v] মিথ্যা বলা, অস্বীকার করা, (to lie, to deny) | مَا كَذَبَ الْفُؤَادُ مَا رَأَىٰ<br>সে যা দেখেছে তার অন্তর তা অস্বীকার করেনি। [৫৩:১১] | ১১ |

| | | | |
|---|---|---|---|
| كَذَّبَ | [v] অস্বীকার করা, প্রত্যাখ্যান করা, মিথ্যারোপ করা ( to deny, to reject) | তখন সে অস্বীকার ও অমান্য করল । [৭৯:২১] فَكَذَّبَ وَعَصَىٰ | ১৭৬ |
| كَذِب | [n] মিথ্যা (lie, falsehood) | وَإِن يَكُ كَاذِبًا فَعَلَيْهِ كَذِبُهُ | ৩৩ |
| كَاذِب<br>كَاذِبُون<br>(বহুবচন) | [n] মিথ্যাবাদী, (liar) | সে যদি মিথ্যাবাদী হয় তবে তার উপরেই বর্তাবে তার মিথ্যা [৪০:২৮] | ৩২ |
| كَذَّاب | [n, adj] মিথ্যাবাদী (liar) | سَيَعْلَمُونَ غَدًا مَّنِ الْكَذَّابُ الْأَشِرُ<br>আগামীকালই তারা জানতে পারবে, কে চরম মিথ্যাবাদী, অহংকারী / দাম্ভিক । [৫৪:২৬] | ৫ |
| مُكَذِّبُون | অস্বীকারকারী, প্রত্যাখ্যানকারী, মিথ্যারোপকারী (denier, rejector) | وَيْلٌ يَوْمَئِذٍ لِّلْمُكَذِّبِينَ<br>সেদিন দুর্ভোগ মিথ্যারোপকারীদের জন্য । [৮৩:১০] | ২১ |

## ১৪। ج/ي/ء **'জীম-ইয়া-হামযা'**

এই মূল থেকে আগত ১টি শব্দই আল-কুরআনে ব্যবহার হয়েছে, যা মোট ২৭৮ বার এসেছে । উদাহরণসহ নিচে দেয়া হলো ।

| ج/ي/ء | আসা, আগমন করা, পৌছা (to come, to reach), হাজির করা, আনা (to bring) | | ২৭৮ |
|---|---|---|---|
| *শব্দ* | *অর্থ* | *আল-কুরআন হতে উদাহরন* | *কুরআনে কতবার?* |
| جَاءَ | আসা, আগমন করা (to come) | কারণ, তাঁর কাছে এক অন্ধ আসল । [৮০:২] أَن جَاءَهُ الْأَعْمَىٰ | ২৭৮ |
| جِئْنَا | আমরা হাজির করি/করবো | فَكَيْفَ إِذَا جِئْنَا مِن كُلِّ أُمَّةٍ بِشَهِيدٍ | |

| | | | |
|---|---|---|---|
| | | অতএব, কেমন হবে যখন প্রত্যেক উম্মত থেকে আমরা একজন সাক্ষী হাজির করবো। [৪:৪১] | |

## ১৫। خ/ل/ق ‘খ-লাম-ক্বফ’

এই মূল থেকে আগত ৮টি শব্দ আল-কুরআনে সর্বমোট ২৬১ বার ব্যবহার হয়েছে। এই শব্দগুলোর মধ্যেও বেশির ভাগের সাথে আমরা পরিচিত। যেমন, আমরা জানি আল্লাহ্‌র একটি গুণবাচক নাম ‘আল-খা-লিক’ (সৃষ্টিকর্তা)। সূরা ফালাক্বে যেমন আমরা পাই ‘*মিন শাররিমা **খলাক্ব**’ (তিনি **যা সৃষ্টি করেছেন** তার অনিস্ট থেকে)* [১১৩:২]। চলুন উদাহরণসহ অন্যান্য শব্দগুলো দেখি।

| خ/ل/ق | সৃষ্টি করা, বানানো, স্রষ্টা, সৃষ্টিকর্তা, সৃষ্টি, অংশ | | ২৬১ |
|---|---|---|---|
| *শব্দ* | *অর্থ* | *আল-কুরআন হতে উদাহরন* | *কুরআনে কতবার?* |
| خَلَقَ<br>خُلِقَ<br>(passive) | [v] সৃষ্টি করা, বানানো | خَلَقَ الْإِنسَانَ مِنْ عَلَقٍ<br>তিনি সৃষ্টি করেছেন মানুষকে ‘আলাক’ থেকে। [৯৬:২] | ১৮৪ |
| خَالِقٌ<br>خَالِقُونَ<br>(বহুবচন) | [n] স্রষ্টা, সৃষ্টিকর্তা, সৃষ্টিকারী, আল্লাহ্‌র একটি গুণবাচক নাম | ذَٰلِكُمُ اللَّهُ رَبُّكُمْ خَالِقُ كُلِّ شَيْءٍ<br>আর তিনি আল্লাহ্, তোমাদের রব; সব কিছুর সৃষ্টিকর্তা [৪০:৬২] | ১২ |
| خَلْقٌ | [n] সৃষ্টি | مَا تَرَىٰ فِي خَلْقِ الرَّحْمَٰنِ مِن تَفَاوُتٍ<br>পরম করুণাময়ের সৃষ্টিতে তুমি কোন তফাত/অসামঞ্জস্য দেখতে পাবে না। [৬৭:৩] | ৫২ |
| خَلَاقٌ | [n] অংশ | أُولَٰئِكَ لَا خَلَاقَ لَهُمْ فِي الْآخِرَةِ<br>আখিরাতে তাদের কোন অংশ নাই। [৩:৭৭] | ৬ |

# ৯। কুরআন বোঝার মুগ্ধ অনুভবে

এই অধ্যায়ে আল-কোরআনের গুরুত্বপূর্ন কিছু সূরা বা আয়াতের অনুবাদ করার চেষ্টা করব ইংশা-আল্লাহ । আমরা ইতিমধ্যে কুরআনের ৭০% শব্দের সাথে পরিচিত হয়েছি এবং আরবি ব্যাকরণের কিছু জরুরি নিয়ম জেনেছি, আলহামদুলিল্লাহ্ । এবার চলুন কুরআন খুলে দেখি । আশা করি, এখন থেকে অদ্ভুত এক আনন্দে ভরে উঠবে আমাদের হৃদয় যখন দেখব কুরআনের শব্দগুলোর বেশির ভাগই আমাদের কাছে পরিচিত লাগছে; আমাদের কাছ থেকে কুরআন বুঝে পড়তে পারার অন্তরায়গুলো ধীরে ধীরে সরে যাচ্ছে । এ এক অদ্ভুত ভালো লাগার অনুভূতি !! মহান আল্লাহ্ তা'য়ালার কথাগুলো বুঝতে পারার আনন্দ অনুভূতি !! চলুন তাহলে শুরু করি অনুপম মুগ্ধতার পথে আমাদের যাত্রা !!

শুরু করার আগে চলুন জেনে নেই অধ্যায়টা কিভাবে সাজানো হয়েছে । এখানে প্রতিটি অনুচ্ছেদে দুটি করে ছক আছে । প্রথম ছকে আলোচ্য সূরা বা আয়াতের মধ্যে আমাদের অপরিচিত শব্দগুলোর অর্থ দেয়া হলো । তবে, এই শব্দগুলোর সাথে অর্থের দিক দিয়ে কাছাকাছি আরও কিছু কুরআনের শব্দও দেয়া হলো যাতে সহজে আমরা আমাদের কুরআনিক শব্দ ভান্ডার আরও কিছুটা সমৃদ্ধ করতে পারি । দ্বিতীয় ছকের বাম কলামে প্রতিটি আরবি শব্দের আলাদা আলাদা অর্থ দেয়া হলো । তারপর শব্দের অর্থগুলো সুন্দর, বোধগম্য ভাবে সাজিয়ে পুরো আয়াতের অর্থ নিচে দেয়া হলো । ছকের ডান পাশের কলামে কিছু ক্লু দেয়া হলো যাতে বুঝতে সুবিধা হয় কিভাবে অনুবাদ করা হলো এবং কোথা থেকে আমরা শব্দগুলো চিনেছিলাম ।

## ৯.১ সূরা ফাতিহা

প্রথমেই শুরু করি আল-কুরআনের প্রথম সূরা, সূরা ফাতিহার দিয়ে । 'ফাতিহা' শব্দটি আরবি 'ফাতহুন' শব্দ থেকে এসেছে যার অর্থ 'উন্মুক্তকরণ' বা 'খোলা' । কারণ, এই সূরা দিয়েই আল-কুরআন খোলা হয় বা শুরু হয় । এই সূরাটি আল্লাহ্‌র তরফ থেকে আমাদের জন্য বিশেষ এক উপহার । নামাযের প্রত্যেক রাকায়াতে এটা পড়া ফরয । কিন্ত হায় ! কতজন আমরা এর অর্থ বুঝে পড়ি? তবে, লক্ষ্য করে দেখুন ইতিমধ্যেই এই সূরার বেশির ভাগ শব্দের সাথে আমাদের পরিচয় হয়ে গেছে, আলহামদুলিল্লাহ্ । এর মোট প্রায় ২৬টি শব্দের মধ্যে যে ৪টি শব্দ হয়তো আমাদের পরিচিত শব্দ তালিকার বাইরে থাকতে পারে তা নিচে দেয়া হলো । এর মধ্যে 'মাগদুবি' (গযবপ্রাপ্ত) শব্দটির আরবি মূল থেকে এসেছে আমাদের পরিচিত একটি শব্দ 'গযব' । যাহোক, মূল অনুবাদে যাওয়ার আগে চলুন এই শব্দগুলোর অর্থগুলো আগে দেখি ।

| শব্দ | অর্থ এবং কাছাকাছি অন্যান্য শব্দ | কোরআনে কতবার? |
|---|---|---|
| نستعين | আমরা সাহায্য চাই | ১ |

| | | |
|---|---|---|
| | اسْتَعِينُو = [v] সাহায্য চাওয়া | ৩ |
| مستقيم | সোজা, সরল, সঠিক | ৩৭ |
| | قَامُو اسْتَ = [v] সুদৃঢ়/স্থির/সোজা/অবিচল থাকা | ১০ |
| المغضوب | গযবপ্রাপ্ত, অভিশপ্ত [শব্দটি এসেছে আরবি মূল **গইন-দোয়াদ-বা** = "গদব" ,বাংলায় যাকে বলি "গযব"] | ১ |
| | غَضَب , غَضْبَانَ = [n] রাগ, অভিসম্পাত, গযব<br>غَضِبَ = [v] রাগান্বিত হওয়া, গযব/অভিশাপ দেয়া | ১৪+২<br>৬ |
| الضالين | [n] পথভ্রষ্ট (বহুবচন) | ১৪ |
| | ضَلَّ = [v] পথভ্রষ্ট/বিভান্ত/পন্ড হওয়া, হারিয়ে যাওয়া<br>أَضَلَّ = [v] পথভ্রষ্ট/বিভান্ত/পন্ড করা, নিষ্ফল করা, গোমরাহ করা<br>ضَلَال , ضَلَالَةٌ = [n] পথভ্রষ্টতা, বিভান্তি<br>مُضِلٌّ = বিভান্তকারী | ৫৩<br>৬৪<br>৩৮ + ৯<br>৩ |
| | কুরআনের মোট শব্দ শিখলাম = | ২৫৫ টি |

## ১। সূরা ফাতিহা

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَٰنِ الرَّحِيمِ

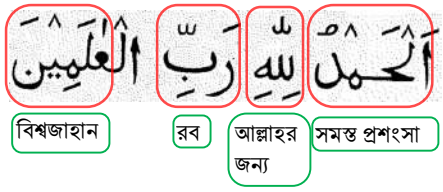


সমস্ত প্রশংসা বিশ্বজাহানের রব, আল্লাহ্‌রই জন্য ।

⇨ لِلَّهِ = লি (জন্য) + আল্লাহ্ = আল্লাহ্‌র জন্য । [অধ্যায় ৩, ৬]

⇨ الْحَمْدُ এসেছে আরবি মূল "**হামদ্**" (প্রশংসা) থেকে এবং الْعَالَمِينَ এসেছে আরবি মূল "**ইল্‌ম**" (জ্ঞান, বিশ্বজাহান) থেকে । [অধ্যায় ৪]

যিনি পরম করুণাময়,
অসীম দয়ালু ।

⇨ এই দুটি আল্লাহর গুণবাচক নাম; আরবি মূল "**রহম**" (রহমত, দয়া, করুণা) থেকে এসেছে । [অধ্যায় ৩]

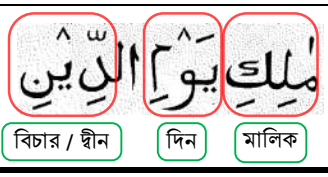


বিচার দিনের মালিক ।

⇨ এই ৩টি শব্দই আমাদের পরিচিত শব্দের তালিকায় আছে ।

| | |
|---|---|
| <br><br>আমরা শুধু/কেবল আপনারই ইবাদত করি এবং আপনারই সাহায্য চাই । | ⇨ كَ= তোমার / আপনার । দেখুন ১-বর্ণের শব্দের ছকে [অধ্যায় ৪]<br>⇨ نَ = আমরা (শব্দের শুরুতে থাকলে) । এই আয়াতে দুটি শব্দের শুরুতে এটা আছে । نَعْبُدُ = না (আমরা) + আবাদা (ইবাদত করা) = আমরা ইবাদত করি । বর্তমান-ভবিষ্যৎ কাল। [অধ্যায় ৭] |
| <br><br>আমাদেরকে সরল পথ দেখান । | ⇨ اِهْدِ = হিদায়েত করুন । শব্দটি এসেছে هـ/د/ي (হিদায়েত করা) মূল থেকে । [অধ্যায় ৮]<br>⇨ نَا = আমাদেরকে । [ছক-৭.৩] |
| <br><br>তাদের পথ যাদের আপনি নিয়ামত দান করেছেন । | ⇨ আল্লাজি-না = যারা/যাদের । [অধ্যায় ৬]<br>⇨ أَنْعَمْتَ শব্দটি এসেছে নি'মা / নিয়ামত (অনুগ্রহ) থেকে । অতীত কাল । [অধ্যায় ৭]<br>⇨ عَلَيْهِمْ = আ'লা (উপর) + হুম (তাদের) = তাদের উপর । [অধ্যায় ৬, ৭] |
| 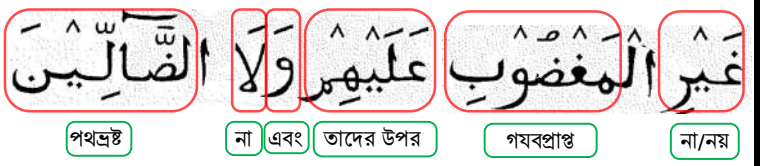<br><br>তাদের পথ নয়/ছাড়া যারা গযবপ্রাপ্ত এবং পথভ্রষ্ট । | ⇨ غَيْرِ = না/নয়/ছাড়া । [অধ্যায় ৬]<br>⇨ الضَّالِّينَ = পথভ্রষ্ট । শব্দের শেষে ينَ (ই-না) যোগ হওয়ায় বহুবচন হবে [ছক-৭.১] । |

## ৯.২ সূরা মুল্‌ক্‌

সূরা মুল্‌ক্‌ আমাদের বহুল পঠিত সূরার মধ্যে একটি । চলুন এর প্রথম ২টি আয়াত অনুবাদ করার চেষ্টা করি । এই আয়াত দুটিতে আল্লাহ্‌, নিজের পরিচয় দানের পাশাপাশি আমাদেরকে সৃষ্টির উদ্দেশ্য সম্পর্কে উল্লেখ করেছেন । এখানে আল্লাহ্‌র ৩টি গুণবাচক নাম (আস্‌মায়ুল হুস্‌না) আছে; আল-ক্বদীর (সর্বশক্তিমান), আল-আজিজ (পরাক্রমশালী), আল-গফুর (ক্ষমাশীল) । এই নামগুলোসহ এখানে মোট ২৪টি শব্দ আছে যার ২২টিই আমাদের পরিচিত, আলহামদুলিল্লাহ্‌ । মূল অনুবাদে যাওয়ার আগে চলুন আমাদের অপরিচিত (?) শব্দদুটি দেখে নাই ।

| শব্দ | অর্থ এবং কাছাকাছি অন্যান্য শব্দ | কোরআনে কতবার? |
|---|---|---|
| يَبْلُوَ | [v] তিনি পরীক্ষা করেন। بَلَوْ = পরীক্ষা করা | ২২ |
| | بَلَاءٌ =[n] পরীক্ষা। [বালা-মুসিবত (পরীক্ষা-বিপদ) শব্দের সাথে আমরা পরিচিত] | ৬ |
| أَحْسَنَ | [n, adj] সর্বোত্তম, উত্তম [আস্‌মায়ুল হুস্‌না=উত্তম নামসমুহ] | ৩৬ |
| | أَحْسَنَ =[v] ভালো কাজ করা, ইহসান করা<br>إِحْسَان = উত্তম/সদয় ব্যবহার, সদাচরণ<br>حَسَنَة , حَسَن = উত্তম, কল্যাণ, সুন্দর, উৎকৃষ্ট<br>حُسْن , اَلْحُسْنَى = উত্তম, কল্যাণকর<br>مُحْسِنِينَ = সৎকর্মশীল | ২১<br>১২<br><br>৩১+২১<br>১৩+১৮<br>৩৯ |
| | কুরআনের মোট শব্দ শিখলাম = | ২১৬ টি |

## ৬৭। সূরা মুল্‌ক্‌

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَٰنِ الرَّحِيمِ




বড় বরকতময় তিনি যার হাতে রাজত্ব। আর তিনি সব কিছুর উপর সর্বশক্তিমান/ক্ষমতাবান।

⇨ تَبٰرَكَ =বড় বরকতময়। বারাকা/বরকত শব্দের সাথেতো আমরা পরিচিত।

⇨ يَدِ =হাতে। ইয়াদুন= হাত। বাইনা আইদি=সামনে (দুই হাতের মধ্যে) [অধ্যায় ৬]




যিনি সৃষ্টি করেছেন মৃত্যু ও জীবন, তোমাদের পরীক্ষা করার জন্য- কে তোমাদের মধ্যে আমলে সর্বোত্তম। আর তিনি পরাক্রমশালী, ক্ষমাশীল।

⇨ অব্যয়, সর্বনামের অর্থের জন্য দেখুন অধ্যায় ৬।

⇨ يَبْلُوَ = তিনি পরীক্ষা করেন। ক্রিয়ার আগে ‘ইয়া’ যুক্ত হয়েছে। বর্তমান-ভবিষ্যৎ কাল। [অধ্যায় ৭, ছক-৭.৫]

## ৯.৩ সূরা ইখ্‌লাস

আল্লাহ্, তাঁর নিজের পরিচয় আমাদের কাছে তুলে ধরার জন্য একটি পূর্নাঙ্গ সূরা নাযিল করেন, আর তা হলো সূরা ইখ্‌লাস । রাসূলুল্লাহ (সাঃ) বললেন, "সেই সত্তার শপথ! যার হাতে আমার প্রাণ আছে, নিঃসন্দেহে এই সূরা (ইখলাস) কুরআনের এক তৃতীয়াংশের সমান" (সহীহুল বুখারি ৫০১৫) । আমাদের বহুল পঠিত সূরার মধ্যে এটিও অন্যতম । দেখুন, এখানে মোট ১৫টি শব্দের মধ্যে ৪টি বাদে বাকী সব শব্দের সাথে আমরা পরিচিত । এর মধ্যে ২টি শব্দ (আস্-সামাদ, কুফুয়ান) পুরো কুরআনে শুধু একবার এই সূরাতেই ব্যবহার হয়েছে ।

| শব্দ | অর্থ এবং কাছাকাছি অন্যান্য শব্দ | কোরআনে কতবার? |
|---|---|---|
| أَحَدٌ | [n] এক-অদ্বিতীয়, একক, কেউ, প্রত্যেক | ৭৪ |
| | إِحْدَى =এক, একটি, একজন<br>وَاحِدٌ , وَاحِدَةٌ =এক, একই<br>وَحْدَ , وَحِيدً =একা, একজন | ১১<br>৩০+৩১<br>৬+১ |
| الصَّمَدُ | অমুখাপেক্ষী, আল্লাহ্‌র একটি গুণবাচক নাম | ১ |
| يَلِدْ<br>يُولَدْ<br>(passive) | [v] তিনি জন্ম দেন | ৯ |
| | وَلَدٌ = সন্তান ( বহুবচন أَوْلَادٌ )<br>وَالِدٌ , وَالِدَيَّ = পিতামাতা, পিতা ( وَالِدَةٌ = মা ) | ৫৬<br>২৭ |
| كُفُوًا | সমকক্ষ, সমতুল্য, সমান | ১ |
| | কুরআনের মোট শব্দ শিখলাম = | ২৪৭ টি |

### ১১২। সূরা ইখ্‌লাস

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَٰنِ الرَّحِيمِ

বল, তিনি আল্লাহ্ ,
এক-অদ্বিতীয় ।

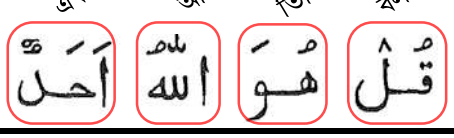


⇨ অব্যয়, সর্বনামের অর্থের জন্য দেখুন অধ্যায় ৬

| | |
|---|---|
| <br>আল্লাহ্ অমুখাপেক্ষী । | |
| 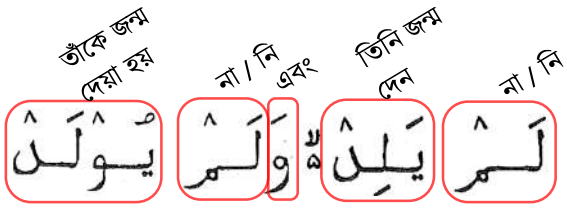<br>তিনি (কাউকে) জন্ম দেননি এবং (কেউ) তাঁকে জন্ম দেয়নি । | ⇨ يَلِدْ (তিনি জন্ম দেন) এর passive রূপ হচ্ছে يُوْلَدْ = তাঁকে জন্ম দেয়া হয় । |
| 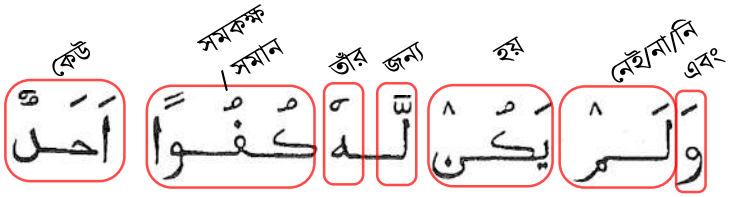<br>তাঁর সমকক্ষ কেউ নেই । | ⇨ অব্যয়, সর্বনামের অর্থের জন্য দেখুন অধ্যায় ৬ ।<br>⇨ يَكُنْ = হয় । আমাদের পরিচিত শব্দ **'কা-না'** (হয়েছিল), **'কুন'** (হও) । এই আয়াতের বাংলা অনুবাদে এই শব্দের অর্থ প্রয়োজন হয় না । |

## ৯.৪ সূরা নাস

আমাদের বহুল পঠিত সূরার মধ্যে এটিও অন্যতম । এখানে মোট ১৭টি শব্দের মধ্যে ১১টি শব্দই আমাদের পরিচিত । অপরিচিত শব্দের মধ্যে ২টি এসেছে ওয়াসওয়াসা বা কুমন্ত্রণা (এটি কি অপরিচিত ?) শব্দ থেকে; ১টি বিশেষ্য রূপ, অন্যটি ক্রিয়া রূপ ।

| শব্দ | অর্থ এবং কাছাকাছি অন্যান্য শব্দ | কোরআনে কতবার? |
|---|---|---|
| النَّاسِ | [n] মানুষ | ২৪১ |
| | إِنْسٌ , إِنْسَان = মানুষ, ইনসান | ৭১+১৮ |
| وَسْوَاسِ<br>يُوَسْوِسُ | [n] ওয়াসওয়াসা, কুমন্ত্রণা<br>[v] ওয়াসওয়াসা / কুমন্ত্রণা দেয় | ৫ |
| شَرِّ | [n] অনিষ্ট, অকল্যাণ, মন্দ, অমঙ্গল | ৩১ |

| | | |
|---|---|---|
| خَنَّاسِ | [n] আত্মগোপনকারী | ২ |
| صُدُورِ | [n] অন্তরসমূহ | ৪৪ |
| | কুরআনের মোট শব্দ শিখলাম = | ৪১২ টি |

## ১১৪। সূরা নাস

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَٰنِ الرَّحِيمِ

বল, আমি আশ্রয় চাই মানুষের রবের নিকট ।

⇨ অব্যয়, সর্বনামের অর্থের জন্য দেখুন অধ্যায় ৬

⇨ ‘রব’ এবং ‘নাস’ শব্দের শেষ বর্ণে যের / কাসরা থাকায় এর সাথে ৬ষ্ঠি বিভক্তি হয়েছে (‘এর’ যুক্ত হয়েছে, রব+এর =রবের) ।

মানুষের অধিপতির । মানুষের ইলাহ্‌র (নিকট) ।

⇨ সব শব্দের শেষ বর্ণে ‘যের / কাসরা’ থাকায় এদের সাথে ৬ষ্ঠি বিভক্তি হয়েছে (অর্থাৎ ‘এর’ যুক্ত হয়েছে; যেমন মানুষ+এর =মানুষের)

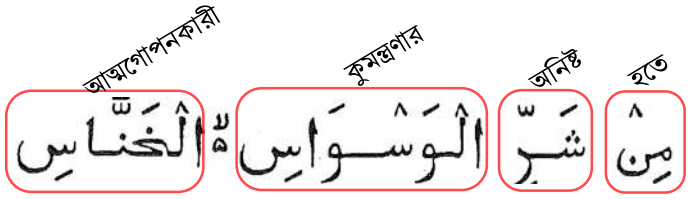


আত্মগোপনকারী, কুমন্ত্রণাদাতার অনিষ্ট হতে ।

⇨ ওয়াসওয়াসা বা কুমন্ত্রণা শব্দের সাথে আমরা পরিচিত । যেমন, শয়তানের ওয়াসওয়াসা বা শয়তানের কুমন্ত্রণা ।

যে কুমন্ত্রণা দেয় মানুষের অন্তরে ।

⇨ অব্যয়, সর্বনামের অর্থের জন্য দেখুন অধ্যায় ৬ ।

| | |
|---|---|
| مِنَ (হতে) الْجِنَّةِ (জ্বিনের) وَ (এবং) النَّاسِ (মানুষের)<br>জ্বিনের এবং মানুষের (মধ্য) হতে । | ⇨ يَلِدْ (তিনি জন্ম দেন) এর passive রূপ হচ্ছে يُولَدْ = তাঁকে জন্ম দেয়া হয় । |

## ৯.৫ সূরা ফালাক্ব

সূরা নাসের সাথে সূরা ফালাক্বও একই সাথে নাযিল হয় । এটিও আমাদের বহুল পঠিত সূরার মধ্যে একটি । এখানে মোট ১৮টি শব্দের ৭টি বাদে বাকী সব শব্দের সাথে আমরা পরিচিত । এখানে বেশ কিছু শব্দ এসেছে যা শুধুমাত্র এ সূরাতে ব্যবহার হয়েছে । চলুন আগে এই শব্দ গুলো জেনে নাই ।

| **শব্দ** | **অর্থ এবং কাছাকাছি অন্যান্য শব্দ** | **কোরআনে কতবার?** |
|---|---|---|
| فَلَق | [n] প্রভাত, সকাল, উষা | ১ |
| غَاسِق | [n] রাতের অন্ধকার | ১ |
| وَقَبَ | [v] তা গভীর হয় | ১ |
| النَّفّٰثٰتِ | [n] ফুঁ-দানকারী নারী | ১ |
| الْعُقَدِ | [n] গিরা, গিঁট, গ্রন্থি | ৪ |
| حَاسِدٍ<br>حَسَدَ | [n] হিংসুক<br>[v] সে হিংসা করে | ১<br>৪ |
| | কুরআনের মোট শব্দ শিখলাম = | ১৩ টি |

## ১১৪। সূরা ফালাক্ব

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَٰنِ الرَّحِيمِ

| | |
|---|---|
| বল, আমি আশ্রয় চাই প্রভাতের রবের নিকট । 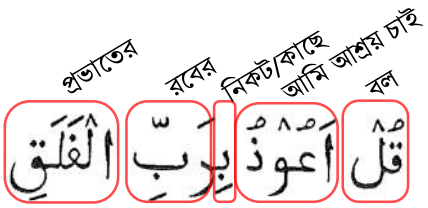  | ⇨ অব্যয়, সর্বনামের অর্থের জন্য দেখুন অধ্যায় ৬ ।<br>⇨ 'রব' এবং 'ফালাক্ব' শব্দের শেষ বর্ণে যের / কাসরা থাকায় এর সাথে ৬ষ্ঠি বিভক্তি হয়েছে ('এর' যুক্ত হয়েছে, রব+এর =রবের) । |
| 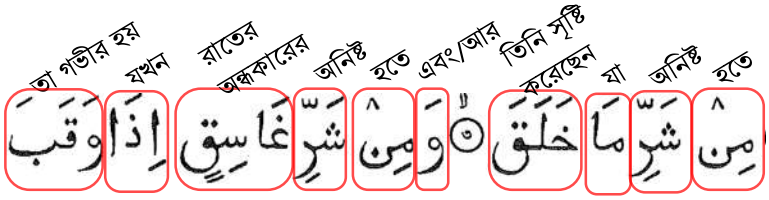  তিনি যা সৃষ্টি করেছেন তার অনিষ্ট হতে । আর, রাতের অন্ধকারের অনিষ্ট হতে যখন তা গভীর হয় । | ⇨ অব্যয়, সর্বনামের অর্থের জন্য দেখুন অধ্যায় ৬ ।<br>⇨ এখানে দুটি ক্রিয়া-বাচক শব্দ ; খ্বলাকা, অক্বাবা । |
| এবং গিরায় ফুঁ-দানকারী নারীদের অনিষ্ট হতে । 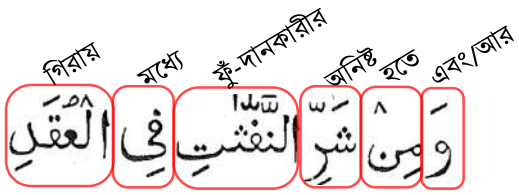  | ⇨ অব্যয়, সর্বনামের অর্থের জন্য দেখুন অধ্যায় ৬ ।<br>⇨ 'নাফ্ফা-ছা-ত'= ফুঁ-দানকারী, স্ত্রী-বাচক শব্দ । |
| আর হিংসুকের অনিষ্ট হতে যখন সে হিংসা করে । 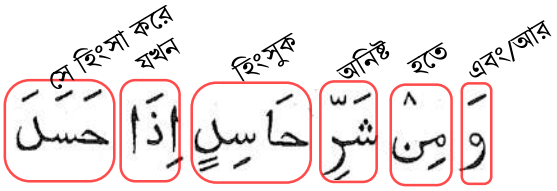  | ⇨ এই আয়াতে একই শব্দমূল (**হা'-সিন-দাল**) থেকে আগত দুটি শব্দ; **হা'-সিদ** = হিংসুক (কর্তা, যে হিংসা করে) এবং ক্রিয়াবাচক শব্দ **হা'সাদা** = সে হিংসা করে । |

## ৯.৬ সূরা নাছ্‌র্

আল-কুরআনের ছোট এবং নামাযে বহুল পঠিত সূরাগুলোর মধ্যে এটিও অন্যতম । এখানে মোট ২৩টি শব্দের মধ্যে ২০টি শব্দই আমরা চিনি । চলুন আগে অপরিচিত শব্দগুলোকে চিনে নেই ।

| শব্দ | অর্থ এবং কাছাকাছি অন্যান্য শব্দ | কোরআনে কতবার? |
|---|---|---|
| الْفَتْحُ | [n] বিজয়, মীমাংসা | ১২ |
| | فَتَحَ = [v] খুলে দেয়া, প্রকাশ করা, মীমাংসা করা, | ১৬ |

| | | |
|---|---|---|
| | বিজয় দেয়া। | |
| أَفْوَاجًا | দলে দলে | ২ |
| | فَوْجٌ = একটি দল | ৩ |
| سَبِّحْ | سَبَّحَ [v] পবিত্রতা , মহিমা ঘোষণা/বর্ণনা করা, গুণগান করা। | ৪২ |
| | سُبْحَان = [n] পবিত্র, মহিমাময়<br>تَسْبِيحَه = [n] পবিত্রতা, তাসবিহ্ | ৪১<br>২ |
| কুরআনের মোট শব্দ শিখলাম = | | ৪৩ টি |

## ১১৪। সূরা নাছ্‌র্

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَٰنِ الرَّحِيمِ




যখন আসবে আল্লাহ্‌র সাহায্য ও বিজয়।

- ‘ইযা-’ (যখন) ভবিষ্যৎ কালের জন্য।
- ‘জা-আ’ (অধ্যায় ৮) এবং ‘নাস্‌রুন’ (ছক-৭.৬) আমাদের জানা শব্দ।
- ‘ফাত্‌হ’ (বিজয়/মীমাংসা) শব্দটি এসেছে ‘***ফা-তা-হা***’ মূল থেকে। সূরা ফাতিহা (খোলা/উন্মুক্ত) নামটি এই মূল থেকে এসেছে।




এবং তুমি মানুষকে দলে দলে আল্লাহ্‌র দীনে প্রবেশ করতে দেখবে।

- ‘রআইতা’ (তুমি দেখবে) এসেছে ‘***র-হামযা-ইয়া***’ মূল থেকে (অধ্যায় ৮)।
- এখানে নাস্ (মানুষ) এর শেষ বর্ণে যবর/ফাত্‌হা আছে এতে ২য়া বিভক্তি হয়েছে, অর্থাৎ ‘মানুষকে’।
- يَدْخُلُونَ (তারা প্রবেশ করে/করবে) এসেছে ‘দাখালা’ (দাখিল হওয়া, প্রবেশ করা) থেকে। (ছক-৭.৫)

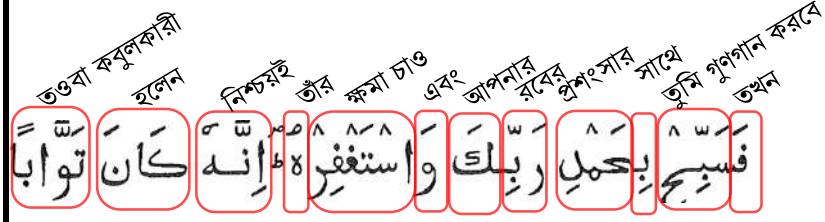


তখন, তুমি তোমার রবের প্রশংসার সাথে তাঁর পবিত্রতা বর্ণনা কর এবং তাঁর (নিকট) ক্ষমা চাও । নিশ্চয়ই তিনি তওবা কবুলকারী ।

⇨ অব্যয়, সর্বনামের অর্থের জন্য দেখুন অধ্যায় ৬ ।

⇨ سَبِّحْ = পবিত্রতা , মহিমা ঘোষণা/বর্ণনা করা, গুণগান করা । সুবহানাল্লাহ (আল্লাহ্ পবিত্র) ।

⇨ اسْتَغْفِرْ = ক্ষমা চাওয়া, ইস্তেগফার করা ।

আলহামদুলিল্লাহ্, আমরা এই অধ্যায়ে ৫টি পুর্ণ সূরা এবং ১টি সূরার ২টি আয়াতের অনুবাদ করলাম । একই সঙ্গে কুরআনের আরও ১১৮৬টি শব্দের সাথেও আমরা পরিচিত হলাম । যা আমাদের অর্থ বুঝে কুরআন পড়া আরও দূর এগিয়ে নিবে ইংশা-আল্লাহ । চলুন আরও বেশি বেশি অনুশীলন করি । মুগ্ধতার পথ ধরে এগিয়ে যাই । আল্লাহ্ আমাদের এই যাত্রায় বারাকা দিন ।

# তথ্যসূত্র


১। আল-কোরআনের ভাষা - এস এম নাহিদ হাসান, র‍্যাকস পাবলিকেশন্স, দ্বিতীয় সংস্করণঃ মার্চ ২০১৭, www.alquranervasha.com ।

২। Arabic-English Dictionary of Qur'anic Usage by Elsaid M. Badawi, Muhammad Abdel Haleem, Koninklijke brill NV, Leiden, The Netherlands, 2008.

৩। কোরআনের অভিধান - হাফেজ মুনির উদ্দীন আহমদ, আল কোরআন একাডেমী লন্ডন ।

৪। তিন ভাষায় Quranic Vocabulary - আবদুল করিম পারেখ, দারুস সালাম বাংলাদেশ ।

৫। লুগাতুল কোরআন, মূলঃ মওলানা আবদুল করীম পারেখ, অনুবাদকঃ মওলানা নাজমূল হক নোমানী, ভারত, ১৯৯৭ ।

৬। The Easy Dictionary of the Qur'an, compiled by Shaikh Abdul Karim Parekh, translated by (Late) Abdur Rasheed Kamptee, Dr. Abdulazeez Abdulraheem, Shaikh Abdul Ghafoor Parekh, 2000.

৭। Qur'an word frequency, http://quran.ilmsummit.org

৮। Arabic Acceleration Report: the fastest way to master classical Arabic, Sawitri Mardyani (Ph.D.), 2013, www.shariahprogram.ca

৯। Understand & Speak Arabic in just 12 coloured Tables!, 2nd edition, NAK book collection.

১০। কোরআন বোঝার মূলনীতি - ড. আবু আমীনাহ বিলাল ফিলিপস, সিয়ান পাবলিকেশন লিমিটেড, ২০১৬ ।

১১। Al-Quran-the Linguistic Miracle, www.linguisticmiracle.com

১২। The Quranic Arabic Corpus, http://corpus.quran.com/

১৩। Quran Analysis, http://www.qurananalysis.com/analysis/

১৪।

১৫।

১৬। সহীহ নূরানী কোরআন শরীফ, মূল তরজমা - মাওলানা আশরাফ আলী থানবী (রঃ) ।

১৭। কোরআনের বাংলা অনুবাদ - মুহিউদ্দীন খান ।

১৮।

১৯।

২০।

২১ ।

# কুরআনের শব্দ

## (পুনারাবৃত্তি সংখ্যার ভিত্তিতে অধঃক্রমে সজ্জিত)

ইঞ্জিঃ মুহাম্মদ মাস্‌উদ

০৫ এপ্রিল ২০২০

| ক্রমিক নং | শব্দ | অর্থ | আল-কুরআন হতে উদাহরন | কুরআনে কতবার | কত% শব্দ শিখলেন |
|---|---|---|---|---|---|
| ১। | مِنْ | হতে, থেকে | তাঁর সৃষ্টির অনিষ্ঠ হতে। [১১৩:২] 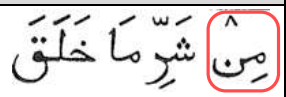 | ৩২২৬ | ৪.১৬ % |
| ২। | اَللّٰهِ | আল্লাহ্ | আল্লাহ্ কারো মুখাপেক্ষী নন। [১১২:৩] 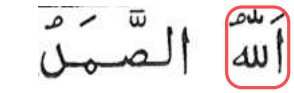 | ২৬৯৯ | ৭.৬৫ % |
| ৩। | لَا | না, নয় | 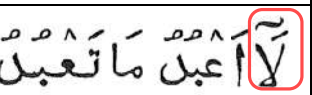 আমি ইবাদত করি না, তোমরা যার ইবাদত কর। [১০৯:২] | ২৩২৩ | ১০.৬৫ % |
| ৪। | فِيْ | মধ্যে (in) | যা খোলা কাগজে (কাগজের মধ্যে) আছে। 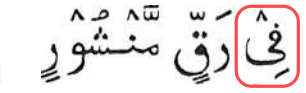 [৫২:৩] | ১৭০১ | ১২.৮৪ % |
| ৫। | اِنَّ | নিশ্চয়ই | 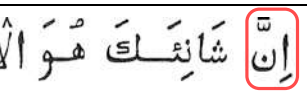 নিশ্চয়ই আপনার শত্রুরাই নির্বংশ। [১০৮:৩] | ১৬৮২ | ১৫.০২ % |
| ৬। | قَالَ | বলা (অতীত কাল), বলেছে | 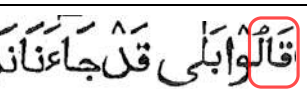 তারা বলবেঃ আমাদের কাছে সতর্ককারী এসেছিল। [৬৭:৯] | ১৬১৮ | ১৭.১১ % |
| ৭। | الَّذِيْ | যা, যে/যিনি, তিনি (who, which, that) | 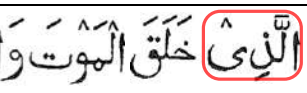 যিনি মৃত্যু ও জীবন সৃষ্টি করলেন। [৬৭:২] | ১৪৬৫ | ১৯.০ % |
| ৮। | عَلٰى | উপর (on) | এর উপর নিয়োজিত আছে উনিশ (ফেরেশতা)। 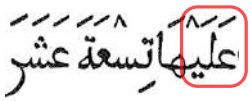 [৭৪:৩০] | ১৪৪৫ | ২০.৮৬ % |
| ৯। | لِ لَ | জন্য (for), নিশ্চয়ই (surely), প্রকৃতপক্ষে (truely) | তার জন্য কেউ প্রতিরোধ করতে পারবে না [৫৮:৮] 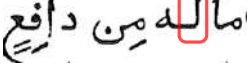 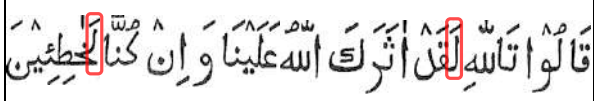 তারা বললঃ আল্লাহ্‌র শপথ! আল্লাহ্ নিশ্চয়ই তোমাকে আমাদের উপর প্রাধান্য দিয়েছেন এবং আমরা নিশ্চয়ই অপরাধী ছিলাম। [১২:৯১] | ১৪০৭ | ২২.৬৮ % |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| ১০। | كَانَ | হওয়া (অতীত কাল), হয়েছিল (was) | إِنَّ رَبَّهُۥ كَانَ بِهِۦ بَصِيرًا<br>নিশ্চয়ই, তার রব তার উপর দৃষ্টি রেখেছিলেন (অতীত কালে হয়েছিল) । [৮৪:১৫] | ১৩৫৮ | ২৪.৪৪ % |
| ১১। | مَا | যা, যার<br>না, নয়<br>কি, কী ?<br>(that, not, what) | مَآ أَغْنَىٰ عَنْهُ مَالُهُۥ وَمَا كَسَبَ<br>তার ধন সম্পদ আর সে যা অর্জন করেছে তা তার কোন কাজে আসল না। [১১১:২]<br>وَمَآ أَدْرَىٰكَ مَا هِيَهْ<br>আপনি কি জানেন তা কী ? [১০১:১০] | ১১৭৪ | ২৫.৯৫ % |
| ১২। | رَبّ | রব,<br>প্রতিপালক<br>(Lord) | وَرَبَّكَ فَكَبِّرْ<br>এবং তোমার রবের শ্রেষ্ঠত্ব ঘোষণা কর । [৭৪:৩] | ৯৭৫ | ২৭.২১ % |
| ১৩। | مَنْ | যে, যার,<br>কে?<br>(who, whoever, whose) | فَأَمَّا مَنْ طَغَىٰ<br>অনন্তর/অতঃপর যে সীমালঙ্ঘন করে । [৭৯:৩৭]<br>مَنْ ذَا ٱلَّذِى يَشْفَعُ عِنْدَهُۥٓ إِلَّا بِإِذْنِهِۦ<br>কে আছে এমন, যে সুপারিশ করবে তাঁর কাছে তাঁর অনুমুতি ছাড়া? [২:২৫৫] | ৮২৪ | ২৮.২৮ % |
| ১৪। | بِ | সাথে, সহ,<br>দ্বারা<br>(with, by) | ٱقْرَأْ بِٱسْمِ رَبِّكَ ٱلَّذِى خَلَقَ<br>পড়ুন, আপনার রবের নামে (নামসহ), যিনি সৃষ্টি করেছেন । [৯৬:১] | ৮১৯ | ২৯.৩৩ % |
| ১৫। | إِلَىٰ | দিকে, প্রতি,<br>পর্যন্ত (to, toward, until) | إِلَىٰ قَدَرٍ مَّعْلُومٍ<br>এক নির্দিস্ট সময় পর্যন্ত [৭৭:৩৭] | ৭৪২ | ৩০.২৯ % |
| ১৬। | إِنْ | যদি<br>না, নয় | أَرَءَيْتَ إِنْ كَذَّبَ وَتَوَلَّىٰ<br>তুমি লক্ষ্য করেছ কি যদি সে মিথ্যা আরোপ করে ও মুখ ফিরিয়ে নেয় (কি পরিণাম হবে)?[৯৬:১৩]<br>إِنْ هَٰذَآ إِلَّا قَوْلُ ٱلْبَشَرِ<br>এটা তো মানুষের কথা মাত্র (কথা ছাড়া অন্য কিছু নয়) । [৭৪:২৫] | ৬৯৪ | ৩১.১৯ % |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| ১৭। | إِلَّا | তাছাড়া (Except) | অবশ্য যারা মুসুল্লী (নামায আদায়কারী) তারা ছাড়া। [৭০:২২] إِلَّا الْمُصَلِّينَ | ৬৬৪ | ৩২.০৫ % |
| ১৮। | أَن | যে (that) | (একারণে) যে, সে নিজেকে অভাবমুক্ত মনে করে। [৯৬:৭] أَن رَّآهُ اسْتَغْنَىٰ | ৬১৩ | ৩২.৮৪ % |
| ১৯। | آمَنَ | বিশ্বাস করা, ঈমান আনা (to believe) | آمَنَ الرَّسُولُ بِمَا أُنزِلَ إِلَيْهِ مِن رَّبِّهِ রাসুলগণ রবের পক্ষ থেকে নাজিলকৃত সকল কিছুতে বিশ্বাস করেন। [২:২৮৫] | ৫৩৭ | ৩৩.৫৩ % |
| ২০। | ذَٰلِكَ | তা (that) | কঠোর স্বভাব, তা ছাড়া কুখ্যাত। [৬৮:১৩] عُتُلٍّ بَعْدَ ذَٰلِكَ زَنِيمٍ | ৪৭৯ | ৩৪.১৫ % |
| ২১। | عَنْ | সম্পর্কে (about) | অপরাধীদের সম্পর্কে [৭৪:৪১] عَنِ الْمُجْرِمِينَ | ৪৬৫ | ৩৪.৭৫ % |
| ২২। | هُوَ | সে, তিনি | আর সে ভয়ও করে [৮০:৯] وَهُوَ يَخْشَىٰ<br>এবং তিনি পরাক্রমশালী, ক্ষমাময়। [৬৭:২] وَهُوَ الْعَزِيزُ الْغَفُورُ | ৪৬৪ | ৩৫.৩৫ % |
| ২৩। | أَرْض | পৃথিবী, ভূমি (the earth, land) | وَإِذَا الْأَرْضُ مُدَّتْ<br>এবং যখন পৃথিবী /ভূমিকে সম্প্রসারিত করা হবে। [৮৪:৩] | ৪৬১ | ৩৫.৯৪ % |
| ২৪। | إِذَا | যখন (ভবিষ্যৎ কাল) | إِذَا أُلْقُوا فِيهَا سَمِعُوا لَهَا شَهِيقًا وَهِيَ تَفُورُ<br>যখন তারা তথায় নিক্ষিপ্ত হবে, তখন তার উৎক্ষিপ্ত গর্জন শুনতে পাবে। [৬৭:৭] | ৪২৩ | ৩৬.৪৯ % |
| ২৫। | قَدْ | বস্তুত, নিশ্চয়ই, নিঃসন্দেহে (indeed) | নিঃসন্দেহে যে নিজেকে শুদ্ধ করে, সেই সফলকাম হয়। [৯১:৯] قَدْ أَفْلَحَ مَن زَكَّاهَا | ৪০৬ | ৩৭.০১ % |
| ২৬। | يَوْم | দিন | যিনি বিচার দিনের মালিক। [১:৩] مَٰلِكِ يَوْمِ الدِّينِ | ৪০৫ | ৩৭.৫৪ % |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| ২৭। | قَوْم | সম্প্রদায়, জাতি, কওম (People) | كَذَّبَتْ قَوْمُ لُوطٍۭ بِالنُّذُرِ<br>লূত-সম্প্রদায় সতর্ককারীদের প্রতি মিথ্যারোপ করেছিল। [৫৪:৩৩] | ৩৮৩ | ৩৮.০৩ % |
| ২৮। | ءَايَة | নিদর্শন, আয়াত (sign) | فَأَرَىٰهُ ٱلْءَايَةَ ٱلْكُبْرَىٰ<br>অতঃপর, সে (মুসা আঃ) তাকে বড় নিদর্শন দেখাল। [৭৯:২০] | ৩৮২ | ৩৮.৫৩ % |
| ২৯। | عَلِمَ | জানা (to know) | عَٰلِمُ ٱلْغَيْبِ وَٱلشَّهَٰدَةِ<br>গুপ্ত ও প্রকাশ্য সবই তিনি জানেন। [৫৯:২২] | ৩৮২ | ৩৯.০২ % |
| ৩০। | هُمْ | তারা , যারা (they) | ٱلَّذِينَ هُمْ يُرَآءُونَ<br>যারা লোক দেখানোর জন্য তা করে। [১০৭:৬] | ৩৭০ | ৩৯.৫০ % |
| ৩১। | أَنَّ | যে (that)<br>أَنْ [১৮নং শব্দের মত] | وَظَنَّ أَنَّهُ ٱلْفِرَاقُ<br>এবং সে মনে করবে যে, বিদায়ের ক্ষণ এসে গেছে। [৭৫:২৮] | ৩৬৬ | ৩৯.৯৭ % |
| ৩২। | كُلّ | সব, সবকিছু, প্রত্যেক | كُلُّ مَنْ عَلَيْهَا فَانٍ<br>ভূপৃষ্ঠের সবকিছুই ধ্বংসশীল [৫৫:২৬] | ৩৫৯ | ৪০.৪৩ % |
| ৩৩। | لَمْ | না, নাই (not) | وَلَمْ يَكُن لَّهُۥ كُفُوًا أَحَدٌۢ<br>আর তাঁর সমতুল্যও কেউ নেই। [১১২:৩] | ৩৪৮ | ৪০.৮৮ % |
| ৩৪। | ثُمَّ | আবার, তারপর, অতঃপর (Then) | ثُمَّ نَظَرَ<br>আবার তাকাল/দৃষ্টিপাত করল। [৭৪:২১] | ৩৪১ | ৪১.৩২ % |
| ৩৫। | جَعَلَ | তৈরী করা, বানানো, পরিণত করা (to make) | فَجَعَلَهُۥ غُثَآءً أَحْوَىٰ<br>তারপর তাকে কাল আবর্জনায়/খড়-কুটায় পরিণত করেন। [৮৭:৫] | ৩৪০ | ৪১.৭৬ % |
| ৩৬। | رَسُول | রসূল, বার্তাবাহক (the Messenger) | وَإِذَا ٱلرُّسُلُ أُقِّتَتْ<br>যখন রসূলরা সমবেত হবে। [৭৭:১১] | ৩৩২ | ৪২.১৯ % |
| ৩৭। | عَذَاب | শাস্তি (Punishment) | فَذُوقُوا۟ عَذَابِى وَنُذُرِ<br>অতঃপর আমার শাস্তি ও ভীতির স্বাদ আস্বাদন কর। [৫৪:৩৯] | ৩২২ | ৪২.৬১ % |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| ৩৮। | سَمَآء | আকাশ (sky) | وَالسَّمَآءِ وَالطَّارِقِ<br>কসম আকাশের এবং রাতে আগমনকারীর (নক্ষত্র) [৮৬:১] | ৩১০ | ৪৩.০১ % |
| ৩৯। | نَفْس | প্রাণ, নিজ, আত্মা, মন | وَنَفْسٍ وَّمَا سَوّٰىهَا<br>শপথ প্রাণের এবং যিনি তা সুবিন্যস্ত করেছেন, তাঁর। [৯১:৭] | ২৯৫ | ৪৩.৩৯ % |
| ৪০। | كَفَرَ | অবিশ্বাসী করা, কুফরি করা | اِلَّا مَنْ تَوَلّٰى وَكَفَرَ<br>তবে, যে মুখ ফিরিয়ে নেয় ও কুফরি করে। [৮৮:২৩] | ২৮৯ | ৪৩.৭৬ % |
| ৪১। | شَيْء | কিছু কোনকিছু (thing) | وَهُوَ عَلٰى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيْرٌ<br>এবং তিনি সব কিছুর উপর সর্বশক্তিমান। [৬৭:১] | ২৮৩ | ৪৪.১৩ % |
| ৪২। | أَوْ | অথবা, কিংবা (or) | عُذْرًا اَوْ نُذْرًا<br>অনুশোচনা সরূপ অথবা সতর্কতা সরূপ। [৭৭:৬] | ২৮০ | ৪৪.৪৯ % |
| ৪৩। | جَاءَ | আসা, আগমন করা (to come) | اَنْ جَآءَهُ الْاَعْمٰى<br>কারণ, তাঁর কাছে এক অন্ধ আগমন করল। [৮০:২] | ২৭৮ | ৪৪.৮৫ % |
| ৪৪। | عَمِلَ | কাজ করা, আমল/কর্ম করা (to work) | اِلَّا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا وَعَمِلُوا الصّٰلِحٰتِ<br>তবে তারা ছাড়া যারা ঈমান এনেছে এবং সৎকাজ করেছে [১০৩:৩] | ২৭৬ | ৪৫.২০ % |
| ৪৫। | لَوْ | যদিও (though) | وَلَوْ اَلْقٰى مَعَاذِيْرَهٗ<br>যদিও সে অজুহাত পেশ করে। [৭৫:১৫] | ২৭৬ | ৪৫.৫৬ % |
| ৪৬। | هٰذَا | এটা, এটি (পুরুষ-বাচক) (this) | هٰذَا يَوْمُ لَا يَنْطِقُوْنَ<br>এটা এমন দিন, যেদিন কেউ কথা বলবে না। [৭৭:৩৫] | ২৭৪ | ৪৫.৯১ % |
| ৪৭। | آتَى<br>اٰتَيْ<br>أُوتِيَ<br>(passive) | দেয়া, দান করা (to give, to be given) | وَلَقَدْ اٰتَيْنَا لُقْمٰنَ الْحِكْمَةَ اَنِ اشْكُرْ لِلّٰهِ<br>আর, আমরা নিশ্চয়ই লুকমানকে হিকমাত/প্রজ্ঞা দিয়েছিলাম (এবং বলেছিলাম) যে, আল্লাহ্‌র শুকরিয়া আদায় কর। [৩১:১২] | ২৭১ | ৪৬.২৬ % |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| ৪৮। | رَأَى<br>رَأَ | দেখা<br>(to see) | فَلَمَّا رَأَا الْقَمَرَ بَازِغًا قَالَ هَٰذَا رَبِّي<br>আর যখন সে উজ্জ্বল চাঁদ দেখল সে বললঃ এটাই আমার রব ! [৬:৭৭] | ২৭১ | ৪৬.৬১ % |
| ৪৯। | بَيْنَ | উভয়ের মধ্যে<br>(between both of them) | بَيْنَهُمَا بَرْزَخٌ لَّا يَبْغِيَانِ<br>উভয়ের মধ্যে আছে পর্দা, যা তারা অতিক্রম করতে পারে না। [৫৫:২০] | ২৬৬ | ৪৬.৯৬ % |
| ৫০। | أَتَى<br>أَتْ | আসা, পৌছা, আনা<br>(to come, to bring) | حَتَّىٰ أَتَانَا الْيَقِينُ<br>আমাদের কাছে দৃঢ়বিশ্বাস (মৃত্যু) আসা পর্যন্ত। [৭৪:৪৭] | ২৬৪ | ৪৭.৩০ % |
| ৫১। | كِتَٰب | কিতাব, বই<br>(book) | وَآتَيْنَاهُمَا الْكِتَابَ الْمُسْتَبِينَ<br>আর আমি উভয়কে স্পষ্ট কিতাব দিয়েছি। [৩৭:১১৭] | ২৬০ | ৪৭.৬৩ % |
| ৫২। | حَقّ | হক, সত্য<br>(truth) | وَإِنَّهُ لَحَقُّ الْيَقِينِ<br>নিশ্চয় এটা নিশ্চিত সত্য । [৬৯:৫১] | ২৪৭ | ৪৭.৯৫ % |
| ৫৩। | قَبْل | আগে, ইতিপুর্বে<br>(in the past) | إِنَّهُمْ كَانُوا قَبْلَ ذَٰلِكَ مُتْرَفِينَ<br>নিঃসন্দেহে তারা ইতিপুর্বে ভোগবিলাসে ডুবে ছিল। [৫৬:৪৫] | ২৪২ | ৪৮.২৭ % |
| ৫৪। | نَّاس | মানুষ<br>(mankind) | مَلِكِ النَّاسِ<br>মানুষের মালিক/অধিপতি। [১১৪:২] | ২৪১ | ৪৮.৫৮ % |
| ৫৫। | إِذْ | যখন (অতীত কাল)<br>(when) | وَإِذْ قَالَ مُوسَىٰ لِقَوْمِهِ<br>এবং (স্মরণ করুন) যখন মূসা তার সম্প্রদায়কে বলেছিল। [১৪:৬] | ২৩৯ | ৪৮.৮৯ % |
| ৫৬। | شَاءَ | ইচ্ছা করা, চাওয়া<br>(to will, to wish) | فَمَن شَاءَ ذَكَرَهُ<br>অতএব, যে ইচ্ছা করবে, সে একে গ্রহণ/স্মরণ করবে। [৮০:১২] | ২৩৬ | ৪৯.১৯ % |
| ৫৭। | أُولَٰئِكَ | ঐ সকল, তারা (those) | أُولَٰئِكَ الْمُقَرَّبُونَ<br>তারাই (আল্লাহ্‌র) নিকটতম [৫৬:১১] | ২০৮ | ৪৯.৪৬ % |
| ৫৮। | مُؤْمِن | মু’মিন, বিশ্বাসী (the believers) | قَدْ أَفْلَحَ الْمُؤْمِنُونَ<br>নিঃসন্দেহে মু’মিনরা সফলকাম হয়েছে। [২৩:১] | ২০২ | ৪৯.৭২ % |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| ৫৯। | بَعْدَ | পরে, তারপরে, তদুপরি (after) | কঠোর স্বভাব তদুপরি/তারপরে কুখ্যাত । [৬৮:১৩] عُتُلٍّۭ بَعْدَ ذَٰلِكَ زَنِيمٍ | ১৯৯ | ৪৯.৯৮ % |
| ৬০। | عِنْدَ | নিকটে, কাছে (near) | সিদরাতুলমুনতাহার নিকটে । [৫৩:১৪] عِندَ سِدْرَةِ ٱلْمُنتَهَىٰ | ১৯৭ | ৫০.২৩ % |
| ৬১। | خَلَقَ | সৃষ্টি করা (to creat) | সৃষ্টি করেছেন মানুষ । [৫৫:৩] خَلَقَ ٱلْإِنسَٰنَ | ১৮৪ | ৫০.৪৭ % |
| ৬২। | أَنزَلَ | নাজিল করা, পাঠানো (to send down) | তারা আরও বলে যে, তার কাছে কোন ফেরেশতা কেন পাঠানো হল না?[৬:৮] وَقَالُوا۟ لَوْلَآ أُنزِلَ عَلَيْهِ مَلَكٌ | ১৮৩ | ৫০.৭১ % |
| ৬৩। | خَيْر | ভাল, উৎকৃষ্ট (better) | وَٱلْـَٔاخِرَةُ خَيْرٌ وَأَبْقَىٰٓ অথচ পরকালের জীবন উৎকৃষ্ট ও স্থায়ী । [৮৭:১৭] | ১৭৮ | ৫০.৯৪ % |
| ৬৪। | سَبِيل | পথ (way) | অতঃপর তার পথ সহজ করেছেন । [৮০:২০] ثُمَّ ٱلسَّبِيلَ يَسَّرَهُۥ | ১৭৬ | ৫১.১৬ % |
| ৬৫। | كَذَّبَ | অস্বীকার / প্রত্যাখ্যান করা (deny, reject) | فَكَذَّبَ وَعَصَىٰ তখন (সে) অস্বীকার ও অমান্য করল । [৭৯:২১] | ১৭৬ | ৫১.৩৯ % |
| ৬৬। | دَعَا | আহবান করা, ডাকা, নিমন্ত্রণ করা (to call, to invite) | সে সহচরদের ডাকুক । [৯৬:১৭] فَلْيَدْعُ نَادِيَهُۥ | ১৭০ | ৫১.৬১ % |
| ৬৭। | أَمْر | কাজ (task, affair, matter) | আমার কাজকে সহজ করে দিন । [২০:২৬] وَيَسِّرْ لِىٓ أَمْرِى | ১৬৬ | ৫১.৮২ % |
| ৬৮। | ٱتَّقَىٰ [ و/ق/ي ] | ভয় করা (আল্লাহ্‌কে), তাকওয়া অবলম্বন করা | فَٱتَّقُوا۟ ٱللَّهَ وَأَطِيعُونِ অতএব, আল্লাহ্‌কে ভয় কর এবং আমার আনুগত্য কর । [২৬:১৪৪] | ১৬৬ | ৫২.০৪ % |
| ৬৯। | لَمَّا | যখন (when) | فَلَمَّا رَأَوْهُ زُلْفَةً سِيٓـَٔتْ وُجُوهُ ٱلَّذِينَ كَفَرُوا۟ অতঃপর যখন তারা তা (আখিরাত) নিকটে দেখবে তখন কাফিরদের মুখ মলিন হবে [৬৭:২৭] | ১৬৫ | ৫২.২৫ % |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| ৭০। | مَعَ | সাথে (with) | إِنَّ مَعَ الْعُسْرِ يُسْرًا<br>অবশ্যই দুঃখের সাথে রয়েছে স্বস্তি । [৯৪:৬] | ১৬৪ | ৫২.৪৬ % |
| ৭১। | عَلِيم | সব বিষয়ে অবগত/জানা, বিজ্ঞ (all-knowing) | وَاللَّهُ وَاسِعٌ عَلِيمٌ<br>আর, আল্লাহ্ হলেন অনুগ্রহ দানকারী এবং সব বিষয়ে অবগত। [২:২৪৭] | ১৬৩ | ৫২.৬৭ % |
| ৭২। | بَعْض | কিছু (some) | وَلَوْ تَقَوَّلَ عَلَيْنَا بَعْضَ الْأَقَاوِيلِ<br>আর, সে যদি আমার উপর কিছু বানিয়ে বলত [৬৯:৪৪] | ১৫৭ | ৫২.৮৮ % |
| ৭৩। | آخِر | আখিরাত, পরকাল, শেষ (hereafter) | وَتَذَرُونَ الْآخِرَةَ<br>আর, (তোমরা) আখিরাতকে উপেক্ষা কর । [৭৫:২১] | ১৫৫ | ৫৩.০৮ % |
| ৭৪। | إِلَـٰه | ইলাহ, মা'বুদ | إِلَٰهِ النَّاسِ<br>মানুষের ইলাহর। [১১৪:৩] | ১৪৭ | ৫৩.২৭ % |
| ৭৫। | جَنَّة | জান্নাত, বেহেশত | وَادْخُلِي جَنَّتِي<br>আর আমার জান্নাতে প্রবেশ কর । [৮৯:৩০] | ১৪৭ | ৫৩.৪৬ % |
| ৭৬। | غَيْر | না, নয় (not) | عَلَى الْكَافِرِينَ غَيْرُ يَسِيرٍ<br>কাফিরদের জন্য তা সহজ নয়। [৭৪:১০] | ১৪৭ | ৫৩.৬৫ % |
| ৭৭। | نَار | আগুন (fire) | نَارٌ حَامِيَةٌ<br>তা হল, এক উত্তপ্ত আগুন। [১০১:১১] | ১৪৫ | ৫৩.৮৩ % |
| ৭৮। | دُون | ব্যতীত, ছাড়া (except, besides) | وَمِن دُونِهِمَا جَنَّتَانِ<br>ওই দুটি ছাড়াও আরও দুটি বাগান রয়েছে। [৫৫:৬২] | ১৪৪ | ৫৪.০২ % |
| ৭৯। | هَدَى | পথ দেখানো, হেদায়াত করা (to guide) | وَالَّذِي قَدَّرَ فَهَدَىٰ<br>এবং যিনি সুপরিমিত করেছেন অতঃপর পথ দেখিয়েছেন। [৮৭:৩] | ১৪৪ | ৫৪.২১ % |
| ৮০। | أَيُّهَا | হে (O) | يَا أَيُّهَا الْمُدَّثِّرُ<br>হে চাদরাবৃত । [৭৪:১] | ১৪৩ | ৫৪.৩৯ % |
| ৮১। | حَتَّى | পর্যন্ত (untill) | حَتَّىٰ زُرْتُمُ الْمَقَابِرَ<br>কবরে যাওয়া পর্যন্ত । [১০২:২] | ১৪২ | ৫৪.৫৭ % |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| ৮২। | أَرَادَ | চাওয়া, ইচ্ছা করা (to want, to wish) | فعال لما يريد<br>তিনি যা চান তাই করেন। [৮৫:১৬] | ১৩৯ | ৫৪.৭৫ % |
| ৮৩। | أَمْ | অথবা , নাকি (or) | أم لكم سلطن مبين<br>নাকি তোমাদের সুস্পষ্ট কোন দলীল রয়েছে। [৩৭:১৫৬] | ১৩৭ | ৫৪.৯৩ % |
| ৮৪। | موسى | মূসা (আঃ) | رب موسى وهرون<br>মূসা ও হারুনের রব। [৭:১২২] | ১৩৬ | ৫৫.১১ % |
| ৮৫। | تَبِعَ | অনুসরণ করা, মানা (to follow, to abide by) | فمن تبع هداى فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون<br>যারা আমার উপদেশ মানবে তাদের কোন ভয় ও চিন্তা থাকবে না। [২:৩৮] | ১৩৬ | ৫৫.২৮ % |
| ৮৬। | أَنتُمْ | তোমরা (you) | ولا أنتم عبدون ما أعبد<br>আর তোমরা তার ইবাদতকারী নও যার ইবাদত আমি করি। [১০৯:৩] | ১৩৫ | ৫৫.৪৬ % |
| ৮৭। | قَلْب<br>قلوب (বহুবচন) | হৃদয় (hearts) | قلوب يومئذ واجفة<br>সেদিন অনেক হৃদয় ভীত সন্ত্রস্ত হবে। [৭৯:৮] | ১৩২ | ৫৫.৬৩ % |
| ৮৮। | عبد | বান্দা, দাস (slave) | عبدا إذا صلى<br>এক বান্দাকে, যখন সে নামায পড়ে। [৯৬:১০] | ১৩১ | ৫৫.৮০ % |
| ৮৯। | أَرْسَلَ | প্রেরণ করা, পাঠানো (to send) | وما أرسلوا عليهم حفظين<br>আর এদেরকে তো বিশ্বাসীদের তত্ত্বাবধায়করূপে প্রেরণ করা হয়নি । [৮৩:৩৩] | ১৩০ | ৫৫.৯৬ % |
| ৯০। | لَكِن | বরং, কিন্তু (but) | ولكن كذب وتولى<br>বরং প্রত্যাখ্যান করেছে এবং মুখ ফিরিয়েছে । [৭৫:৩২] | ১৩০ | ৫৬.১৩ % |
| ৯১। | ظَالِم<br>ظلمين (বহুবচন) | অবিচারক, জালিম (unjust), অন্ধকার (darkness) | ذكرى ت وما كنا ظلمين<br>স্বরণ করানোর জন্য, আর আমি জালিম নই। [২৬:২০৯] | ১২৯ | ৫৬.৩০ % |
| ৯২। | كَفِرُون<br>(বহুবচন) | কাফির, অবিশ্বাসী | قل يا يها الكفرون<br>বলে দিন, হে কাফিররা। [১০৯:১] | ১২৯ | ৫৬.৪৬ % |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| ৯৩। | لَعَلَّ | হয়তো | وَمَا يُدْرِيكَ لَعَلَّهُ يَزَّكَّىٰ<br>আপনি কি জানেন, হয়তো সে শুদ্ধ হত । [৮০:৩] | ১২৯ | ৫৬.৬৩ % |
| ৯৪। | أَخَذَ<br>(মূল= أ/خ/ذ দেখুন শব্দ-৯৭) | ধরা, পাকড়াও করা, নেয়া, গ্রহণ করা (to seize, to take) | فَأَخَذَهُ اللَّهُ نَكَالَ الْآخِرَةِ وَالْأُولَىٰ<br>অতঃপর, আল্লাহ্ তাকে আখিরাত ও ইহকালের আযাবে পাকড়াও করলেন। [৭৯:২৫] | ১২৭ | ৫৬.৮০ % |
| ৯৫। | أَهْل | পরিবার, পরিজন, অধিকারী, অধিবাসী | وَاجْعَل لِّي وَزِيرًا مِّنْ أَهْلِي<br>এবং আমার পরিবার থেকে একজন সাহায্যকারী বানিয়ে দিন । [২০:২৯] | ১২৭ | ৫৬.৯৬ % |
| ৯৬। | بَلْ | বরং | بَلْ نَحْنُ مَحْرُومُونَ<br>বরং আমরা তো কপালপোড়া / ভাগ্যহারা । [৬৮:২৭] | ১২৭ | ৫৭.১২ % |
| ৯৭। | اتَّخَذَ<br>(মূল= أ/خ/ذ দেখুন শব্দ-৯৪) | গ্রহণ করা, নেয়া, ধরা (to take) | وَاتَّخَذَ سَبِيلَهُ فِي الْبَحْرِ عَجَبًا<br>মাছটি আশ্চর্যজনক ভাবে সমুদ্রে পথ ধরে চলে গেল । [১৮:৬৩] | ১২৪ | ৫৭.২৮ % |
| ৯৮। | عَبَدَ<br>(দেখুন শব্দ-৮৮) | ইবাদত করা , দাসত্ব / গোলামী করা (to worship) | وَلَا أَنتُمْ عَابِدُونَ مَا أَعْبُدُ<br>তোমরাও তার ইবাদতকারী নও আমি যার ইবাদত করি। [১০৯:৩] | ১২২ | ৫৭.৪৪ % |
| ৯৯। | عَظِيم | মহা, বড় (great) | وَلَهُمْ عَذَابٌ عَظِيمٌ<br>তাদের জন্য রয়েছে মহাশাস্তি । [৩:১৭৬] | ১২০ | ৫৭.৬০ % |
| ১০০। | يَد | হাত (hand) | تَبَارَكَ الَّذِي بِيَدِهِ الْمُلْكُ<br>বরকতময় তিনি, যার হাতে রাজত্ব । [৬৭:১] | ১২০ | ৫৭.৭৫ % |

# গ। নামাযে আমরা কী বলি

আল্লাহ্ তাঁর প্রিয় হাবীব রসূল (সাঃ) কে মেরাজ রজনীতে নিজের কাজে ডেকে নিলেন। সাক্ষাত শেষে বিদায় বেলায় আল্লাহ্, রসূল (সাঃ) কে এক অনন্য উপহার দিলেন। রবের সাথে সরাসরি সাক্ষাতের যে অনন্য সূধা আস্বাদন করলেন রসূল (সাঃ); তার কিছুটা যেন উম্মতে মুহাম্মদ উপভোগ করতে পারে সে ব্যবস্থা করে দিলেন আল্লাহ্। রবের সাথে বান্দার আত্মিক যোগাযোগের সর্বোউত্তম এক পন্থা উপহার নিয়ে এলেন আমাদের রসূল (সাঃ)। রবের সাথে বান্দার এই যোগাযোগ বা কথোপকথনের পন্থা হলো সালাহ্ বা নামায। দৈনিক ৫ বার এই কথোপকথন প্রত্যেক উম্মতে মুহাম্মদের জন্য ফরয করা হয়েছে। রসূল (সাঃ) আমাদের দেখিয়ে গেছেন রবের সাথে কিভাবে আমরা এই যোগাযোগ স্থাপন করবো। তবে আমরা কি কখনও যাচাই করে দেখেছি আমাদের এই কথোপকথন বা যোগাযোগটা কি আত্মিক হচ্ছে, নাকি শুধুই বাহ্যিক আনুষ্ঠানিকতা ? রবের সাথে নামাযের মাধ্যমে কী কথা বলছি, তা কি আমরা সবাই জানি? এই অর্থ না জেনে নামায পড়া কি কখনও অর্থবহ হবে; রবের সাথে আমাদের বন্ধন কি সুদৃঢ় করবে?

একাধিক ভাষায় দখল না থাকলে আমরা দেখি বিভিন্ন দেশের রাষ্ট্রপ্রধানগণ তাদের দ্বিপাক্ষিক আলোচনায় দুভাষী ব্যবহার করেন। যদিও এতে আলোচনা চালিয়ে নেয়া যায় তবুও কি এখানে আন্তরিকতার স্বাদ পাওয়া যায় ? আর যদি এখানে কোন দুভাষী না থাকে ? কেমন হবে ব্যাপারটা ? ইশারা ইঙ্গিত করে কি কোন যোগাযোগ স্থাপিত হবে ?

আল্লাহ্ বলেন -

> **"তোমরা নেশাগ্রস্ত অবস্থায় নামাযের কাছে যেও না; যতক্ষণ না তোমরা যা বলছো তা বুঝতে পারো।"** [নিসা ৪:৪৩]

মদপানের নিষিদ্ধের প্রাথমিক পর্যায়ে আয়াতটি নাজিল হয়েছিল। তবে মদপানকে নিষিদ্ধ করার জন্য নাজিল হলেও আয়াতটি আমাদের আরও একটা গুরুত্বপুর্ন বার্তা দেয়। আর তা হলো নামাযে আমরা কী বলছি তা বুঝে বলা। একটু চিন্তা করুন ... দিনের পর দিন আমরা তো অর্থ না বুঝে শুধু মুখস্ত করা কয়েকটা আরবি বাক্য দিয়েই আমাদের নামায আদায় করছি। মদপান না করেও আমরা যেন নেশাগ্রস্তের মত নামায পড়ছি !!

তাই তাই চলুন নামাযটাকে আরও একটু অর্থবহ করি; যেন রবের কাছে আমাদের আর্জি গুলো আরও আন্তরিকভাবে পেশ করতে পারি। চলুন জানি নামাযে আমরা প্রতিদিন কী কথা বলছি আল্লাহ্র সাথে। ***নামাযে মুলত আমরা আমাদের আর্জি পেশ করার আগে আল্লাহ্র বড়ত্ব, মহিমা, প্রশংসা এবং পবিত্রতা (তাসবিহ্) বর্ণনা দিয়ে শুরু করি***। যেমনি ভাবে একজন প্রজা কোন আবদার নিয়ে বাদশাহের কাছে গেলে প্রথমে তার মহত্ত্ব, দয়া বা প্রশংসা দিয়েই শুরু করে। যাহোক, আমরা নামায শুরু করি **আল্লাহু আকবার**

অর্থাৎ **আল্লাহ্ সর্বশ্রেষ্ঠ** বলে । এখানে **'আকবার'** শব্দটি এসেছে **'কাবির'** =বড় [কবীরা গুনাহ্ (বড় গুনাহ্) শব্দটিতো আমরা জানি] শব্দ থেকে ।

| | |
|---|---|
| | আল্লাহ্ সর্বশ্রেষ্ঠ । |

## প্রয়োজনীয় কিছু শব্দ

নামাযের বিভিন্ন রূকনগুলোতে আমরা কী বলি তা জানতে এবং মনে রাখতে আমাদের কিছু আরবি শব্দ জানতে হবে । এখানে কিছু প্রয়োজনীয় অব্যয় এবং সর্বনাম দেয়া হলো ।

| অব্যয় ও অন্যান্য | | সর্বনাম | |
|---|---|---|---|
| بِ | সাথে, সহ, নিকট, দ্বারা | _يْ | আমার |
| وَ | এবং, ও, আর | _نَا | আমাদের |
| لِ، لَ | জন্য | أَنْتَ | আপনি, তুমি |
| عَلَى | উপর | _كَ | আপনার, আপনাকে |
| الأَعْلَى | সবার উপর | _هُ | তার |
| تَعَالَى | সুউচ্চ, অতি উচ্চ | _هُمْ ، _هِمْ | তাদের |
| إِيَّا | কেবলমাত্র | مَنْ | কে? যে/যিনি |
| لَا | না, নয়, নেই | الَّذِينَ | যারা |
| إِلَّا ، غَيْر | ব্যতীত, ছাড়া | أَيُّهَا | হে |
| | | اللَّهُمَّ | হে আল্লাহ্ |

আরও কিছু শব্দ আমাদের জানতে হবে । তবে লক্ষ্য করুন এই শব্দগুলোর বেশির ভাগের অর্থই আমরা জানি । এখানে মূল শব্দের আগে বা পরে সর্বনাম এবং অব্যয় বসে (মুক্ত বা যুক্ত ভাবে) বিভিন্ন শব্দ তৈরি হয়েছে । আগের ছকের সাথে মিলিয়ে পড়লে অর্থ মনে রাখা সহজ হবে ।

| | | | |
|---|---|---|---|
| الْحَمْدُ | সমস্ত প্রশংসা | الرَّحْمٰنِ | পরম করুণাময় |
| حَمِيدٌ | অত্যন্ত প্রশংসিত | الرَّحِيمِ | অসীম দয়ালু |
| حَمِدَهُ | তাঁর প্রশংসা | الْعَظِيمِ | মহান, সুমহান |
| بِحَمْدِكَ | আপনার প্রশংসাসহ | الرَّجِيمِ | বিতাড়িত |
| | | سَمِعَ | তিনি শুনেন |
| تَبَارَكَ | বড় বরকতময় | أَشْهَدُ | আমি সাক্ষ্য দিচ্ছি |
| بَرَكَاتُهُ | তাঁর বরকত | أَعُوذُ | আমি আশ্রয় চাচ্ছি |
| بَارِكْ | বরকত নাযিল করুন | بِسْمِ | নামসহ, নাম নিয়ে, নামে |
| بَارَكْتَ | বরকত নাযিল করেছেন | اِسْمُكَ | আপনার নাম |

## সানা

নামায শুরু করে প্রথমে আমরা বলি সানা । এখানে মূলত আমরা আল্লাহ্‌র প্রশংসাসহ পবিত্রতা, মর্যাদা ও মহিমা ঘোষণা করি । লক্ষ্য করুন, এখানে **'সুব্‌হা-ন'** (পবিত্র) শব্দটি এসেছে **'সাব্বাহা'** (পবিত্রতা/মহিমা ঘোষণা/বর্ণনা করা) শব্দ থেকে, যার আরবি মূল **'সিন-বা-হা'** । যেমন আমরা বলি ' **সুবহা-ন আল্লাহ'** (আল্লাহ্‌ পবিত্র) কিংবা **'আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া'তায়ালা'** (আল্লাহ্‌ পবিত্র এবং অতি উচ্চ) । এই শব্দ থেকে আমাদের পরিচিত আরেকটি শব্দ **'তাসবিহ্‌' (পবিত্রতা)** এসেছে ।

| **শব্দ** | **অর্থ এবং কাছাকাছি অন্যান্য শব্দ** |
|---|---|
| سُبْحَانَ | [n] পবিত্র, মহিমাময় (praise and glory be to) |
| | سَبَّحَ = [v] পবিত্রতা/মহিমা ঘোষণা/বর্ণনা করা, গুণগান করা ।<br>تَسْبِيحَه = [n] পবিত্রতা, তাসবিহ্‌ |
| جَدُّ | মর্যাদা |

| সানা | |
|---|---|
| 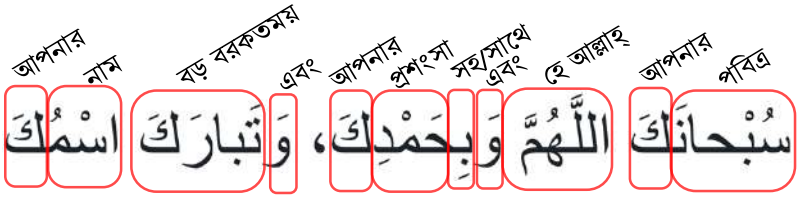 | হে আল্লাহ! আপনার প্রশংসাসহ আপনার পবিত্রতা ও মহিমা ঘোষণা করছি, আপনার নাম বড়ই বরকতময় |
| | এবং আপনার মর্যাদা অতি উচ্চ, আপনি ছাড়া কোন ইলাহ্ নেই । |

## শয়তান থেকে আশ্রয় চেয়ে আল্লাহ্‌র নামে শুরু

সানা বলার পর আমরা আল্লাহ্‌র কাছে বিতাড়িত শয়তান থেকে আশ্রয় চাই এবং আল্লাহ্‌র নামে শুরু করি ।

| শয়তান থেকে আশ্রয় এবং আল্লাহ্‌র নামে শুরু | |
|---|---|
| | বিতাড়িত শয়তান হতে আমি আল্লাহ্‌র নিকট আশ্রয় চাচ্ছি । |
| | পরম করুণাময়, অসীম দয়ালু আল্লাহ্‌র নামে (শুরু করি) । |

# সূরা ফাতিহা

সূরা ফাতিহা হলো আল-কুরআনের সারমর্ম । এর মোট ৭টি আয়াত । এই সূরায় আল্লাহ্ আমাদের শিখিয়ে দিয়েছেন কিভাবে আমরা তাঁর কাছে চাইবো । এখানে লক্ষ্য করুন প্রথম ৩টি আয়াতে আমরা আল্লাহ্র প্রশংসা এবং তাঁর পরিচয় (দয়াময়, করুণাময়, বিচারদিনের মালিক) তুলে ধরি । মধ্যম বা ৪র্থ আয়াতে আমরা আল্লাহ্কে অনুনয় করে বলি যে আমরাতো শুধু আপনারই ইবাদত করি এবং আপনারই সাহায্য চাই (তাই আমাদের আর্জি পূরণ করুন) । আর শেষ ৩ আয়াতে আমরা আমাদের আর্জি পেশ করি যে আমাদের সরল পথ দেখান, তাদের পথ যারা নিয়ামতপ্রাপ্ত, তাদের নয় যারা গযবপ্রাপ্ত । নামাযের প্রতি রাকায়াতে এটি পড়া ফরয । শব্দে শব্দে এর অর্থ দেখার আগে চলুন কিছু শব্দের অর্থ জেনে নেই ।

| শব্দ | অর্থ |
|---|---|
| نستعين | আমরা সাহায্য চাই |
| مستقيم | সোজা, সরল, সঠিক |
| المغضوب | গযবপ্রাপ্ত, অভিশপ্ত [শব্দটি এসেছে আরবি মূল **গইন-দোয়াদ-বা** = “গদব” ,বাংলায় যাকে বলি “গযব”] |
| الضالين | পথভ্রষ্ট (বহুবচন) |

| সূরা ফাতিহা | بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَٰنِ الرَّحِيمِ |
|---|---|
| 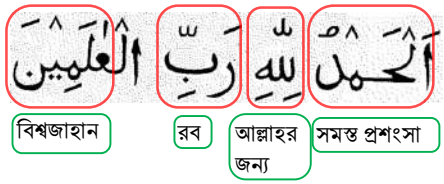 | সমস্ত প্রশংসা বিশ্বজাহানের রব, আল্লাহ্রই জন্য । |
| | যিনি পরম করুণাময়, অসীম দয়ালু । |
| | বিচার দিনের মালিক । |

| | |
|---|---|
| | আমরা শুধু/কেবল আপনারই ইবাদত করি এবং আপনারই সাহায্য চাই । |
| 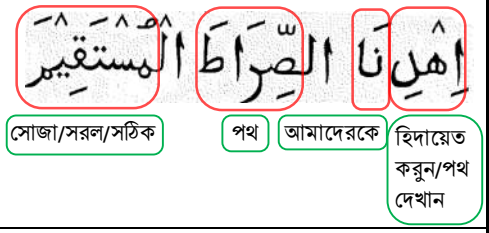 | আমাদেরকে সরল পথ দেখান । |
| 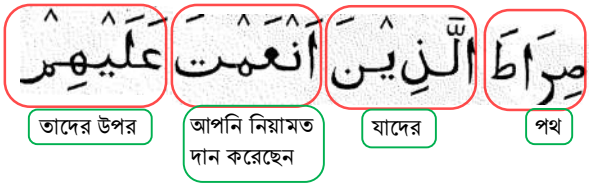 | তাদের পথ যাদের আপনি নিয়ামত দান করেছেন । |
| | তাদের পথ নয়/ছাড়া যারা গযবপ্রাপ্ত এবং পথভ্রষ্ট । |

সূরা ফাতিহার পর আমরা অন্য কোন সূরা বা কুরআনের কিছু আয়াত পড়ি । কিছু ছোট সূরার অনুবাদ দেখুন অধ্যায়-৯ এ ( **এখানে** )।

## রুকু ও সিজদা

এবার চলুন দেখি রুকু ও সিজদা তে আমরা যে তাসবিহ্ গুলো বলি শব্দে শব্দে তার অর্থ ।

| রুকু এবং সিজ্‌দা | |
|---|---|
| | আমার মহান রবের পবিত্রতা ও মহিমা ঘোষণা করছি । |
| | আল্লাহ্ শুনেন যে তাঁর প্রশংসা করে । |

| | |
|---|---|
| | হে আমাদের রব ! আর আপনার জন্যই সমস্ত প্রশংসা । |
| | আমার রবের পবিত্রতা ও মহিমা ঘোষণা করছি, যিনি সবার উপরে । |

সিজদাহ থেকে নামাযের বাকী অংশের অনুবাদগুলো বুঝতে আমাদের আরও কিছু শব্দের সাথে পরিচিত হতে হবে যা নিচে দেয়া হলো ।

| অব্যয় | | | |
|---|---|---|---|
| فَ | তখন, অতঃপর, অতএব | مِنْ | হতে, থেকে |
| إِنَّ | নিশ্চয়ই | عِنْدِ | নিকটে, কাছে |
| أَنْ ، أَنَّ | যে | كَمَا | যার মত, যেরূপ |

| | | | |
|---|---|---|---|
| مَجِيدٌ | মহামহিমান্বিত | التَّحِيَّاتُ | যাবতীয় অভিবাদন/সম্ভাষণ/অভিনন্দন, সমস্ত মৌখিক ইবাদাত |
| الغَفُورُ | ক্ষমাকারী | الصَّلَواتُ | সকল সালাত, সমস্ত শারীরিক ইবাদাত |
| مَغْفِرَةً | ক্ষমা, মাফ | الطَّيِّباتُ | সকল উত্তম/পবিত্র কাজ, সমস্ত আর্থিক ইবাদাত |
| يَغْفِرُ | আপনি ক্ষমা করেন | الصَّالِحِينَ | সৎ, নেক |
| فَاغْفِرْ | অতএব মাফ করে দিন | صَلِّ | সালাম/রহমত নাযিল করুন |
| ظُلْماً | যুলুম | صَلَّيتَ | সালাম/রহমত নাযিল করেছেন |

| | | | |
|---|---|---|---|
| ظَلَمْتُ | আমি যুলুম করেছি | آلِ | বংশধরগণ, পরিজন, |
| الذُّنُوبَ | গুনাহ্সমূহ | كَثِيراً | অনেক |

## তাশাহুদ বা আত্তাহিয়্যাত

তাশাহুদে আমরা প্রথমে আল্লাহ্র কাছে আমাদের তিনটি জিনিস পেশ করি; যেমনি ভাবে কোন প্রজা যখন বাদশাহের সাথে সাক্ষাতে যায় তখন তাঁকে খুশি করার জন্য প্রথমে তাঁর জন্য আনা উপহারসামগ্রী পেশ করে । আল্লাহ্র কাছে পেশ করা এই তিনটি উপহার হলো - আমাদের ***সকল অভিবাদন বা মৌখিক ইবাদাত*** , ***সকল সালাত বা শারীরিক ইবাদাত*** এবং ***সকল উত্তম/পবিত্র কাজ বা সমস্ত আর্থিক ইবাদাত*** । তাশাহুদের প্রথম শব্দ **'আত্তাহিয়্যাতু'** এর অনুবাদ কেউ করেছেন **'যাবতীয় অভিবাদন/সম্ভাষণ/অভিনন্দন'** আবার কেউ করেছেন **'সমস্ত মৌখিক ইবাদাত'** বলে । তবে, এই আত্তাহিয়্যাত (সম্ভাষণ/অভিনন্দন) শব্দের বহুবচন ত্তাহিয়্যাত এসেছে মুল শব্দ হায়াত মানে জীবন থেকে । কারন ইসলাম পূর্ব জাহেলীয়া যুগে মানুষ একে অপরকে সম্ভাষণ/অভিনন্দন জানাত "হায়াকাল্লাহ" বলে যার অর্থ অপর জনের জীবনের জন্য দোয়া । রসূল (সাঃ) পরে আমাদের শিক্ষা দেন ইসলামী সম্ভাষণ/অভিনন্দন ( আসসালামু আলাইকুম), কিন্তু তাহিয়া শব্দ অপরিবর্তিত থেকে যায় ।

এক বর্ণনায় এসেছে মেরাজে রসূল (সাঃ) এর সাথে আল্লাহ্ এবং ফেরেশতাদের যে কথোপকথন হয় তাই তাশাহুদ । যেমন, প্রথমে রসূল (সাঃ) আল্লাহ্র কাছে উক্ত তিন উপহার পেশ করেন (১ম লাইন); তারপর আল্লাহ্ বলেন রসূল (সাঃ) এর উপর তাঁর সালাম, রহমত ও বরকত বর্ষিত হোক (২য় লাইন) । এরপর রসূল (সাঃ) বলেন এই সালাম আমাদের উপর এবং আল্লাহ্র সৎ বান্দাদের উপরও বর্ষিত হোক (৩য় লাইন) । সবশেষে ফেরেশতারা সাক্ষ্য দেন আল্লাহ্ ছাড়া কোন ইলাহ্ নেই এবং মুহাম্মদ (সাঃ) তাঁর বান্দা ও রসূল (৪র্থ এবং ৫ম লাইন) । যাহোক, চলুন এবার দেখি শব্দে শব্দে এই তাশাহুদের অনুবাদ ।

| তাশাহুদ | |
|---|---|
| 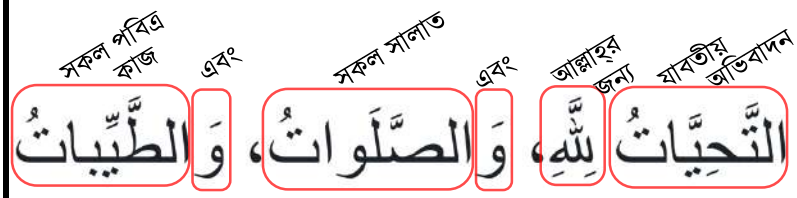 | যাবতীয় অভিবাদন আল্লাহর জন্য, (অনুরূপভাবে) সকল সালাত ও সকল পবিত্র কাজও । |
| | হে নবী ! আপনার উপর বর্ষিত হোক সালাম, আল্লাহ্‌র রহমত ও বরকতসমূহ । |
| | আমাদের উপর এবং আল্লাহ্‌র সৎ বান্দাদের উপরও বর্ষিত হোক সালাম । |
| 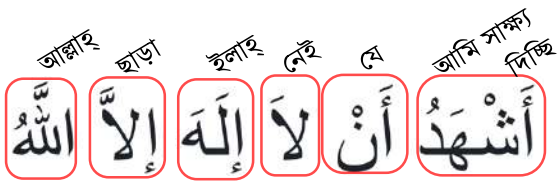 | আমি সাক্ষ্য দিচ্ছি যে, আল্লাহ্‌ ছাড়া কোন ইলাহ্‌ নেই । |
| 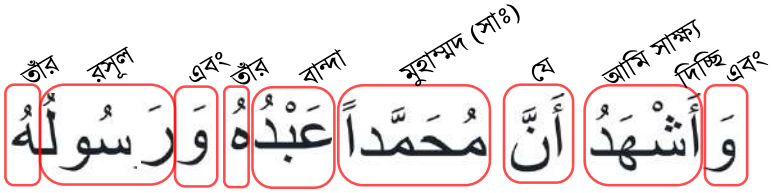 | এবং আমি আরও সাক্ষ্য দিচ্ছি যে, মুহাম্মদ (সাঃ) তাঁর বান্দা ও রসূল । |

## দুরূদ

একে দুরূদে ইবারহীমও বলে । এটি সর্বশ্রেষ্ট দুরূদ । এই দুরূদে আমরা আল্লাহ্‌র কাছে চাই যেন আল্লাহ্‌র সালাম/রহমত এবং বরকত নাযিল হোক আমাদের রসূল মুহাম্মদ (সাঃ) এবং তাঁর বংশধরগণের উপর যেমনি ভাবে আল্লাহ্‌ নাযিল করেছিলেন ইব্রাহীম (আঃ) এবং তাঁর বংশধরগণের উপর ।

| দুরূদ | |
|---|---|
| | হে আল্লাহ্ ! সালাম/রহমত নাযিল করুন মুহাম্মদ (সাঃ) এবং তাঁর বংশধরগণের উপর, |
| 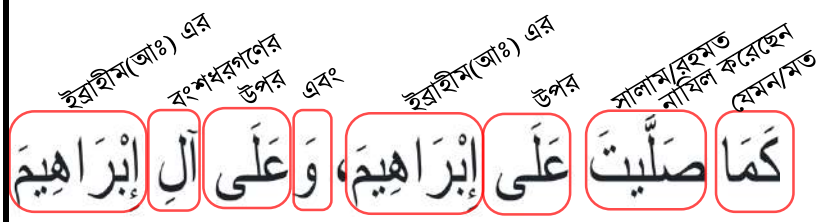 | যেমন আপনি সালাম/রহমত নাযিল করেছেন ইব্রাহীম (আঃ) এবং তাঁর বংশধরগণের উপর, |
| | নিশ্চয়ই আপনি অত্যন্ত প্রশংসিত, মহামহিমান্বিত । |
| 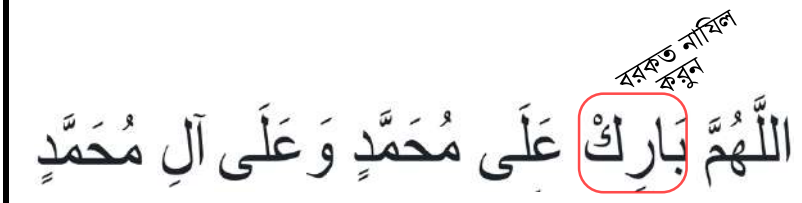 | হে আল্লাহ্ ! বরকত নাযিল করুন মুহাম্মদ (সাঃ) এবং তাঁর বংশধরগণের উপর, |
| 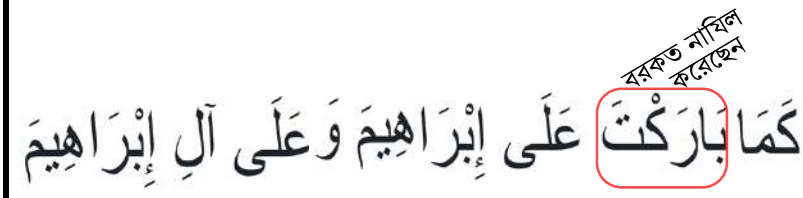 | যেমন আপনি বরকত নাযিল করেছেন ইব্রাহীম (আঃ) এবং তাঁর বংশধরগণের উপর, |
| 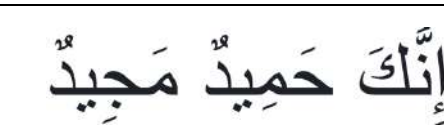 | নিশ্চয়ই আপনি অত্যন্ত প্রশংসিত, মহামহিমান্বিত । |

## দূয়া মাছুরা

এখানে আমরা নিজেদের করা সকল যুলুম এবং গুনাহ্ স্বীকার করে আল্লাহ্‌র কাছে ক্ষমা এবং দয়া কামনা করি ।

| দূয়া মাছুরা | |
|---|---|
| | হে আল্লাহ! আমি আমার নিজের উপর অনেক যুলুম করেছি। |
| | আর আপনি ছাড়া গুনাহসমূহ কেউই ক্ষমা করতে পারে না । |
| | অতএব, আমাকে আপনার নিকট থেকে (বিশেষ) ক্ষমা দ্বারা মাফ করে দিন, আর আমাকে দয়া করুন । |
| | নিশ্চয়ই আপনি ক্ষমাকারী, পরম দয়ালু । |

সবশেষে আমরা দুইপাশে সম্মানিত দুই ফেরেশতাকে সালাম দিয়ে আমাদের নামায শেষ করি ।

**তথ্যসূত্রঃ**

১। কোরআন এবং সালাত অনুধাবন, ডঃ আব্দুল-আজীজ আব্দুর-রহীম, কোরআন অনুধাবন একাডেমি, হায়দ্রাবাদ, ইন্ডিয়া ।
২। হিস্‌নুল মুসলিম